প্রশিক্ষণ সহায়িকা

[কর্মরত বিদ্যালয়-শিক্ষক-শিক্ষণের জাতীয় প্রকল্প]

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কর্মরত বিদ্যালয়-শিক্ষক-শিক্ষণের জাতীয় প্রকল্প

(প্রাথমিক ঃ ১৯৮৯-৯০)

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

(জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের পক্ষে)

পরীক্ষামূলক প্রথম প্রকাশ ঃ
জুলাই, ১৯৮৯

পুনর্মুদ্রণ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৮৯

মুদ্রণ ঃ
বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন)
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রস্তাবনা

১৯৮৬-৮৭ সালে জাতীয় স্তরে যে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল তার অধীনে এরাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রায় পৌনে দু'লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে এ-পর্যন্ত ৪৫ হাজারের মতো শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের নির্ধারিত বিষয়বস্তুগত প্রশিক্ষণ দেওয়া গেছে। 'কোটা'ভিত্তিক হওয়াতে এই প্রশিক্ষণ প্রকল্প রূপায়ণে সময় লাগবে। এছাড়া প্রশাসনগত সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

১৯৮৯-৯০তে এই সাধারণ প্রশিক্ষণপর্ব শেষ হবার কথা। ফলে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বৃহত্তর অংশ এই প্রশিক্ষণের আওতার বাইরে থেকে যাবেন এমন একটি আশংকা থেকেই প্রশিক্ষণ প্রকল্পের প্রাথমিক স্তরে রাজ্যের প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষণের বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ কার্যসূচি নিম্নস্তর পর্যন্ত কার্যকরী করা যাবে এই আশায় এবং আরব্ধ প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের নির্ধারিত অর্থানুকূল্য ছাড়াও রাজ্য সরকারের নিজস্ব অর্থসংস্থান সম্ভব হবে এমনতর আশ্বাস নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, রাজ্য শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' প্রকাশিত হ'ল।

শিক্ষকদের অভিমুখীকরণের লক্ষ্যে 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' রচনার কাজে যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। এঁরা নানা কাজে বিদ্যালয় শিক্ষার নানা স্তরে যুক্ত রয়েছেন বহুদিন ধরেই। এঁদের সকলকে অধিকারের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ সহায়িকার সমৃদ্ধিকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকেই বাস্তবসম্মত প্রস্তাব সাদরে বিবেচিত ও গৃহীত হবে।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

অংশুপ্রকাশ বসু
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ

সূচিপত্র

ভূমিকা

পরাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় খুব সহজবোধ্য কারণেই জনশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্যোগ উপেক্ষিত হয়েছিল। শতাধিক বৎসর পূর্বে এদেশে জনশিক্ষার এই দুর্গতি দেখে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময় ও দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন যে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জন্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নি। দেশের সর্বসাধারণের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে ইংরেজ শাসকগণ এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু করেছিলেন, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কেরানি তৈরির কারখানা এবং দেশের মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবানকে এই কারখানা কয়েকপাতা "কলে-ছাঁটা বিদ্যা" দিয়ে তার দায়িত্ব পালন করত। উচ্চশিক্ষার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নি তা নয়, কিন্তু সকলের জন্য কলাপাতার ব্যবস্থা করার আগেই মাত্র কয়েকজনের জন্য এই যে সোনার থালায় ভোজের আয়োজন এতে ইংরেজ শাসকদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ও এদেশের জনগণের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির একটা চতুর প্রয়াসই প্রতিফলিত হয়েছে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা, বিশেষত জনশিক্ষার ক্ষেত্রে আদৌ কোনো অগ্রগতি হয় নি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে দেশের নেতৃবর্গ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। ১৯৫০ সালে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ভারতের সংবিধান যখন গৃহীত হয় তখন সংবিধানের নীতি-নির্দেশক অধ্যায়ে দেশের নেতৃবর্গ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে সংবিধান চালু করার দশ বছরের মধ্যেই দেশে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য রূপায়িত হবে এবং দেশ থেকে চিরকালের মতো দূর হবে নিরক্ষরতার অভিশাপ। কিন্তু সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসারের এই সময়সীমা পরবর্তীকালে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ৭৫ সাল, ৭৫ সাল থেকে ৯০ সাল। এখন আশা করা হচ্ছে যে আগামী ৯৫ সালের মধ্যে এদেশের ১৪ বছর বয়সের সকল ছেলেমেয়ের জন্যই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে তাঁরা পারবেন। ১৯৮৬-এর জাতীয় শিক্ষানীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এই অঙ্গীকার।

এই প্রতিশ্রুতি সার্থক করার জন্য শিক্ষক-সম্প্রদায়ের যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একথা মনে রেখেই ভারত সরকারের মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রণালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষা-পরিদর্শকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

(ক) জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক

(১) শিক্ষকদের নিকট জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতির গুরুত্ব

পরিবর্তমান সময়ের মোকাবিলা করার জন্য এবং নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য প্রত্যেক জাতিকেই তার নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। আবার ইতিহাসের কোনো একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের কথাও ভাবতে হয়। অর্থনীতি ও প্রযুক্তির দিক থেকে ভারত আজ যে ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে তাতে এই মুহূর্তে এই দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড়রকমের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস। ১৯৬৪ সালে কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে এই ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিস্তারিত সুপারিশ ও কর্মসূচির কথা বলাও হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে যথেষ্ট সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা ছিল না বলে পরবর্তী বছরগুলিতে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব মূল্যবান ও জরুরি সুপারিশগুলি যথাযথভাবে কার্যকর করা যায় নি।

জাতীয় শিক্ষানীতি—১৯৬৮

এই কারণেই ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও ঐ কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্যে যে ফাঁক আছে তা দূর করার অঙ্গীকার পুনরায় গ্রহণ করেন। এই শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল জাতীয় প্রগতি ত্বরান্বিত করা, একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নাগরিক হিসেবে জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতিবোধকে জোরদার করা। শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনুশীলনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ এবং শিক্ষা ও জনজীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন ছিল এই শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এই শিক্ষানীতি ঘোষণার ফলে পূর্বের তুলনায় দেশে সর্বস্তরে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার সম্ভব ছিল। শিক্ষার সুযোগও দেশের ব্যাপকতর অংশের মধ্যে সম্প্রসারিত করার সুযোগ ছিল। এই শিক্ষানীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল দেশে শিক্ষাব্যবস্থার একটি অভিন্ন কাঠামোর প্রবর্তন যার ফলে অধিকাংশ রাজ্যেই ১০+২+৩ ধাঁচের শিক্ষা-কাঠামো চালু হয়। কিন্তু ১৯৬৮-এর শিক্ষানীতি ঘোষণার ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলেও, এই শিক্ষানীতির অন্তর্ভূত সাধারণ কর্মসূচি ও প্রস্তাবগুলি পরবর্তীকালে যথাযথভাবে রূপায়িত হয় নি। উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বাস্তবসম্মত কর্মকৌশল নিরূপণে ব্যর্থতাই এজন্য দায়ী। এতবড়

একটি দেশে শিক্ষানীতি রূপায়ণের জন্য সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব বণ্টনের প্রয়োজন ছিল। উল্লেখ থাকে যে কোঠারি কমিশনে শিক্ষা খাতে মোট জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বিনিয়োগের সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও তা এখনও কার্যকরী হয় নি। ১৯৬৮ সালে ঘোষিত শিক্ষানীতির এই বাস্তব দিকগুলি উপেক্ষিত হয় এবং ফলে কোনো ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হতে পারে নি।

জাতীয় শিক্ষানীতি— ১৯৮৬

১৯৮৬ সালে যে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়, সেই শিক্ষানীতির ঘোষিত আদর্শ, লক্ষ্য ও প্রস্তাবগুলির মধ্যে নূতনত্ব বিশেষ কিছু নেই, কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব ও ঐ প্রস্তাবের আলোকে ঘোষিত ১৯৬৮-এর জাতীয় শিক্ষানীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়গুলিই ১৯৮৬-এর জাতীয় শিক্ষানীতিতে পুনরুচ্চারিত হয়েছে। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ভারতে আসন্ন শতাব্দীর উপযোগী বিজ্ঞাননির্ভর ও প্রযুক্তি বিপ্লবভিত্তিক এক অভিনব শিক্ষার বাতাবরণ সৃষ্টি করার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠায়, নীতিরূপায়ণের বাস্তব সমস্যা সমাধানের উপরই জোর দিতে চেয়েছে এই শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যগুলিকে অধিকতর সংহত করা। এখানে অবশ্য একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, যে-সাফল্য ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে বলে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে সেই সাফল্য কি এদেশের প্রয়োজনের নিরিখে চূড়ান্ত নয়? সংহতিসাধনের প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন শিক্ষার যথাযথ প্রসারের কর্মসূচি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যে-দেশে ৬-১১ বছরের শিশুদের অর্ধেকেরও বেশি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ১১-১৪ বছরের বালক-বালিকাদের প্রায় আশি শতাংশকে এখনো পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধির মধ্যে আনা সম্ভব হয় নি, যে-দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় নামমাত্র, সেই দেশে লব্ধ সাফল্যের সংহতির অজুহাতে শিক্ষাপ্রসারের জরুরি দায়িত্বটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। সঠিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ না করলে পঞ্চান্ন শতাংশ নিরক্ষর মানুষ নিয়ে আমরা একুশ শতকে প্রবেশ করবো ঠিকই কিন্তু উচ্চ প্রযুক্তিবিদ্যার অংশীদার হতে পারব না।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা

ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত নীতি অনুসারে ৮৬-এর জাতীয় শিক্ষানীতি সারা দেশে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছে। প্রস্তাবিত এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার (National Education System) বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এই ঃ—

(ক) একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে ;

(খ) সারা দেশে ১০+২+৩ ধাঁচের শিক্ষা-কাঠাঁমো গড়ে তুলতে হবে ; প্রসঙ্গত বলা যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক প্রস্তাবিত কাঠামোর সঙ্গে রাজ্য-প্রবর্তিত কাঠামোর পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ—

১-১০ পর্যায়ে তিনটি উপস্তর নিম্ন-প্রাথমিক (১-৫) ; উচ্চ-প্রাথমিক (৬-৮) ; নিম্ন মাধ্যমিক ৯ ও ১০) ; রাজ্য-প্রচলিত কাঠামো ঃ প্রাথমিক (১-৫) ; মাধ্যমিক (৬-১০) ;

(গ) এই শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হবে একটি জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা। জাতির আত্মপরিচয়মূলক অত্যাবশ্যক কয়েকটি বিষয়, যেমন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি এই পাঠক্রমের সর্বজনগ্রাহ্য কেন্দ্রমূল হবে, যদিও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ বর্জন বা পরিবর্তনের নমনীয়তা স্বীকার করা হবে। পশ্চিমবাংলায় ১৯৮১ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরে যে পাঠক্রম চালু করা হয়েছে তার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই ১৯৮৬-এর জাতীয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন—

(১) প্রাথমিক স্তরে একমাত্র মাতৃভাষাকেই পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।
(২) ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আটকে না রাখার (No-detention) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
(৩) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ শীর্ষক কর্মমুখি পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নূতন বিষয় সংযোজিত হয়েছে।
(৪) উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
(৫) খেলাধূলা ও শরীরচর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পাঠক্রমের এই কেন্দ্রীয় আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গিটি বিভিন্ন পঠনীয় বিষয়ের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে স্বাধীন দেশের ভাবী নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সেইসব মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটবে যা আমাদের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে।

এই নূতন শিক্ষানীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) নারী, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শিশু ও অবহেলিত সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী শিক্ষার সুযোগলাভে সমানাধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী ও রয়স্ক নিরক্ষরদে শিক্ষাগ্রহণের সমান সুযোগ থাকবে।
(২) প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শিশুর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এই পর্যায়ের কর্মসূচিকে সুসংহত শিশুবিকাশ সেবামূলক বৃহত্তর কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হবে।
(৩) প্রাথমিক স্তরে শিশুকেন্দ্রিক ও কর্মভিত্তিক শিখন-প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠক্রমে আমরা শিখন-প্রক্রিয়াকে আর একটু উদার ও ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করছি। এই রাজ্যে শিখন-প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষক এখানে পাঠদানকারীরূপে নয়, শিক্ষার্থীর পাঠগ্রহণে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করবেন।
(৪) ভর্তি ও সংরক্ষণের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জাতীয় শিক্ষানীতির ঘোষণায় সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের বাধা হিসেবে পর্যাপ্ত জনচেতনার অভাবের কথা বলা হলেও, আমরা মনে করি প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য রূপায়িত হতে পারছে না পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ভূমিসংস্কার, কর্মের সুযোগ, সৃজনক্ষম কর্মসূচি ও স্কুলে স্কুলে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা ও বালিকাদের

জন্য পোশাক বিতরণ প্রভৃতি কয়েকটি সহায়ক সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারলে ভর্তি ও সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানো যেতে পারে।

(৫) পাঠ সাঙ্গ করার অনেক আগেই যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে তাদের জন্য অথবা কর্মরত বালক-বালিকাদের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষণকেন্দ্রের আয়োজন করা হবে দেশজুড়ে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে এইসব অত্যাধুনিক শিক্ষা-প্রযুক্তিনির্ভর প্রথামুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে পরবর্তী উচ্চতর প্রথাবদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের একটি ধাপ হিসেবে যেভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে তাতে একথা মনে হতে পারে যে এই শিক্ষানীতির প্রবক্তাগণ এগুলিকে প্রথাবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষায়তনের বিকল্প বলে মনে করেন। আমরা অবশ্য মনে করি প্রথামুক্ত এই শিক্ষাব্যবস্থা কখনোই প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। নানা কারণে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত অংশকে শিক্ষার মূল ধারার মধ্যে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে এই প্রথামুক্ত ব্যবস্থা একটি পরিপূরক শিক্ষাকর্মসূচি হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(২) জাতীয় ও রাজ্যস্তরে পাঠক্রমের রূপরেখা ঃপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক

শিক্ষা-পরিকল্পনার শুরুতেই নির্ধারিত হয় সমাজের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আর এর পরই স্থির করতে হয় সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কী কী বিষয় পড়ানো প্রয়োজন, কী কী কর্মকাণ্ড ও ব্যবহারিক কাজকর্ম ইত্যাদি করা প্রয়োজন। শিক্ষাতত্ত্বের ভাষায় একেই বলে "পাঠক্রম নির্বাচন" (Curriculum Selection)। সুতরাং পাঠক্রম নির্বাচনের যৌক্তিকতা ও সঙ্গতি বোঝার জন্য প্রথমেই সমাজের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে হয়। স্বাধীনতার পর আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের শিক্ষার পাঠক্রমও পরিবর্তিত হয়েছে। আবার জাতীয় জীবনে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা আবার মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষক হিসাবে আমাদের এই পাঠক্রমের সফল রূপায়ণ করতে হবে। তাই সময় ও অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের গতিশীল রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষাদানের সময় আপনারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত করেন। এই সকল কর্মতৎপরতাই শিক্ষার্থীদের শিখনলাভে ফলপ্রদ উপায় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে যে-সকল কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয় তাকেই পাঠক্রম বলা যায়।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা অভিজ্ঞ শিক্ষক তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হয়েছে। সমাজের পরিবর্তন এবং কাম্য উত্তরণের দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠক্রমের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, পাঠ্য

বিষয়বস্তুর সংগঠন, শিক্ষা-পদ্ধতি ও মূল্যায়ন সবকিছুর উপরই পাঠক্রম পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া সৃজন ও চিন্তার ক্ষমতা বিকাশের ব্যবস্থাও বর্তমান পাঠক্রমের অঙ্গীভূত। এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞানশিক্ষা পাঠক্রমে স্থান পায়নি, কিন্তু বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বিকাশের যুগে বিজ্ঞানশিক্ষা অপরিহার্য। কর্মতৎপরতা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাও স্থান পেয়েছে পাঠক্রমে। শেষেরটি অবশ্য + ২ (উচ্চ-মাধ্যমিক) স্তরে। মূলকথা হলো পাঠক্রম হবে গতিশীল। সমাজের প্রয়োজন এবং বিকাশের অভিলাষের সাথে সাথে পাঠক্রমও পরিবর্তিত হয়।

একথা প্রায়ই বলা হয় যে, জাতীয় প্রয়োজন এবং বিকাশসাধনের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তাল রেখে চলতে পরে নি—এটা একটা উদ্বেগের বিষয়। এমন একটি সমাজব্যবস্থাই আমাদের কাম্য যে সমাজব্যবস্থায় সকল নাগরিকই পাবে সমান অধিকার, সমান সুযোগ এবং সুবিচার। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যেমন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করা। চরিত্র গঠন, সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের উপরও জোর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করার দায়িত্ববোধ শিক্ষালাভ থেকেই জাগ্রত হবে। এই ভূমিকাগুলি হলো জাতীয় সংহতির উন্নতিসাধনের মানসিকতা, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে-সকল বিচ্ছিন্নতাকামী ঝোঁক আছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা এবং শিশুকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাবতে শেখা। প্রশিক্ষণ সহায়িকায় এ নিয়েও আলোচনা আপনারা দেখতে পাবেন।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি নানা দিক থেকে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ। আর এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হলো যুগ যুগ ধরে ভারত ইতিহাসের মর্মকথা। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায়ও তার প্রতিফলন হতে বাধ্য। তাই জাতীয় স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন, তেমনি প্রতিটি রাজ্যেরই তার স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা ও রূপায়ণের স্বাধীনতা থাকবে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক, ভাষাগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের গর্ব এবং তা থেকেই আমাদের দেশ শক্তি অর্জন করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি যে বিরাট সম্পদ তার মর্মোপলব্ধির মাধ্যমে জনগণের ঐক্য গড়ে উঠেছে। জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিগণ বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের জন্য একটি নমনীয় কাঠামোর মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার ন্যূনতম মানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবেন।

এরূপ একটি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ঃ—

(১) একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, ভৌগোলিক অবস্থান, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকেই একটি তুলনীয় উৎকর্ষসাধক শিক্ষালাভের সমান অধিকার।

(২) সকল শিক্ষার্থীর জন্য কেবল শিক্ষালাভের সমান অধিকারই নয়, সামর্থ্য অর্জনের সফলতার ব্যাপারে সমান সুযোগের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা।

(৩) ১০+২+৩ স্তরের সাধারণ শিক্ষা-কাঠামো।

(৪) একটি জাতীয় শিক্ষা-কাঠামো যার উপাদান হবে কয়েকটি সাধারণ আবশ্যিক পঠিতব্য বিষয় এবং অন্য কতকগুলি নমনীয় বিষয়।

(৫) দেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অনুধাবন করতে উৎসাহ প্রদান। সেই সঙ্গে প্রতিটি অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

(৬) জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়সাধন।

(৭) অর্থনৈতিক সামাজিক ও বস্তুগত বিকাশের প্রয়োজনে মানবসম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো।

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশক নীতিতে ৬-১৪ বছর বয়সের সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করাকে রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় বিষয় হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও সাংবিধানিক ঘোষণার প্রায় ৪০ বছর পরও তা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয় নি। তবু আমাদের সেই উদ্দেশ্যসাধনের পথে অবিচলভাবে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষার পরিধি প্রধানতই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাই জাতীয় শিক্ষার সফল বিকাশের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে সর্বভারতীয় শিক্ষা-কাঠামো অনুসারে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বলা হয়। এর পর দু'টি শ্রেণী অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর বলে গণ্য করা হয়। যদিও আমরা প্রাথমিক স্তরের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত তবু আমাদের এই তিনটি স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের বিন্যাসের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কোঠারি কমিশনের সুপারিশ-মতো ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। ইদানিং ১৯৮৬ সালে যে শিক্ষানীতি গৃহীত হয়েছে তাতেও সেই কাঠামোকেই তুলে ধরা হয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় ইতোমধ্যে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ করে ১৯৭৪ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে অধিকাংশ সুপারিশ কার্যকরী করা হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য এখন পর্যন্ত সেই ক্রমধারা অনুসরণের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। ইদানিং ১৯৮০ সাল থেকে পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে তাকে আরো শিক্ষাতত্ত্বসম্মত ও বাস্তবমুখি করার প্রয়াস চলছে। এই প্রসঙ্গে এখানে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের লক্ষ্য, কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিমানসে ছেলেমেয়ের পরিণমনের (Maturation) স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার কাম্য পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন—

জ্ঞানমূলক

১। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক জগতের (মানব ও জীবজগৎসহ) তথ্য আহরণ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের কার্যকারণ সম্পর্কে জানা।

২। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং সকল সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি কাজ করছে এবং পরশ্রমভোজী শ্রমবিমুখ মানুষ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ সে বিষয়ে জানা।
৩। দেশ ও জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি।
৪। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানা।
৫। মাতৃভাষার শব্দসম্ভার (Vocabulary) বাড়ানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশের উন্নতিসাধন।
৬। গাণিতিক রাশি ও গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি।

দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক

১। স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে অঙ্গ-সঞ্চালনে দক্ষতা ও অভ্যাস গঠন।
২। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি নিজ জীবনে প্রয়োগের জন্য অভ্যাস গঠন।
৩। সমাজকল্যাণকর কাজে সহযোগিতামূলক জীবনযাপন করার জন্য অভ্যস্ত হওয়া।
৪। প্রাক্ষোভিক (Emotional) জীবনে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে অভ্যাস গঠন।
৫। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার যোগ্যতা অর্জন।
৬। মাতৃভাষায় মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার এবং লিখিত বক্তব্য পড়ে ও অন্যের বক্তব্য শুনে বোঝার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন।
৭। সংখ্যা ও রাশি নিয়ে গাণিতিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও তার প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন।
৮। ব্যক্তিগত ও সামূহিক জীবনে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া।
৯। আহরিত জ্ঞানের প্রয়োগ ক'রে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন।
১০। উৎপাদনের সরল প্রক্রিয়াসমূহ অংশগ্রহণে যোগ্যতা অর্জন।
১১। বিবিধ সৃজনাত্মক অভিব্যক্তির দক্ষতা অর্জন।

দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা

১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন।
২। মানব সভ্যতার অগ্রগতি এবং দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গঠন।
৩। উৎপাদনমূলক শ্রমসহ সমাজকল্যাণমুখি সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গঠন।
৪। মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে দেশাত্মবোধ জাগরণ।
৫। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন।
৬। শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ (নান্দনিক চেতনা) জাগরণ।

পাঠক্রম

পাঠক্রম হল একটি সমন্বিত কর্মধারা যার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও অভীষ্ট সাধিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। যথা—

১। খেলাধূলা ও শরীরচর্চা,

২। উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ,

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ,

৪। পঠন-পাঠননির্ভর কাজ।

এরই ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে নিচের বিষয়গুলি পাঠ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত ঃ

(ক) **খেলাধূলা ও শরীরচর্চা ঃ** দেহের সুষম বিকাশের উদ্দেশ্যে বয়স ও পরিবেশ উপযোগী ছন্দোবদ্ধ অঙ্গ-সঞ্চালন ও সাধারণ খেলাধূলা এবং স্বাস্থ্যবিধির অনুশীলন।

(খ) **উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ ঃ** উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ ও যথোপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলা এবং ছেলেমেয়েদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত হতে সাহায্য করার জন্য বয়স ও পরিবেশ উপযোগী এবং আধুনিক সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ।

(গ) **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ ঃ** বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মননশীলতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে জীবনযাপন, নানাবিধ উৎসব পালন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সাঙ্গীকৃত কাজ।

(ঘ) **পঠন-পাঠননির্ভর কাজ ঃ** এই বিভাগকে নিচের কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা যায় :
(১) মাতৃভাষা, (২) গণিত, (৩) পরিবেশ পরিচিতি।

মাতৃভাষা ঃ জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞানার্জনের জন্য পরোক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য এবং লিখিত বক্তব্যই এর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে সর্বজনস্বীকৃত ; এছাড়াও ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ও চিন্তনের মাধ্যম হিসাবে ভাষার স্থান অদ্বিতীয়। সহজ সরলভাবে মাতৃভাষার অনুশীলন প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

গণিত ঃ গণিতের সরল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও গাণিতিক রাশির সাহায্যে চিন্তনের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলন ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

পরিবেশ পরিচিতি ঃ পরিবেশকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দুই শ্রেণীতে সাধারণভাবে পরিবেশ পরিচিতি পাঠই হবে এই বিষয়ের উদ্দেশ্য। তৃতীয় শ্রেণী থেকে এই বিষয়কে ধীরে ধীরে চারটি সুনির্দিষ্ট শাখা হিসাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যথা—ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান। পঞ্চম শ্রেণীতে এই বিভাজন সুস্পষ্ট রূপ পাবে।

বিশেষ মন্তব্য ঃ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(ক) **সাংগঠনিক ব্যবস্থা ঃ** স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে সকাল ও দুপুরে বিদ্যালয়ের কাজ চলতে পারে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

(খ) সময় বন্টন ঃ

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	পঞ্চম শ্রেণী
স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষা এবং খেলাধূলা (প্রতিদিন)	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (১৮.২)	৪০ মিঃ (১৮.২)	৪০ মিঃ (১৬)
উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক (পাঁচ দিন)	৩০ মিঃ (১৬)	৩০ মিঃ (১৬)	৪০ মিঃ (১৫)	৪০ মিঃ (১৫)	৪০ মিঃ (১৫)
সামুদায়িক জীবন এবং সাঙ্গীকৃত ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ মূলক কাজ (পাঁচ দিন)	৩০ মিঃ (১৬)	৩০ মিঃ (১৬)	৪৫ মিঃ (১৭)	৪৫ মিঃ (১৭)	৪৫ মিঃ (১৭)
ভাষা ও সাহিত্য (প্রতিদিন)	৪০ মিঃ (ভাষা) (২২)	৪০ মিঃ (ভাষা) (২২)	৪০ মিঃ (ভাষা) (১৮.২)	৪০ মিঃ (১৮.২)	৪০ মিঃ (১৮.২)
গণিত (প্রতিদিন)	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (২২)	৪০ মিঃ (১৮.২)	৪০ মিঃ (১৮.২)	৪০ মিঃ (১৮.২)
প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি (তিন দিন)	—	—	৩৫ মিঃ (৮)	৩৫ মিঃ (৮)	৩৫ মিঃ (৮)
সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি (দু'দিন)	—	—	৩৫ মিঃ (৫.৩)	৩৫ মিঃ (৫.৩)	৩৫ মিঃ (৫.৩)
	১৮০ মিঃ (৯৮)	১৮০ মিঃ (৯৮)	(৯৯.৯)	(৯৯.৯)	(৯৯.৯)

পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি রয়েছে তা হলো ঃ—

(ক) ভাষা বিভাগ ঃ

(১) মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা — ২০০ নম্বর

(২) ইংরাজী বা দ্বিতীয় ভাষা — ১০০ নম্বর

(৩) সংস্কৃত বা তৃতীয় ভাষা

(কেবলমাত্র সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়তে হবে। শিক্ষার্থী ইচ্ছে করলে নবম-দশম শ্রেণীতে একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়তে পারে।)

(খ) বিজ্ঞান বিভাগ ঃ

(১) গণিত — ১০০ নম্বর

(২) ভৌতবিজ্ঞান — ১০০ নম্বর

(৩) জীবনবিজ্ঞান — ১০০ নম্বর

(গ) ভারত ও তার জনগণ বিভাগ ঃ

(১) ইতিহাস — ১০০ নম্বর

(২) ভূগোল — ১০০ নম্বর

(ঘ) কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিভাগ ঃ

(১) কর্মশিক্ষা — ৫০ নম্বর

(২) শারীরশিক্ষা ৩০ নম্বর

(৩) সমাজসেবা ২০ নম্বর

এছাড়া শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত কয়েকটি দেশী ও বিদেশী ভাষা, পঠনীয় বিষয় ও বৃত্তিমূলক বিষয় থেকে যে-কোন একটিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবেও পড়তে পারে।

প্রথম ভাষা হিসাবে শিক্ষার্থী অসমীয়া, বাংলা, ইংরাজী, গুজরাটী, হিন্দী ইত্যাদি তালিকাভুক্ত ১৭টি ভাষার যে-কোন একটিকে নির্বাচন করতে পারবে এবং সেই ভাষাকে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় প্রথম ভাষার পরীক্ষা সেই ভাষায় উত্তরপত্র লিখতে পারলেও অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষায় কেবলমাত্র বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী, নেপালী, উর্দু ও ওড়িয়া ভাষায় উত্তরপত্র লিখতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় ও কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির হয়ে থাকে।

(৩) অবহেলিত শ্রেণীর শিশু ও মহিলাদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগের ব্যবস্থা

ভূমিকা ঃ

ভারতের সংবিধানে মৌলিক নির্দেশের ৪৫ নম্বর সূত্রে সংবিধান প্রবর্তনের দশ বৎসরের মধ্যে সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং ১৯৬০ সালে সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এই তিরিশ বছরে ভারতে সাক্ষরতার হার শতকরা ১৬.৬৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে মাত্র ৩৬.২৭। সংখ্যাগতভাবে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৩০ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৪৪ কোটি। এই নিরক্ষরদের অধিকাংশ সমাজের বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ অংশ এবং তাদের মধ্যে এক বড় অংশ নারীসমাজ। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল এই সময়ে মেয়েদের সাক্ষরতার হার বেড়েছে শতকরা ৭.৯৩ থেকে ২৪.৮২-তে। একই সময়ে নিরক্ষর মহিলাদের সংখ্যা ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪ কোটি ১৭ লক্ষ। ৬.১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে যায় না তাদের শতকরা ৭০ ভাগ বালিকা। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা ভারতের তপসিলী জাতি এবং উপজাতি মহিলাদের সাক্ষরতা ১৬.৩৫। তপসিলী জাতি এবং উপজাতি মহিলাদের সাক্ষরতার শতকরা হার যথাক্রমে ১০.৯৩ এবং ৮.০৪। পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৬ হাজার এবং সাক্ষরতার হার ৪০.৯ শতাংশ। এর মধ্যে মহিলাদের সাক্ষরতার হার শতকরা ৩০.৩ ভাগ এবং তপসিলী জাতি ও উপজাতির সাক্ষরতার হার ১৩.২১ শতাংশ (১৯৮১)। সর্বজনীন শিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজের সকল অংশের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এই বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সমাজে এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল বৈষম্য রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করা। তাদের তীব্রতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া।

বিদ্যালয়-জীবনে সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে—

(ক) শিক্ষক মহাশয় তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের প্রতি এক দৃষ্টান্তমূলক আচার-আচরণের মাধ্যমেই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

(খ) বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা একসাথে বসে উপযুক্ত সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলের জন্য পালনীয় নিয়মাবলী তৈরি করতে পারেন।

(গ) কোন শিক্ষার্থীর জাত অনুযায়ী নাম ধরে ডাকা বন্ধ করতে পারেন।

(ঘ) জাতপাতের প্রভেদ না করে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে খেলাধূলা, পানীয় জল আনা, ভোজন প্রভৃতি সামুদায়িক কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

(ঙ) ঐ একই নিয়মে ছাত্রাবাসগুলি পরিচালিত করা করা যেতে পারে।

(চ) তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের পিতামাতাদের বিদ্যালয়ের অভিভাবক সভায় আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের সঙ্গে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা করা যেতে পারে।

(ছ) নিরক্ষর পিতামাতাদের সাক্ষর হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা করা যেতে পারে।

আলোচনার সময় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

(ক) নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ শুরু করার আগেএদের জন্য স্বল্পকালীন প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ। দুই বা তিন সপ্তাহ বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি পরিচালনা করা যেতে পারে।

(খ) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, ছড়া ও গল্প শোনা ও বলা। একসাথে আবৃত্তি ও গান, মুখে মুখে সহজ হিসাব প্রভৃতির মাধ্যমে "প্রথম প্রজন্ম" শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় জীবনযাপনের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে।

(গ) বিদ্যালয় নিয়মিত চলার সময়ে মাঝে মাঝে এই সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

(ঘ) এদের জন্য বিশেষ সংশোধনাত্মক কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন-শেখানো কর্ম-কৌশল, মনিটার পদ্ধতি, কারণ-নির্ণায়ক পদ্ধতি, টিউটর পদ্ধতি প্রভৃতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

(ঙ) শরীরচর্চা ও খেলাধূলা, কর্মশিক্ষা, বিদ্যালয় কৃত্যালী প্রভৃতি যেসব কাজে এই সকল শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত পারদর্শী সেইসব কাজে এদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। এইসব কাজে এদের সাফল্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজে এবং পড়াশুনার ব্যাপারে অধিকতর আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার সম-সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়া দরকার। মহিলাদের উপর দুই ধরনের সামাজিক বঞ্চনা দেখা যায়—একটি অর্থনৈতিক আর অপরটি সামাজিক। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের বস্তি এলাকায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের সময় দুটি বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করতে হয়। এক, গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তপসিলী জাতি ও উপজাতি, ভূমিহীন কৃষক বা কৃষি শ্রমিক সমাজ, দুই, গ্রাম ও শহরের বিপুল সংখ্যক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত নারীসমাজ। এদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখনও যে সামন্ততান্ত্রিক ও রক্ষণশীল প্রভাব রয়েছে তার

বিরুদ্ধে সচেতনভাবে প্রয়াসের মাধ্যমেই এই অগ্রগতি সম্ভব। মহিলাদের সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সমাজে মহিলাদের স্থান ও ভূমিকা পুরুষদের তুলনায় কোন অংশেই কম নয় এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ থাকা প্রয়োজন এই গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনভাবে সৃষ্টি করা উচিত। আমাদের সমাজে এখনও মেয়েদের সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম হলেও গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের নিম্নবিত্ত এমন কি উচ্চবিত্ত সমাজে মেয়েদের প্রতি অবহেলার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে। মেয়েদের শারীরিক এমন কি মানসিক সামর্থ্যকেও ছোট করে দেখা হয়।

সাধারণত পরিবারে ছেলেদের এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। মেয়েদের জন্মের সময় থেকেই এক বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলেদের পরিবারের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়। অথচ আমাদের এই দেশেই একসময়ে মহিলাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। মনে করা হতো পরিবার ও সমাজের সম্পদ। প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে সহ-শিক্ষার প্রচলন আছে, সেই সকল বিদ্যালয়ে মেয়ে ও ছেলেদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

পাঠ্যপুস্তকে এমন কি বিখ্যাত লেখকদের রচিত প্রবন্ধে এবং কাহিনীতে সমাজে স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক উক্তি দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধামূলক বা অসৌজন্যমূলক মন্তব্যও থাকে। পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় এগুলি সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে।

শিক্ষক হিসাবে আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণ করা দরকার। বিদ্যালয়ে মেয়েদের ছেলেদের মতো সমান সুযোগ দেওয়া হয় কী না বিচার করা দরকার। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর জন্য স্ব-শিখন ও স্ব-নির্ভর আত্মবিকাশের সুযোগ বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে থাকা দরকার। যদি না থাকে তার কারণ কী? পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য শিক্ষক হিসাবে আমাদের ভূমিকা কী হবে?

বিদ্যালয় জীবনই উপযুক্ত সময় যখন ছাত্রছাত্রীদের কাছে সংবিধানস্বীকৃত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের বিকাশের জন্য সমানাধিকারের সুযোগ সম্বন্ধে বক্তব্য উপস্থিত করা যায়। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং এই জন্য উভয়কেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৃত্তিমূলক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমানাধিকার দিতে হবে। এই বক্তব্য তথ্যসহ ছাত্রছাত্রীদের সামনে সচেতনভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন।

(ঘ মূল্যবোধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া মানবাধিকারবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়গত জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও নৈপুণ্য গড়ে তোলাই শিক্ষক/শিক্ষিকার একমাত্র কাজ নয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে একটি সৃজনশীল পূর্ণ-মানব হতে হবে- হতে হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক। তার জন্য প্রয়োজন

শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন, অন্ধবিশ্বাস ও সুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠন এবং অনুরূপভাবে নিজ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তিস্থাপন।

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের যে-ভূমিকা গ্রহণের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি তা হলো—

* শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠনে সাহায্য করা।
* উৎপাদন মূলক শ্রমসহ সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গঠনে উৎসাহিত করা।
* মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে দেশাত্ববোধ জাগরণে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা।
* গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠনে প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি রচনা করা।

ভারতের সংবিধানে মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়েছে—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্য, ন্যায় ও ঐক্য। ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে—সত্যবাদিতা, শান্তি, ক্ষমা, অধ্যবসায়, সারল্য, জ্ঞান-পিপাসা, সহনশীলতা ও সহযোগিতা। আধুনিক জীবনযাত্রায় ও শিক্ষাধারায় গুরুত্ব পেয়েছে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, উৎপাদনমুখীনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সমন্বিত সামাজ্কি নৈতিক শিক্ষা।

নিম্নে উল্লিখিত ক্রম-পর্যায়ে ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নানান পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব—

ক) নিজের প্রতি
খ) পরিবারের প্রতি
গ) প্রতিবেশীর প্রতি
ঘ) পরিবেশের প্রতি
ঙ) নিজের দেশের প্রতি
চ) শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি
ছ) অন্যান্য দেশের প্রতি
জ) সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষীদের প্রতি
ঝ) বিশ্বমানবতার প্রতি

কেবল কথায় মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় না। শিক্ষার্থীর অনুভূতির মাধ্যমে এই বোধ গড়েউঠবে এবং যথার্থ অনুভূতি আসতে পারে পরিকল্পিত কর্মের মধ্যে দিয়ে। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কর্মসূচির কথা চিন্তা করা যায়।

ক) বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।
খ) জাতীয় ও সামাজিক উৎসব পালন।
গ) আলোচনা সভা, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দঃ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মানবাধিকারের আন্দোলন, ভারতের আদিবাসী এবং বনবাসী সমাজ ইত্যাদি।

ঘ) দিবস পালন—স্বাস্থ্য-দিবস, স্থানীয় উন্নয়ন দিবস, বৃক্ষরোপণ দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, মানবাধিকার দিবস, জাতীয় সংহতি দিবস, বিশ্বশান্তি দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস ইত্যাদি।

ঙ) সমাজ-জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দলগত আলোচনা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

চ) বিশ্বের, বিশেষ করে, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মানবাধিকার ও নারী-পুরুষের সমানাধিকার সম্পর্ক আলোচনা।

মূল্যবোধের শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা এক কথা নয়। এই দুটির ক্ষেত্র আলাদা। ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি স্বীকৃত। সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় ধর্মশিক্ষার কথা বলতে পারে না। তাছাড়া বর্তমান ভারতে ধর্ম বিষয়ে এত বিতর্ক রয়েছে যে মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করা বিপজ্জনক এবং অবাঞ্ছিত।

প্রতিটি শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা কমিটি জাতীয় সংহতি এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার মনোভাব বিকাশে শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে। কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বিধানে শিক্ষার ভূমিকার কথা খুব গুরুত্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। কোঠারি কমিশনের প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলি আলোচনার জন্য উপস্থিত করা যেতে পারে। মূল্যবোধের বিকাশ প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক মানসিকতা গঠনেরই নামান্তর। আজকের পৃথিবীতে সকল মানুষের উপর গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ অনুসরণ করার দায়িত্ব এসে পড়েছে।

মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা, উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষিকাগণ চিন্তা করতে পারেন। সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভূমিকা হবে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি থেকে অন্তত একটি করে পাঠ-একক আলোচনার জন্য উপস্থিত করা।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং বিদ্যালয় জীবনে প্রয়োগের সম্ভাব্যতা ঃ

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে স্থানীয় প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দলগত আলোচনার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন/সমস্যা বেছে নিতে পারেন—

১। সমাজজীবনের কুসংস্কার এবং কুপ্রভাবগুলি বিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কিভাবে দূর করা যেতে পারে ? (নির্দিষ্ট উদাহরণসহ আলোচনা)

২। সংবিধানসম্মত নাগরিক অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ায় সচেতন করা যেতে পারে ? (নির্দিষ্ট উদাহরণসহ আলোচনা)

৩। স্থানীয় সমাজে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার উপাদানগুলি কী কী এবং তা কাজে লাগানোর উপায়।

৪। বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য কর্মসূচি কী কী হতে পারে। (নির্দিষ্ট কর্মসূচিসহ আলোচনা)

(৫) প্রাথমিক স্তরে ভর্তি ও সংরক্ষণ

প্রস্তাবনা

এই শিক্ষা-মড্যুল বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা এবং বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া শিশুদের নিয়ে। এই ধরনের শিশুদের সংখ্যা বিপুল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির এটি অন্যতম।

এই মড্যুল শিক্ষকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে চায় এবং শিশুদের শিক্ষাকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে উৎসাহ দেওয়ার মানসিকতা জাগাতে চায়।

এই মড্যুল প্রস্তাবিত ক্যার্যাবলীতে অংশগ্রহণের পর বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি ও সংরক্ষণকে সহজতর করতে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষকেরাও আরও সচেতন হবেন এবং উদ্যোগ নেবেন।

পঠন-পাঠন-সংক্রান্ত কৌশলের ত্রুটি এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ, যা বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণহীন করে তোলে সেগুলিকে চিহ্নিত করে শিক্ষকগণ আলোচনা করতে সক্ষম হবেন। ফলে বিকল্প পঠন-পাঠন-কৌশলের পরিকল্পনা রচনার সুযোগ পাওয়া যাবে ও বিদ্যালয়-পরিবেশের উন্নয়ন করা সম্ভবপর হবে।

উদ্দেশ্য

এই মড্যুলটি পাঠের পর শিক্ষকগণ

—শিশুদের বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার কারণগুলি নির্ণয় করতে পারবেন।

—বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুরা সমাজের কোন্ কোন্ অংশের অন্তর্গত তা নির্দেশ করতে পারবেন।

—শিশুদের ভর্তি ও সংরক্ষণ-সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা কি তা আলোচনা করতে পারবেন।

—গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

—বিদ্যালয়ে পাঠাবার উদ্দেশ্যে পিতামাতা বা শিশুদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কৌশল উদ্ভাবন করে সেগুলিকে কার্যকর করতে পারবেন।

—বিদ্যালয়কে আকর্ষণহীন করে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়-পরিবেশ ও পঠন-পাঠন-কৌশলের দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।

—বিকল্প পঠন-পাঠন-কৌশল উদ্ভাবনের ধ্যানধারণা দিতে পারবেন, ফলে বিদ্যালয়-পরিবেশের উন্নয়ন হবে এবং শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

শিখনের কাজগুলি

বেশ কিছুদিন ধরেই শিক্ষকগণ শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন। সমাজে বিদ্যালয়ের দরজা সমস্ত শিশুদের জন্যই উন্মুক্ত। শিক্ষকগণ জানেন যে তাঁদের গোষ্ঠীর অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। আবার অনেক শিশু আছে যারা বিদ্যালয়ে আসে না তাও জানেন।

অনেক সময়ই হয়ত তাঁরা চিন্তাভাবনা করেন যে, কেন এই শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে না। এই শিশুদের বিদ্যালয়ে না আসার কারণগুলি হয়ত অনুমানও তাঁরা করেছেন।

এখন এই সমস্যাগুলি অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাক্। বিদ্যালয়ে না-যাওয়া এই শিশুরা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই হতে পারে। এরা গোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের অন্তর্গত হতে পারে। আশা করা যায় যে শিক্ষকগণ এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং যথাযথভাবে বিষয়টিকে লক্ষ্য করেছেন।

এটা প্রায় লক্ষ্য করা যায় যে সমাজের অন্তর্গত কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে না-যাওয়া শিশুরা হলো বিদ্যালয়-ছেড়ে-আসা ছাত্রছাত্রী (Drop outs)। সাধারণত দেখা যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছেড়ে-আসা শিশুদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এই ধরনের শিশুদের সংখ্যা বা হার খুব বেশি হওয়ার অনেক কারণ থাকতেই পারে। এই কারণগুলি শিক্ষামূলক হতে পারে, আবার শিক্ষাবহির্ভূতও হতে পারে।

বিদ্যালয় থেকে শিশুদের "ছেড়ে-আসা"র শিক্ষামূলক কারণগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

এই শিশুরা কেন বিদ্যালয়ে যায় না তার কারণগুলির সঙ্গে আপনি পরিচিত আছেন। এরা গোষ্ঠীর কোন্ কোন্ অংশের অন্তর্গত আপনি তাও জানেন।

এই সমস্যা শুধু আপনারই নয় অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন। এ হলো জাতীয় সমস্যা। বেশির ভাগ শিশুদেরই যাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করার কথা তারা কিন্তু বাস্তবে রয়েছে বিদ্যালয়ের বাইরে। একটি রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে ৬-১৪ বছর বয়সের অনধিক ৫ কোটি শিশুরাই রয়েছে বিদ্যালয়ের বাইরে (Ministry of Education Report, 1982)। এই সমস্যা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাধা। যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে হবে।

এই সমস্যার কথা জানা ছিল বলেই সচেতনার জন্য প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পূর্ব থেকেই আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এর মোকাবিলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও মহাত্মা গান্ধী জনসাধারণের কাছে এই সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের এই উদ্বেগ ভারতের সংবিধানে দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, সমস্ত শিশুকেই ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতেই হবে। এটা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিধিব্যবস্থা নামে পরিচিত (Universal Elementary Education—UEE)

—সকলের জন্য শিক্ষার সুবিধাদান,
—সকলের জন্য ভর্তি সুনিশ্চিত করা,
—সকলের জন্য উপস্থিতি সুনিশ্চিত করা,
—সকলের জন্য সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা,
—সকলের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুফল সমাপ্তি সুনিশ্চিত করা,
—সকলের জন্য বিদ্যালয়ের উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।

এখন আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিরূপণ করে দেখাবো। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রতি শ্রেণীতে বেশ ভাল ভর্তির হার থাকে। এক মাস বা

তার বেশি সময় পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকে, ক্রমে ক্রমে উপস্থিতির এই হার কমতে আরম্ভ করে। কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়েই চলে যায়, আবার কিছুসংখ্যকের উপস্থিতি দিনের পর দিন অনিয়মিত হতে থাকে। অবশেষে যে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে অনিয়মিত উপস্থিত থাকে তারা বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি হ্রাস পাওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকা দুর্ভাবনায় পড়েন। তিনি এই বিদ্যালয় ছেড়ে-যাওয়া শিশুদের ফেরত আনার জন্য তৎপর হয়ে কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

এই উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হবে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের খুঁজে বের করা।

বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি আপনি গ্রহণ করতে পারেন ঃ

১। বিদ্যালয়ের হাজিরা-খাতা দেখা,
২। পিতামাতা ও শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ করা।

এই সমীক্ষায় (Survey) থাকতে পারে ঃ

(ক) শিশুদের/পিতামাতার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা (এটা মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে করা যেতে পারে)।
(খ) সংগ্রহ করা তথ্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করা।

এই তথ্যগুলি নিম্নানুরূপ অঙ্কিত ছক অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ

(১) শিশুর নাম ....
(২) বয়স ....
(৩) পিতা/অভিভাবকের নাম ....
(৪) পরিবারের আয়ের উৎস ....
(৫) শিশুটি যে কাজে নিযুক্ত আছে ....
(৬) শিশুটি কি কোন সময় বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল (হ্যাঁ/না) ....
(৭) বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ ....
(৮) সে কি বিদ্যালয়ে/প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রে NFE centre-এ লেখাপড়া করতে আগ্রহী ?..
(হ্যাঁ/না) যদি "না" হয় তবে তার কারণ কি ....
....

গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের চিহ্নিত করার পর আপনার মনে নিশ্চয়ই পরবর্তী প্রশ্ন জাগে, কি করে এই শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা যায় ? এর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ পিতামাতা এবং শিশুদের মধ্যে সঠিক প্রেরণা জাগানো। এর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে ঃ

১। পিতামাতা/অভিভাবকের সাথে নিয়মিত বৈঠক করা যাতে শিশু ও বিদ্যালয়ের মধ্যে পরস্পর ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২। গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী সভ্যদের সঙ্গে (যেমন বয়োজ্যেষ্ঠদের, শিক্ষিত ব্যক্তিদের ইত্যাদি) সাক্ষাৎ করা, যাতে তাঁরা গোষ্ঠীর অনিচ্ছুক সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ও তাদের শিক্ষিত করতে পারেন।

৩। পিতামাতা/অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মসূচি দেখতে এবং বিদ্যালয়ের বিশেষ উৎসবগুলিতে অংশগ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করা।

৪। শিশুদের আহরণ করা কোন বিশেষ তথ্য/খবর, তাদের তৈরি বিভিন্ন জিনিস উৎসবে/ মেলায় বা এই ধরনের অন্যান্য সম্মেলনে প্রদর্শন করা।

৫। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির জন্য যে-সমস্ত উৎসাহদায়ক পরিকল্পনা (Incentive Scheme) রয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে পিতামাতা/শিশুদের জানাবার ব্যবস্থা করা।

আপনি হয়ত অনুভব করতে পারছেন যে বিদ্যালয় ত্যাগ করার কারণগুলির মধ্যে রয়েছে আকর্ষণহীন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও বিদ্যালয়-পরিবেশ। শিক্ষক হিসাবে এমন এক সুযোগ আপনি পাচ্ছেন যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনার শেখানোর কৌশলগুলির উন্নয়ন করতে পারেন এবং বিদ্যালয়-পরিবেশকে আরও মধুর করে তুলতে পারেন। ফলে বিদ্যালয়ে শিশুদের সংরক্ষণ করা যাবে।

—আপনার শেখানোর কৌশলগুলির উন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন।

—বিদ্যালয়-পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তার সংকেত দিন।

উপরের বিভিন্ন কাজে ও আলোচনায় অংশগ্রহণকালে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকগুলি উত্থাপিত হয়েছে। আমরা এই অনুমান নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম যে আপনি বহুলাংশে এই বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যাগুলি এবং তার সম্ভাব্য কর্মপদ্ধতি অবগত আছেন। এটা আশা করা যায় যে আলোচনায় মত-বিনিময় (Interaction) হলে এই বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে আপনার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্পষ্ট হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি যে গোষ্ঠীতে কার্যরত আছেন, সেই গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যালয়ে যারা যায় এবং যারা বিদ্যালয়ের বাইরে থাকে, সেইসব শিশুদের সম্পর্কে আপনার উদ্বেগ বর্ধিত হয়েছে। আপনার বিদ্যালয়কে ঘিরে এখন আপনি এমন কর্মসূচি গঠন করতে পারেন যার সাহায্যে শিশুদের ভর্তি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

(খ) শিক্ষার বিভিন্ন ধারা ঃ প্রথাবিহীন-প্রথাবদ্ধ-প্রথামুক্ত

জন্মের পরক্ষণ থেকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিছু-না-কিছু শেখে। এই শিখনের ধারাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—

১। প্রথাবিহীন শিক্ষা (Informal Education)

২। প্রথাবদ্ধ শিক্ষা (Formal Education)

৩। প্রথামুক্ত শিক্ষা (Non-Formal Education)

(১) প্রথাবিহীন শিক্ষা ঃ

সমাজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে শিশু প্রধানত তার আশেপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে এবং নিজের বাড়ি ও পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব ও ভাবনার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। আর এই অভিজ্ঞতাই তার দৈনন্দিন আচার-আচরণ, আগ্রহ-উদ্যোগকে প্রভাবিত করে, তার মধ্যে নানা পরিবর্তনের সূচনা করে। এইসব উপাদানই শিশুর জীবনে প্রথাবিহীন শিক্ষার গোড়াপত্তন করে। অবশ্য প্রথাবদ্ধ শিক্ষা চলাকালে এবং পরবর্তীকালে সারা জীবন ধরেই প্রতিটি মানুষ প্রথাবিহীন শিক্ষার নানা উপাদান সংগ্রহ করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলে। তাই প্রথাবিহীন শিক্ষা জীবনব্যাপী শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রতিটি মানুষের জীবনে তো বটেই, এমন কি সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

(২) প্রথাবদ্ধ শিক্ষা ঃ

কিন্তু কোন সমাজ তার সদস্যদের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের বিষয়টি কেবলমাত্র প্রথাবিহীন শিক্ষার অনির্দিষ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত প্রভাবের হাতে ছেড়ে রাখতে পারে না। তাই প্রতিটি জাতি তার জীবন-দর্শন ও আদর্শ এবং সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে তার নাগরিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। সমাজ বিকাশের স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং শিক্ষার্থীর বয়স ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পর্যায় অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করে। একেই বলা যায় প্রথাবদ্ধ শিক্ষা (Formal Education) অথবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (Institutional Education)। বর্তমান যুগের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা এই শ্রেণীভুক্ত।

(৩) প্রথামুক্ত শিক্ষা ঃ

সমাজের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধক প্রথাবদ্ধ শিক্ষার কার্যকাল স্বাভাবিক কারণেই সীমিত। এই সীমিত সময়ের ও পরিধির শিক্ষা শেষ হলেই শিক্ষার ধারা থেমে যায় না। প্রতিটি মানুষ এরপরও নানাভাবে নানা দিক থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে যা তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। এর ফলে তার ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন যাপন-প্রণালী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়। সাধারণভাবে জীবনব্যাপী এই শিক্ষাকে প্রথাবিহীন শিক্ষার সমপর্যায়ের মনে হলেও, প্রাক্-প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের শিক্ষা থেকে এই শিক্ষা বেশ কিছু কারণে ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ প্রথাবদ্ধ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকলেও প্রথাবদ্ধ শিক্ষালব্ধ চিন্তন, মনন, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এই শিক্ষা আত্মীকরণের ভিত্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই শিক্ষাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য একে প্রথামুক্ত (Non-Fomal Education) বলা যায়।

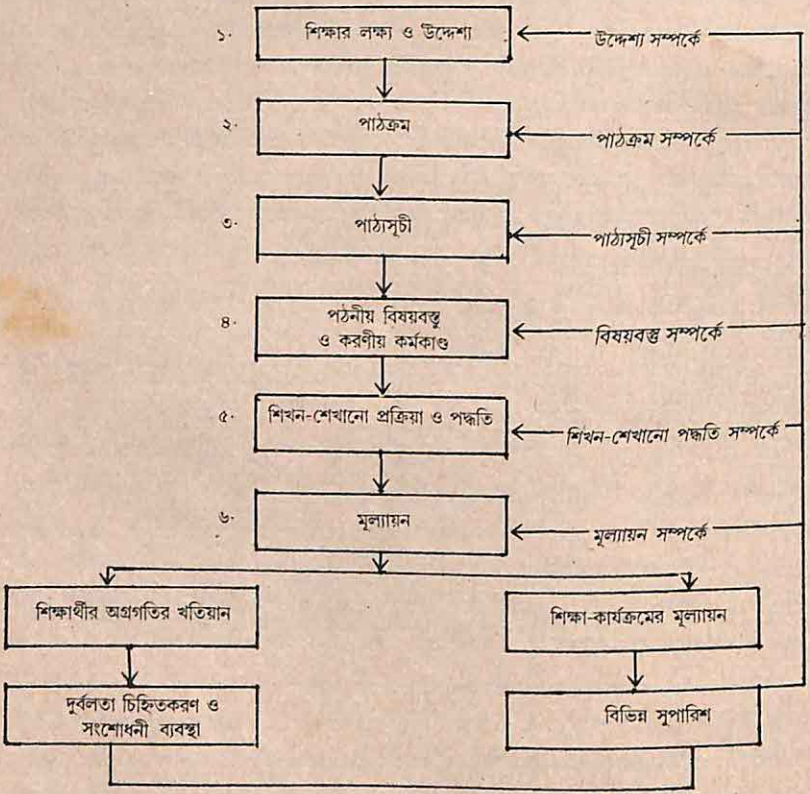
আরো একটি কারণে এই শিক্ষা প্রথাবিহীন শিক্ষা থেকে স্বতন্ত্র। যদিও প্রথাবদ্ধ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে এই শিক্ষা পরিচালিত হয় না তথাপি নানা ধরনের কেন্দ্র, কর্মশালা, সমিতি ইত্যাদি কাঠামোর মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরিকল্পনামাফিক নানা প্রকার শিক্ষা-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যেমন, বয়স্ক শিক্ষা-প্রকল্প, কর্মরত শ্রমিকশিক্ষা-প্রকল্প, নানা আর্থ-সামাজিক কারণে বিদ্যালয়ত্যাগী কিশোর ও শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষা-প্রকল্প ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-পরিকল্পনা

(ক) শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন উপাদন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তাদের গুরুত্ব

যে-কোন সুসভ্য সমাজের জনসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই একটি গতিশীল সমাজে প্রথাগত শিক্ষার পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ-কৌশল বারবার আলোচিত হয়। সমাজ বিকাশের ধারা অনুসরণ করে তা পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। যে ধারা অনুসরণ করে শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত ও আলোচিত হয় তাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়—



এবার শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক—

(১) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে-কোন পরিকল্পনার গোড়াতেই থাকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। শিক্ষা-পরিকল্পনার শুরুতেই পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন। এর জন্য তাঁরা প্রধানত যে যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেন সেগুলি হলো—

১। সমাজের জীবন-দর্শন ও তা বাস্তবায়নের প্রয়োজন।

২। সমাজের বস্তুগত ও কৃষ্টিগত উন্নয়নের প্রয়োজন।

৩। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক গুণাবলীর কাম্য বিকাশ।

৪। প্রচলিত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি।

৫। লক্ষ্য পূরণে সমাজের বস্তুগত ও পরিকাঠামোগত সামর্থ্য।

উপরিউক্ত সাধারণ বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের স্তর অনুসারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হলো ভারতীয় সমাজ ইতিহাসের চিরন্তন ধারা। তাই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো—ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক সাম্য ও সম্প্রীতিভিত্তিক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা। আর সমাজের অর্থনৈতিক নীতির মূলকথা হলো—গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত বৈষয়িক ও শিল্প-সাংস্কৃতিক বিকাশ। এই সাধারণ সামাজিক দর্শন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলিকে মোটামুটি নিম্নরূপে তালিকাভুক্ত করা যায়ঃ

১। একটি স্তর পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ধনী, নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমস্ত শিশুর জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

২। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের জন্য সমমানের শিক্ষার সমান সুযোগ উন্মুক্ত রাখা;

৩। সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে, ধর্মনিরপেক্ষ, উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটানো;

৪। জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের প্রয়োজনে দেশের মানব সম্পদের বিকাশ ঘটানো;

৫। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তোলা;

৬। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুষম বিকাশের স্বার্থে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটানো এবং সংবিধানস্বীকৃত প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাকে সেই অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা;

৭। শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক নীতিকে সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক নীতির সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলা; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সক্রিয় ও সফল নাগরিকের জীবনযাপনে অভ্যস্থ করে তোলা;

৮। শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক গুণাবলীর সুষম বিকাশ ঘটানো ;
৯। সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বিকাশ ঘটানো ;
১০। সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত করে সামাজিক দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটানো। সেইসঙ্গে সমাজে পরশ্রমভোগী মানুষের চরিত্র ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ;
১১। বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির সপক্ষে মানসিকতা গড়ে তোলা।

(২) পাঠক্রম

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির হয়ে যাওয়ার পরই পরিকল্পনা রচয়িতাদের প্রধান কাজ হলো কী কী বিষয় অনুশীলন করলে এবং কোন্ কোন্ ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত হবে তা স্থির করা। শিক্ষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় একে বলা হয় "পাঠক্রম নির্বাচন" বা Curriculum Selection. পাঠক্রম নির্বাচনের সময় পঠনীয় বিষয় ও করণীয় কর্মকাণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় করার কাজটি করতে হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাঠক্রমের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা খুবই জরুরী। কারণ তবেই গতিশীল সমাজে পরিবর্তনশীল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের পরিবর্তনটি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের দেশে যে পাঠক্রম সাধারণভাবে চালু ছিল তাতে ভাষা শিক্ষার উপর যত গুরুত্ব ছিল তত গুরুত্ব ছিল না বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানমূলক শিক্ষার উপর। বিদেশী শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার যে-উদ্দেশ্য স্থির করেছিল তার সঙ্গে সেই পাঠক্রম ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমরা যখন আমাদের সমাজ ও অর্থনীতির স্বার্থে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করলাম তখন স্বাভাবিকভাবেই পাঠক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সূচিত হলো।

পাঠক্রম নির্বাচনের সময় শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করা হয়। আবার শিক্ষার বিভিন্ন শাখা যেমন, সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠক্রম তৈরি করার সময় এদের বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিশ্চয়ই প্রাধান্য পায়।

(৩) পাঠ্যসূচি

পাঠক্রম নির্বাচনের পরই ঠিক করা হয় বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তু ও ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড কোন্ স্তরে কতটুকু অনুশীলন করতে দেওয়া হবে। যেমন, প্রাথমিক স্তরে গণিত বিষয়ের কতটুকু বিষয়বস্তু পড়ানো হবে, উৎপাদনমূলক কাজ কতটুকু করানো হবে ; মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল বিষয়ের বিষয়বস্তুর কতটুকু পরিবেশন করা হবে ইত্যাদি স্থির করতে হবে। এরপর স্থির করা হবে কোনো একটি স্তরের জন্য নির্ধারিত অংশকে ক্রমপর্যায়ে সেই স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিভাবে করা হবে। শিক্ষাতত্ত্বের ভাষায় একে বলা হয় পাঠ্যসূচি প্রণয়ন বা Syllabus Making। শিক্ষার বিভিন্ন শাখা যেমন, কারিগরি, বৃত্তি বা পেশামূলক শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে এই পদ্ধতিতেই পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হয়।

পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সময় সাধারণত যে-সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন সেগুলি হলো—

১। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ একটি বিষয় বা বিশেষ এক প্রকার কর্মকাণ্ড অনুসরণ করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করা।
২। আলোচ্য স্তরের শিক্ষার্থীর বয়স ও তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ধারা বিচার করা।
৩। বিষয়-শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়বস্তু ও কর্মকাণ্ডকে স্তরভিত্তিক অংশে বিভাজন। আধুনিক জ্ঞান-বিস্ফোরণের যুগে নবতর ও উন্নততর জ্ঞানকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলনের স্বার্থে প্রয়োজন হলে পাঠ্যসূচি থেকে চিরাচরিত বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অপ্রযোজ্য ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ দেওয়া।
৪। শ্রেণীভিত্তিক বিভাজনের সময় বিষয়বস্তুর বিকাশের ক্রমপর্যায়টি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা।
৫। শিক্ষাবর্ষের ব্যাপ্তি এবং একটি শিক্ষাবর্ষে পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের জন্য কার্যত কতগুলি কর্মদিবস পাওয়া যায় অবশ্যই তার বিচার করা।

(৪) পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ড

সাধারণত পাঠ্যসূচি হয় পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অবশ্য অনেক সময় পাঠ্যসূচি-প্রণেতাগণ কিছু কিছু ব্যাখ্যা বা নির্দেশ দিয়ে পাঠ্যসূচিকে স্পষ্ট করে দেন। তা সত্ত্বেও শিখন-শেখানো কাজ শুরু হওয়ার আগে পাঠ্যসূচির সংক্ষিপ্ত নির্দেশকে ভিত্তি করে বিস্তারিত পাঠোপকরণ বা Instructional Materials তৈরি করে নিতে হয়। বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক, করণীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ, ব্যবহারিক কাজকর্মের কলাকৌশল সম্পর্কে বিবরণ ইত্যাদি হলো পাঠোপকরণের নানা অনুষঙ্গ। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রধানত এদের সাহায্য নিয়েই শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে দৈনন্দিন অনুশীলন পরিচালনা করেন। প্রতিদিন প্রতিক্ষেত্রে পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা করে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সম্ভব হয় না। তাই পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত পাঠোপকরণে ঠিকমতো রক্ষিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেইজন্য উদ্দেশ্যসাধক অনুশীলন ও মূল্যায়ন এবং পাঠোপকরণের গুণাগুণ বিচারের কাজটি বর্তমান কর্মশালায় গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে।

(৫) শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির বিভিন্ন উপাদান শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তার সাহায্যে তাদের আচার-আচরণে কাম্য পরিবর্তন সূচিত করার কাজটিকেই শিক্ষাতত্ত্বের ভাষায় "শিক্ষা-প্রয়াস" ব Educational Activity নাম দেওয়া হয়। "শিক্ষা-প্রয়াসের" মূল উপাদান দুটি—শিখন-শেখানো (প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি) ও মূল্যায়ন।

কার্যত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষার বিভিন্ন অনুষঙ্গ ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত হয় বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকরণের মাধ্যমে। ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অনুযায়ী কাম্য পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর

হয়েছে কিনা বা হলেও কতটুকু হয়েছে তা যাচাই না করা পর্যন্ত "শিক্ষা-প্রয়াস" সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায় না। তাই "শিক্ষা-প্রয়াসের" সার্থকতা ও সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই যাচাই হয় শিখন-শেখানোর ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে কাম্য পরিবর্তনের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। আবার মূল্যায়ন শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্যান্য উপাদানেরও যথার্থতা যাচাই করে। বিশেষত শিখন-শেখানো পদ্ধতি-প্রকরণের সাক্ষাৎ কার্যকারিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে সহজেই যাচাই করা যায়।

এই কর্মধারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যে-কোন 'শিক্ষা-প্রয়াস' শুরু করার আগেই শিক্ষক মহাশয়ের চিন্তা-চেতনায় তিনি শিক্ষার্থীদের আচর-আচরণে কিরূপ পরিবর্তন আশা করেন তার একটি স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। অর্থাৎ শিখন-শেখানো শুরু করার পূর্বেই শিক্ষক মহাশয় কিছু বিশেষ লক্ষ্য স্থির করে তবে কাজ শুরু করবেন। একেই শিক্ষাতত্ত্বের ভাষায় বলা হয় "শিখন-শেখানোর লক্ষ্য" বা "Instructional Objectives"।

"শিখন-শেখানোর লক্ষ্যকে" নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, যেমন, (১) চূড়ান্ত লক্ষ্য বা সাময়িক লক্ষ্য, (২) সাধারণ লক্ষ্য বা বিশেষ লক্ষ্য, (৩) বস্তুনিষ্ঠ লক্ষ্য বা প্রাক্ষোভিক লক্ষ্য, (৪) কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ্য বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ্য।

আরো নানাভাবে "শিখন-শেখানোর লক্ষ্যকে" শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তবে সবচেয়ে কার্যকর ও স্বাভাবিক শ্রেণীবিন্যাস করেছেন ব্লুম ও তাঁর সঙ্গীগণ। তাঁরা শিক্ষার্থীর বিকাশের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করেছেন। পরে প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা অনুসারে চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। সেই বিভাজনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেওয়া হলো—

শিখন-শেখানোর লক্ষ্য

বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain)	প্রাক্ষোভিক ক্ষেত্র (Affective Domain)	সাইকোমোটর ক্ষেত্র (দক্ষতা) (Psychomotor Domain)
(১) জ্ঞান	(১) অনুভূতি	(১) তাৎক্ষণিক অনুকরণ
(২) বোধ	(২) আগ্রহ	(২) কলাকৌশলগত কর্মপ্রচেষ্টা
(৩) প্রয়োগ	(৩) কর্মোদ্যোগ	(৩) সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয়
	(৪) মূল্যবোধ	(৪) স্বভাবজ দক্ষতা

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মতে কোন একটি ঘটনা বা বিষয়ের মুখোমুখি হলে একজন মানুষ সার্বিকভাবেই তাতে সাড়া দেয়, ভাগ ভাগ করে নয়। কারণ চিন্তন, মনন, অনুভূতি, কর্ম এরা কোন স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নয়। তাই এদের আলাদা আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য আমাদের বোধ ও আগ্রহ, আচরণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির

মধ্যে পার্থক্য টেনে বিচার-বিবেচনা করতে হয়। শিখন-শেখানো পরিকল্পনা করার সময় এবং বিশেষ করে মূল্যায়ন করার সময় এমনি শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পরাধীনতার যুগ থেকে শিক্ষাব্যবস্থার যে-ধারা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এবং যার আমূল সংস্কার করে আমরা তাকে আমাদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে একটি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারি নি, তাতে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষোভিক সামর্থ্যের সার্বিক ও সুষম বিকাশের বিষয়টি অবহেলিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার নবায়নের জন্য যে দলিল তৈরি হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে শিক্ষার্থীর দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতির সুষম বিকাশের লক্ষ্য স্থির রেখে পাঠক্রমটিকে প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে, যথা (১) খেলাধূলা ও শরীরচর্চা, (২) উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ, (৩) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ, (৪) পঠন-পাঠননির্ভর কাজ। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় বণ্টনের মধ্যেও তার জন্য উপযুক্ত সুপারিশ রয়েছে।

সুতরাং প্রাথমিক স্তরে "শিখন-শেখানোর লক্ষ্য" নির্ধারণের সময় শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশের লক্ষ্য স্থির করলেই হবে না। অন্যান্য তিনটি ক্ষেত্রে তার বিকাশের লক্ষ্যও সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে হবে ; যাতে করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থায় তা সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব পায়।

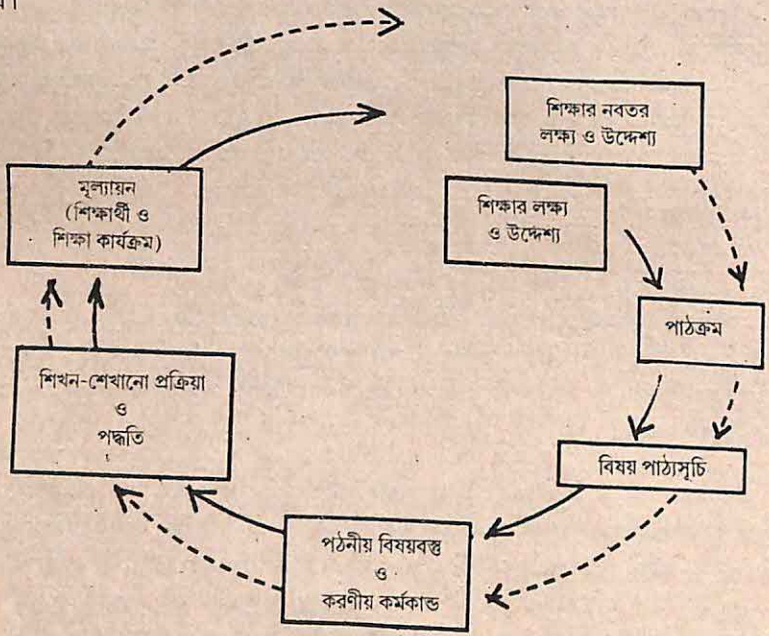
(৬) মূল্যায়ন

শিক্ষা-পরিকল্পনার শেষ ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো—মূল্যায়ন বা Evaluation. পরিকল্পিত অনুশীলনের পর শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে কাঙ্খিত সামর্থ্যের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা পরিমাণ করার কাজটিকেই শিক্ষাবিজ্ঞানে মূল্যায়ন নামে অভিহিত করা হয়।

যদিও শিক্ষা-পরিকল্পনার শেষ প্রান্তে এর স্থান, তবু আধুনিক শিক্ষা-পরিকল্পনাকারীদের মতে মূল্যায়ন একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক বিষয়। যে-কোন বিকাশশীল সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থার দিকনির্দেশ করে এবং শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিকাশের মান উন্নত করতে সাহায্য করে। এর মধ্য দিয়ে গোটা শিক্ষা-পরিকল্পনারও মূল্যায়ন হয়ে যায়। শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্বে যদি কোন দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকে তবে মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে তা ধরা পড়ে যায়। তখন সেইসব জায়গায় প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটিকে ঝালিয়ে নেওয়া যায়। এমনিভাবে মূল্যায়ন একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক বিষয় হিসাবে গোটা শিক্ষা-পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে।

(খ) শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব

শিক্ষা-পরিকল্পনার যে রূপরেখা ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একটি গতিশীল সমাজে শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। বিকাশমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ করে সমাজকে মাঝে মাঝেই তার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিমার্জন করে এগিয়ে যেতে হয়। নইলে তার শিক্ষাব্যবস্থা সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দাবি পূরণ করতে পারে না। এই বিষয়ে "মূল্যায়ন ব্যবস্থা" শিক্ষা-পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও শিক্ষাব্যবস্থার শেষ ধাপে মূল্যায়নের স্থান তবু শিক্ষাব্যবস্থার গতিশীলতার ক্ষেত্রে তা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, মূল্যায়নের মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে এমনকি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। সেই দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষা-পরিকল্পনার গতিশীলতাকে একটি ক্রমবিকাশমান বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পরবর্তী চিত্ররূপ থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।



উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যায় যে, যে-কোন বিকাশমান সমাজে শিক্ষার মানোন্নয়ন কর্মসূচি এই ক্রমবিকাশমান বৃত্তের যে-কোন ধাপ থেকে শুরু করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপগুলিতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানোন্নয়নের কাজ শুরু হলে তাকে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ইত্যাদি ধাপ পেরিয়ে মূল্যায়নের ধাপ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়।

আমরা আগেই দেখেছি যে, পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার নবায়নের জন্য যে দলিল ১৯৭৯ সালে তৈরি হয়েছে তাতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নতুন করে সাজিয়ে তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। আবার নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসারে পাঠ্যপুস্তক ও করণীয় কর্মকাণ্ডের বিবরণ তৈরি হয়েছে। ১৯৮১ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে তাকে অনুসরণ করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে "শিক্ষাপ্রয়াস" (শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন) চলছে। ইতোমধ্যে শিখন-শেখানো পদ্ধতি-প্রকরণ এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের কিছু কিছু ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। আবার এই ক'বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলির পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের কাজও চলছে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নানা কারণে "শিক্ষা-প্রয়াসের" সমস্ত বিষয়গুলি সমস্ত বিদ্যালয়ে সমভাবে কার্যকরী হয় নি বা হচ্ছে না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্খিত মানোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং নতুন করে "শিক্ষা-প্রয়াসের" বিষয়গুলি অর্থাৎ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন সম্পর্কে আরো বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আবার কর্মরত প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষক যাতে এই প্রশিক্ষণে সাক্ষাৎভাবে অংশগ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কৃৎকৌশল আয়ত্ত্ব করতে পারেন তা করা দরকার। বর্তমান কর্মশালা সেই বাস্তব কর্মোদ্যোগেরই একটি অংশ।

(গ) শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় ও উন্নয়নে সমাজের অংশগ্রহণ

এখানে সমাজ বলতে নির্দিষ্ট গ্রাম এলাকার জনসমষ্টিকেই বোঝাবে যারা নিজেদের এলাকার শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনভাবে অংশগ্রহণে আগ্রহী।

দেখা গেছে বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সমাজের অংশগ্রহণ যথেষ্ট না হওয়ায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যায়নি। এর প্রতিবিধানের জন্য একদিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনের প্রয়োজন অন্যদিকে সমাজের সুনির্দিষ্ট চাহিদা কী তাও জানা প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজের অংশগ্রহণ এজন্য অপরিহার্য।

সাধারণত সমাজ কর্তৃক কোন সাহায্য দেওয়াকেই সমাজের অংশগ্রহণ বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অংশগ্রহণ নানাভাবে হতে পারে। যেমন, বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, শিক্ষামূলক কোন প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি।

শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব আমাদের দেশে সমাজ ও বিদ্যালয় যৌথভাবে পালন করে আসছে, কেননা বিদ্যালয় সমাজেরই একটা অঙ্গ বলে বিবেচিত।

যে যে ক্ষেত্রে সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য দেওয়া যেতে পারে সেগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নরূপ ভাবা যেতে পারে ঃ

১। শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা।

২। বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ ও মেরামতি, স্থান সঙ্কুলান, আসবাব ও উপকরণ সংগ্রহ।

৩। শিক্ষাদানের কাজে পারদর্শী ব্যক্তিদের সহায়তা।

৪। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে শিক্ষাদরদী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ।

৫। প্রশাসনিক কাজে পঞ্চায়েতের সহযোগিতা।

অনুরূপভাবে বিদ্যালয় যেসব ক্ষেত্রে সমাজকে সাহায্য করতে পারে—

১। কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও সমাজের অন্য সদস্যদের শিক্ষার কাজে সাহায্য করতে পারে। (যেমন বিধিমুক্ত শিক্ষা-প্রকল্প)।

২। বিদ্যালয় গৃহ ও খেলার মাঠ সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দিতে পারে।

৩। শিক্ষক-শিক্ষিকদের মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিকে প্রয়োজনে পরামর্শ ও সহায়তা দিতে পারে।

৪। বিদ্যালয়ের জ্ঞানমূলক ও উদ্ভাবনমূলক কার্যাবলীর দ্বারা সমাজের উন্নয়ন কর্মসূচিতে সাহায্য করতে পারে (যেমন কুসংস্কার দূরীকরণ, পরিচ্ছন্নতাসাধন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক বিজ্ঞান মঞ্চের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ট যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য)।

৫। শিশুদের হাতের কাজ ও অন্যান্য কাজের প্রদর্শনী শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের তৃপ্তি ও উৎসাহ দিতে পারে।

শিক্ষার উন্নয়নে সমাজের অংশগ্রহণের কাজকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য অংশগ্রহণমগূলক পরিকল্পনা ও পরিচালন ব্যবস্থা (Preparatory Planning and Management)—

শিক্ষকগণ উদ্যোগী হয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন ঃ

১। সমাজের সামাজিক কাঠামো, আর্থিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন। এসব বিষয়ে অভিভাবক ও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা।

২। কেবল সমাজ পরিচিতি যথেষ্ট নয়—সমাজব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষকদের প্রয়োজন নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং সমাজের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৩। সমাজের এবং ব্যক্তিবিশেষের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, একতরফা জোর করে নিজের মতামত চাপিয়ে না দেওয়া।

৪। শিশুদের সম্পর্কে তাদের অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ না করে তাদের সম্ভাবনা ও সাফল্যের উল্লেখ করা এবং গঠনমূলক প্রস্তাব করা।

৫। বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে সমাজের বয়স্ক ব্যক্তি, শিক্ষিত ব্যক্তি ও সমাজসেবীদের সাহায্য চাওয়া।

৬। স্থানীয় অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে যোগদান করা।

৭। শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা গড়ে তোলা,

৮। শিক্ষকের নিজের বিশেষ গুণাবলী—যেমন বাগ্মিতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, ক্রীড়ায় নৈপুণ্য, সমাজকল্যাণে আগ্রহ, কৌতুকপ্রবণতা প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনা ও পরিচালনা

বাঁধা ছকে বা এলোমেলোভাবে কাজ করলে যে ফল পাওয়া যায় সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক সেই কাজ করলে যে অনেক বেশি ভাল ফল যাওয়া যায়, একথা সকলেরই জানা। পরিকল্পনা করবার সময় বর্তমান অবস্থা এবং বাধাবিপত্তি অর্থাৎ সীমাবদ্ধ গণ্ডির কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। তবুও আমাদের দৃষ্টি থাকবে কেমন করে ভাল ফল সম্ভব। পরিকল্পনার কার্যধারার উপর সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখে এবং সঠিক মূল্যায়ন করে ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ধারণ তথা তার দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া—এই সত্যটি যেন পরিকল্পনার মধ্যে থাকে ; ঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া নতুবা অসম্ভব।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশে আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা এই সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি অংশ। শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৫) একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং তার মানবিক উপাদান—শিক্ষক, ছাত্র এবং স্থানীয় জনসমষ্টিকে যুক্ত না করতে পারলে শিক্ষা উন্নয়নের কোন বিস্তৃত কর্মসূচিই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না।

প্রতিষ্ঠানগত পর্যায়ে শিক্ষা-পরিকল্পনা ও পরিচালনার বিকেন্দ্রীকরণ—সমগ্র শিক্ষা-পরিকল্পনা পদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ। সমস্ত শিক্ষাকর্মী, বিদ্যালয়-অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা শিক্ষা-পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন এবং এঁদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট কাজ থাকবে।

এই আলোচনাটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনার ধারণাটি বোঝা।
২। পরিকল্পনা পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যুক্ত করার গুরুত্ব উপলব্ধি করা।
৩। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রকল্প ও কর্মসূচি তৈরি করা।

প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনার ধারণা—

একটি প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কার্যধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্থাৎ শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনসমষ্টির অন্যান্য সদস্যদের পরিকল্পনা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করার কথাই প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনার ধারণার মূল বিবেচ্য বিষয়।

এর আসল অর্থ হলো যে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব সমস্যাবলী সনাক্ত করবে। সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের প্রয়োজনগুলি ঠিক করবে। এরপর সেই সমস্ত সমস্যার বিকল্প সমাধান পদ্ধতিগুলি বের করবে এবং উপযুক্ত কর্মসূচি ও প্রকল্প তৈরি করে নিজেই নিজের প্রয়োজনগুলি মেটাবে।

বিদ্যালয় বর্ষপঞ্জী এবং প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনা কিন্তু এক নয়। বিদ্যালয় বর্ষপঞ্জী বিদ্যালয় কর্মীদের জন্য অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক দ্বারা প্রস্তুত। এতে থাকে শিক্ষকদের পাঠ-এককের পরিকল্পনা এবং ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়ির কাজের তালিকা। কিন্তু শিক্ষার উন্নয়নমূলক দিকের কথা তেমন কিছু থাকে না। অপরপক্ষে, প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক কর্মসূচি নির্দিষ্ট করা থাকে।

পরিকল্পনা পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যুক্ত করার গুরুত্ব—

(ক) যে জায়গায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত সেখানকার বিভিন্ন বয়সের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া।

(খ) শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত উন্নতি এবং ব্যয়সংকোচনের জন্য পরিকল্পনা করা। পরিমাণগত উন্নতির অর্থ হলো বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া এবং ফেল করে একই ক্লাশে বসে থাকা ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমানো। আর ব্যয়সংকোচনের অর্থ হলো ছাত্রপিছু ব্যয় কমানো। (প্রাপ্ত সম্পদকে আরো ভালভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যয় কমানো যেতে পারে।)

প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ—

(ক) সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের নীতিই হলো এই জাতীয় পরিকল্পনার মূল ভিত্তি।এটা কেবলমাত্র প্রধান শিক্ষকের পরিকল্পনা নয়। সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক এবং স্থানীয় জনসমষ্টির পরিকল্পনা।

(খ) সমস্ত বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলি এবং প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্রয়োজনগুলিকে ভিত্তি করে এটি রচিত।

(গ) এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাহিরে লভ্য সম্পদের কাম্য ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়।

(ঘ) এটি তথ্য এবং পরিসংখ্যাননির্ভর বলে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা।

প্রতিষ্ঠানগত পরিকল্পনা রচনার পন্থা-পদ্ধতি নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) লভ্য বস্তুর সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষামূলক কর্মসূচি,তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা ইত্যাদির একটি হিসাব নেওয়া এবং এসবের প্রতিটির ক্ষেত্রে কি কি ঘাটতি আছে সেগুলি সনাক্ত করা।

(খ) আরও কতজন ভর্তি হতে পারে হিসাব করে তা বলতে পারা।

(গ) প্রয়োজনীয় বাস্তব সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মিসংখ্যার হিসাব করা।

(ঘ) ভিতরে এবং বাহিরে সম্ভাব্য আর্থিক উৎসগুলির সন্ধান রাখা।

(ঙ) প্রাপ্ত সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা।

(চ) পরিকল্পনাটি স্থানীয় জনসমষ্টির কাছে রাখা যাতে তাঁরা উৎসাহিত বোধ করেন এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে অংশগ্রহণ করেন।

(ঙ) বিদ্যালয়গুচ্ছ

এই অধ্যায়টি আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষকবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবেন ঃ

(১) ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তার যে বিকাশ (কাঠামো, সংগঠন, পরিচালনা ব্যবস্থা, পরিধির ক্ষেত্রে) ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে "বিদ্যালয়গুচ্ছ" (School Complex) -এর ধারণার সঙ্গতি।

(২) "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-এর ধারণা, বিষয়বস্তু এবং তার বিভিন্ন প্রকারভেদ।

(৩) শিক্ষাব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের (পরিকল্পনা রচনা, সংগঠন, প্রশাসন, মানোন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে) প্রয়োজনীয়তা এবং এই বিষয়ে "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-এর সদর্থক ভূমিকা।

(৪) প্রতিটি তৃণমূলপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও "বিদ্যালয়গুচ্ছ"-এর সদস্য হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষার বাতাবরণ উন্নত ও সমৃদ্ধ করা।

(৫) কিভাবে একটি সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে সদস্য প্রতিষ্ঠান গুলি সম্মিলিত হয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে পারে এবং তাকে কার্যকরীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার ধারণা।

(৬) বস্তুগত, শিক্ষাগত, পরিচালনাগত ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে কি করে অঞ্চলের মোট সম্পদকে সম্মিলিত উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করা যায় সে বিষয়ে উপলব্ধি।

(৭) "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-এর সফল রূপায়ণের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষার পরিস্থিতিতে যে আস্থা ও উন্নয়নের বাতাবরণ সৃষ্টি হবে তাতে "প্রতিবেশী বিদ্যালয়" (Neighbouring School) নীতি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার ভিত্তি গড়ে উঠবে।

(৮) বেশ কিছু ক্ষেত্রে যৌথভাবে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যথা প্রশ্নপত্র, শিক্ষোপকরণ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খেলার মাঠ, মডেল, চার্ট ইত্যাদি উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার সুযোগ গড়ে উঠায় আর্থিক ব্যয়সংকোচ নীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

(৯) সর্বোপরি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন কর্মসূচির সুষম প্রয়োগ যেমন সম্ভব হবে তেমনি তার ধারাবাহিকতা সুনিশ্চিত হবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা চলছে, বলতে গেলে তার সূচনা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর শাসন ও শোষণ যন্ত্রটি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কিছু লোক তৈরি করাই ছিল তার মূল প্রেরণা। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার কোন মহৎ উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। আমেরিকায় শিক্ষা-বিস্তার করতে গিয়ে সেই দেশটাই তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল—এমনি একটি ধারণা সে-সময়ে ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

যাই হোক, ভারতীয় সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ দেখতে পেলেন যে ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিলে খুব সহজেই সরকারী অফিস-আদালতে এবং সরকারী ও বেসরকারী সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে ভাল মাইনের চাকুরি জুটে যায়। তাই ঐ শ্রেণীগুলির প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও আনুকূল্যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো। অবিভক্ত বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেন। সামন্ততান্ত্রিক এই শ্রেণীর স্বার্থে ও উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়গুলির চরিত্র সামন্ততান্ত্রিক হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাই সেই আমলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই পরিচিত হতো অমুক জমিদারবাবুর স্কুল, অমুক মহারাজার কলেজ ইত্যাদি বলে। ব্যক্তিগত মালিকানার

প্রতিষ্ঠানগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির বেশিরভাগই পরিচালিত হতো জমিদার, জোতদার, রায়বাহাদুর, রায়সাহেব, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সভাপতিত্বে নয়তো সম্পাদনায়। আর এটাই স্বাভাবিক যে সমাজের উপর যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও শোষণ তাঁরা চালাতে অভ্যস্ত ছিলেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সেই নীতিতেই পরিচালনা করতেন।

স্বাধীনতার পর অন্যান্য দিকের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। একটি ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত সবার জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার শুভ ইচ্ছা সংবিধানের নির্দেশক নীতিতে স্থান পেয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে জাতি, ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সবার জন্য সম-মানের শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের জন্য শিক্ষার বিশেষ সুযোগ গড়ে তোলার কথা জোর দিয়ে বলতে হচ্ছে। শিক্ষার সংগঠন, প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতির কথা আজ স্বীকার করতে হচ্ছে। শিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের আশা ও দাবি ক্রমবর্ধমান হওয়ার ফলে শিক্ষার পরিধি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিরাচরিত পরিধি ছাড়িয়ে নিচের তলার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবিষয়গুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগের শিক্ষার প্রকৃতি ও চরিত্র কি ছিল?

(২) স্বাধীনতা-উত্তর শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন হয়েছে?

আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি দিকনির্দেশ করা যেতে পারে—

(১) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সংগঠন, পরিচালনা, ব্যাপ্তি, শিক্ষাগত উপাদান ও শিক্ষাগত মানের তুলনামূলক তালিকা তৈরি করা।

(২) শিক্ষার কাম্যবিকাশ অর্থাৎ শিক্ষার সর্বজনীন বিকাশের সম্ভাবনা ও সমস্যা চিহ্নিত করা।

আলোচনায় দেখা যাবে যে—শিক্ষা আজ বহুলাংশে সামাজিক বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই আজ সরাসরি সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত হয় বা সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করে তাদের চলতে হয়। আবার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সবকিছু কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা কঠিন হয়ে উঠেছে। উপরিউক্ত আলোচনায় যে সমস্যাগুলি বেরিয়ে আসবে তার অনেকগুলি এই বক্তব্যকে সমর্থন যোগাবে। তাছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রধানতই আঞ্চলিক রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। এ অবস্থায় পরিচালন ও সংগঠনের বিষয়টি যদি কেন্দ্রীয় নিয়ম-নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় তবে নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধা হবে। এমন একটি পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি অঞ্চলের প্রতিবেশী কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যদি নির্দিষ্ট একটি কর্মসূচির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলে তবে সংগঠন, পরিচালনা, শিক্ষাগত যৌথ-কর্মসূচি, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে পারে। "বিদ্যালয়গুচ্ছ" (School Complex) প্রকল্পের এই হলো তাত্ত্বিক মর্মবস্তু।

এর পরই আলোচ্য বিষয় হতে পারে "বিদ্যালয় গুচ্ছ"-এর সাংগঠনিক রূপ কী হতে পারে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কাঠামোর কথা উল্লেখ করা যায়।

(১) কোন একটি অঞ্চলের একই স্তরের (যেমন, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক ইত্যাদি) সমস্ত বিদ্যালয় মিলে "আনুভূমিক পর্যায়"এর (Horizontal type) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" গড়ে তুলতে পারে।

(২) কোন একটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের (যেমন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ইত্যাদি) সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি মিলে একটি "উল্লম্ব পর্যায়"-এর (Vertical type) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" গড়ে তুলতে পারে।

(৩) আবার কোন অঞ্চলের মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে "ঢিলেঢালা" (Loose type) পর্যায়ের "বিদ্যালয় গুচ্ছ" গড়ে তুলতে পারে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন বিবেচনা করে এই তিনটি কাঠামোর কোনটি তাদের অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত তা নির্ধারণ করতে পারেন। আবার তা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে হলে কী কী ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা প্রয়োজন তাও সুনির্দিষ্ট করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, বর্তমানে বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকাশেব ফলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরির শর্তাবলী, স্থায়িত্ব, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদির যেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, তেমনি বিদ্যালয় পরিচালনা, বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান বজায় রাখা ও উন্নততর করার ক্ষেত্রে তাদের অধিকারেরও বৃদ্ধি ঘটেছে। অধিকার ও দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই বলা যায়, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দায়িত্ব আজ অনেক বেড়ে গেছে। আর তা পূরণ করতে হলে তাঁদের অবশ্যই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাগত মান উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। আর তা করতে হলে সাধারণভাবে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নিচে সাধারণভাবে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে-কয়টি আশু সমস্যা রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো—

(১) সাধারণভাবে ব্যাপক নিরক্ষরতার সমস্যা।

(২) সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের কাছে শিক্ষার সমান সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা।

(৩) শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনে এবং শিক্ষার জন্য বর্ধিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সমস্যা।

(৪) শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান (বিদ্যালয় গৃহ, উপযুক্ত শিক্ষক, উন্নত শিক্ষোপকরণ, গ্রন্থাগার, রসায়নাগার, কর্তব্যরত শিক্ষকদের নবায়ন ইত্যাদি) যোগান দেওয়ার সমস্যা।

(৫) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার (প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও শিক্ষাগত) সমস্যা।

(৬) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, সর্বস্তরে সম-মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করার সমস্যা।

(৭) সাধারণভাবে অর্থসংস্থানের সমস্যা।

(৮) শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র বিকাশের সমস্যা।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে "বিদ্যালয় গুচ্ছ" ব্যবস্থা কিভাবে একটি অঞ্চলের সমস্যাগুলি সমাধানে সহায়ক হতে পারে তা আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত গঠন করা যেতে পারে। এরই সঙ্গে বিদ্যালয় গুচ্ছের সদস্য হিসাবে প্রতিটি বিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে এবং যৌথভাবে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তাও সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফল রূপায়ণের প্রয়োজনে বিকেন্দ্রীকরণ একটি অবশ্যম্ভাবী পদক্ষেপ। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণকে কিভাবে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই আলোচনার সময় যে-কয়টি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন তা হলো—

(১) শিক্ষা পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ (২) প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ (৩) পরিদর্শন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ (৪) পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ (৫) প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ (৬) অন্যান্য ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ।

"বিদ্যালয় গুচ্ছ" সংগঠনের ক্ষেত্রে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্যারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাধারণ কর্মসূচির ক্ষেত্র নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একথা কখনই হতে পারে না যে সদস্যগণ তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে মিলিত হবে। এটাই স্বাভাবিক যে সম্মিলিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা একটি নির্দিষ্ট যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। আবার সেই কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণের প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সংগঠন গড়ে তুলবে যাতে প্রতিটি সদস্য প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও কর্তব্য সম-মানের হবে। মূল লক্ষ্য হবে, যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থে অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নত করার প্রয়াস যার চূড়ান্ত ফল হবে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ। নিচে আলোচনার কয়েকটি সূত্র দেওয়া হলো—

(১) সম্ভাব্য সাধারণ কর্মসূচির রূপরেখাটি কী হবে?

(২) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সংগঠনের কাঠামো ও গঠন-পদ্ধতি কী হবে?

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রয়াস এককভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এবং সম্মিলিতভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে উপকৃত করবে?

বর্তমানকালে দেখা যায় বিভিন্ন কারণে একশ্রেণীর অভিভাবকদের মধ্যে ভাল স্কুল বাছাবাছি করার একটি প্রবণতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর পিছনে শিক্ষাগত উৎকর্ষলাভের প্রেরণা যতটুকু আছে তার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে যা, তা হলো শিক্ষা-বহির্ভূত এবং মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজাত। ফলে দেখা যায় যেখানে সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি বিনা বেতনে বা কম বেতনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে, সেখানে তারই পাশাপাশি স্বল্পসংখ্যক ঠাটবাটওয়ালা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-মালিকানা বা অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান খুবই উচ্চহারে বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করছে। অনেক সময় এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি করতে উচ্চহারে ডোনেশন দিতে হয়।

সাধারণত দেখা যায় যে বিশেষ বিশেষ সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে এরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। আর তারই আকর্ষণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ সেখানে ভিড় করে। এরূপ অবস্থা আগেও ছিল। ইদানিং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি

অংশের মধ্যে সেইসব বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সীমিত সংখ্যক সম্ভ্রান্ত পরিবেশের এইসব বিদ্যালয়ের ধারণ ক্ষমতার চেয়েও বেশি চাহিদার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। নানা দিক থেকে এই সংকট আজ গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করতে চাইছে। এমনি একটি পরিস্থিতিতে "প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের" ধারণাটি খুবই উপযুক্ত। শিক্ষা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। আইন করে এই অসুস্থ প্রবণতা মোকাবিলা করা যাবে না, উচিতও নয়। কিন্তু "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্পের সফল রূপায়ণ বহুলাংশে এই প্রবণতাকে প্রশমিত করতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করলে বোধ হয় এই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

(১) আপনার বা আপনাদের অঞ্চলে উপরিউক্ত প্রবণতার লক্ষণ থেকে থাকলে তার কারণগুলি চিহ্নিত করুন।

(২) কারণগুলিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত এমনিভাবে ভাগ করতে পারলে ভাল হয়।

(৩) "প্রতিবেশী বিদ্যালয়" ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করুন এবং তার সুবিধা-অসুবিধাগুলি চিহ্নিত করুন।

(৪) "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্প উপরিউক্ত কারণগুলি দূর করতে এবং "প্রতিবেশী বিদ্যালয়" কার্যক্রমকে সফল করতে কী কী ভূমিকা নিতে পারে?

(৫) উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক জনসাধারণের সচেতন সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভে "বিদ্যালয় গুচ্ছ" প্রকল্প কী ভূমিকা নিতে পারে তা চিহ্নিত করুন।

(৬) বিদ্যালয় গুচ্ছের সদস্য বিদ্যালয়গুলির পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা কিভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং ফলে প্রতিটি বিদ্যালয় নিজেকে ভাল স্কুলের পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হবে এবং ভাল স্কুল মন্দ স্কুল বাছাবাছির অসুস্থ প্রবণতা হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিখন-শেখানো পরিকল্পনা

(ক) পাঠ-এককভিত্তিক বাৎসরিক পরিকল্পনার গুরুত্ব

শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার রূপরেখা আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির হওয়ার পরই পরিকল্পনাকারীরা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পাঠক্রম তৈরি করেন। এর পরই আসে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিস্তারিত পাঠ্যসূচি। আর এই পাঠ্যসূচি ভিত্তি করেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক এবং করণীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ। এর পরের ধাপের কাজটি হলো 'শিক্ষা-প্রয়াস' (Educational Activity) যাকে ভেঙে বলা যায় অনুশীলন ও মূল্যায়ন।

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন কর্মসূচিতে সুচিন্তিত পাঠক্রম নির্বাচন, পাঠক্রমের বিষয়গুলির জন্য স্তর ও শ্রেণীভেদে সুসংবদ্ধ ও সুনির্বাচিত পাঠ্যসূচি ও করণীয় কর্মকাণ্ড নির্ধারণ এবং তারই ভিত্তিতে পাঠ্যবই ও করণীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ রচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রেণীকক্ষে দৈনন্দিন 'শিক্ষা-প্রয়াসের' মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে কাম্য পরিবর্তনের কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তা অনবরত যাচাই করে এগিয়ে যাওয়া। যে-কোন পরিকল্পনার গোড়াতেই যেমন ঈপ্সিত লক্ষ্য স্থির করে কাজ শুরু করতে হয় এবং কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঈপ্সিত লক্ষ্যের কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তার পরিমাপ করে এগুতে হয়, এখানেও তাই করতে হবে।

তাই সকল 'শিক্ষা-প্রয়াসের' জন্য চাই বিষয় ও কর্মকাণ্ডভিত্তিক প্রতিটি শ্রেণীর জন্য বাৎসরিক পরিকল্পনা।

শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রায়ই নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা শোনা যায়। দৈনন্দিন অনুশীলন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সমালোচনাগুলির কয়েকটি হলো—

(১) পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি এবং তাদের আয়তনও বিপুল।

(২) প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ড এক বছরে শেষ করা যায় না বা করা হয় না। ফলে প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অংশের কিছুটা প্রতি বছর অপঠিত ও অননুশীলিত থেকে যায়।

(৩) এখনো অনেক বিদ্যালয়ে বাস্তবভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না বা করা হচ্ছে না। ফলে বছরশেষে শিক্ষার্থীর কাম্য বিকাশ ঘটছে না।

(৪) শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে শিক্ষার্থীর দেহ-জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতির সুষম বিকাশের কথা বলা থাকলেও এখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় কেবল বৌদ্ধিক বিকাশের দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়ে থাকে।

(৫) মূল্যায়নের সময়ও পঠন-পাঠননির্ভর কাজের মূল্যায়নের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্যান্য ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয় না।

(৬) সর্বোপরি সারা বছর ধরে নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ একটি বড় অংশে অবহেলিত হচ্ছে। ফলে অভিভাবকগণ সেইসব বিদ্যালয় সম্পর্কে ক্রমেই আস্থাহীন হয়ে পড়ছেন।

উপরিউক্ত সমালোচনাগুলির প্রায় সবকটিরই প্রতিকার করা যায় সারা বছর ধরে সুপরিকল্পিত শিখন-শেখানো এবং নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করলে। এ সম্পর্কে একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তবে ১ নং সমালোচনা সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলা প্রয়োজন। এমন দেখা যায় যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য সরকার নির্ধারিত পুস্তক শিশুর মানসিক বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই তারা সরকার নির্ধারিত পুস্তকের পাশাপাশি বেশ কিছুসংখ্যক বই পুস্তক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। ছেলেমেয়েদের দাবির চাপে অভিভাবকগণও টাকা খরচ করে সেইসব কিনে দিতে বাধ্য হন। অথচ বেশির ভাগ সময়ই বেশি মূল্যের এইসব মোটা মোটা বই বিদ্যালয়ে আদৌ পড়ানো হয় না। অথচ অভিভাবকদের মনে ছাপ থেকে যায় যে, তাঁর ছেলেমেয়েকে এতগুলি বড় বড় বই পড়তে হচ্ছে।

এইসব বিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের এরূপ ধারণা করার যৌক্তিকতা ভেবে দেখতে হবে। এ কথা সবাই জানেন যে, কারো নিজস্ব খেয়াল-খুশিমতো নয়, বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ, শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তেই কোন্ শ্রেণীর জন্য কোন্ বিষয় কতটুকু অনুশীলন করতে হবে তা ঠিক হয়েছে। আর তার উপর ভিত্তি করেই এইসব পাঠোপকরণ তৈরি হয়েছে। আমাদের মনে হয় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে এসব কর্তাব্যক্তিদের ধারণার অস্বচ্ছতা এবং ঐ স্তরের শিক্ষার্থীর বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে অস্পষ্টতাই এর জন্য দায়ী। তাই শিক্ষক সমাজকেই এগিয়ে এসে এই প্রকার শিক্ষাতত্ত্ববিরোধী ঘটনাকে প্রতিহত করতে হবে।

বাকি সমালোচনাগুলি মূলত অনুশীলন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত। আমরা জানি পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রয়াসের সাহায্যে এদের মোকাবিলা করা সম্ভব। এখানে সেই পরিকল্পনাকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা হবে।

(১) প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ের পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ডকে একটি বছরে প্রাপ্তব্য সময়ের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টন করে একটি বাৎসরিক সময়-সারণি তৈরি করে সেইমত শিখন-শেখানো ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন চালিয়ে যাওয়া।

(২) প্রতিটি পাঠ-এককের অনুশীলন যাতে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক হয় তার জন্য প্রতিটি পাঠ-একককে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করে সেইমতো শিখন-শেখানো ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।

(৩) বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন ব্যবস্থার কৃৎকৌশল উদ্ভাবন করে তা প্রয়োগ করা।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বাৎসরিক সময়-সারণি তৈরি করার কৃৎকৌশল আলোচনা করবো। সারণি তৈরি করার প্রধান দুটি উপাদান হলো—

(১) নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষে ছুটিছাটা বাদ দিয়ে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের জন্য কত দিন পাওয়া যায় তার হিসাব।

(২) কোন একটি শ্রেণীর জন্য কোন একটি বিষয়ের পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ডের পরিমাণ।

(১) সময় পরিমাণ নির্ণয়ে বিচার্য বিষয়গুলি হলো—

(ক) কখন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়।

(খ) বিভিন্ন ছুটিছাটার জন্য সারা বছরে কতদিন অনুশীলন বন্ধ থাকে তার হিসাব।

(গ) বিশেষ কারণে যদি বেশ কিছুদিন অনুশীলন বন্ধ থাকে তার হিসাব।

(ঘ) আঞ্চলিক পরিস্থিতিতে ও বিশেষত্ব অনুসারে যদি কোন হেরফের করতে হয় তার হিসাব।

(২) পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে-সকল বিষয় বিচার করতে হবে তা হলো—

(ক) কোন একটি শ্রেণীর কোন একটি বিষয় বা কর্মকাণ্ডের পাঠ্যসূচি, যেমন তৃতীয় শ্রেণীর গণিতের পাঠ্যসূচি, বা প্রথম শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের পাঠ্যসূচি।

(খ) সেই পাঠ্যসূচির যদি বিস্তারিত বিশ্লেষণ বা কোন গাইড-লাইন থাকে, তবে তা বিচার করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত গাইড-লাইন দেওয়া আছে।

(গ) পঠন-পাঠননির্ভর কাজের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ের উপর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বইই একমাত্র পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ধরতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিদ্যালয়ে মিলিত হয়ে ৪/৫ দিনের কর্মশালা করে প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ের জন্য বাৎসরিক সারণি তৈরি করবেন। আমাদের মতে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে যদি এমনি সারণি বছরের প্রথমে দিয়ে দেওয়া যায় তবে বিদ্যালয়ের অনুশীলন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে। এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে চতুর্থ শ্রেণীর সমস্ত বিষয়ের নমুনা সারণি দেওয়া হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ অন্যান্য শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের জন্য সারণি তৈরি করে এর কৃৎকৌশল আয়ত্ব করবেন।

এই প্রসঙ্গে আবারো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রায়ই দেখা যায় অনেক বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচির অনেকটাই বছরের শেষে অনুশীলনের জন্য যে সময় পাওয়া যায় তা পর্যাপ্ত নয়। এখানে বাৎসরিক সারণি তৈরির যে পরিকল্পনা দেওয়া হচ্ছে সেইমতো আপনারা যদি বছরের প্রথমেই প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ের জন্য সারণি তৈরি করে নেন, তবে দেখতে পাবেন যে, পাঠ্যসূচিতে নির্ধারিত সবকিছু অনুশীলন, মূল্যায়ন ও পরবর্তী সংশোধনী পাঠ দেওয়ার পরও যথেষ্ট সময় হাতে থাকে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সময়াভাব নয়, পরিকল্পনার অভাবই সমস্ত সমস্যার মূল।

সময়-বিন্যাসের রূপরেখা

গোটা শিক্ষাবর্ষটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করে নিম্ন সময়-বিন্যাস অনুসারে সারণি তৈরি করতে হবে।

পর্বভিত্তিক সময়-বিন্যাসের রূপরেখা

পর্বের সংখ্যা ও সময় সীমা	রবিবার ও ছুটির দিন বাদ দিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যদিবসের আনুমানিক দিনসংখ্যা	বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কারণে অনুশীলন বন্ধ থাকার দিনসংখ্যা	অনুশীলন এবং একক-মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের জন্য প্রাপ্ত দিনসংখ্যা
প্রথম পর্ব মে-আগস্ট	৭০ দিন	সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ৮ দিন	৬২ দিন
দ্বিতীয় পর্ব সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	৬৮ দিন	সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ৫ দিন	৬৩ দিন
তৃতীয় পর্ব জানুয়ারী-এপ্রিল	৯০ দিন	বার্ষিক খেলাধূলা ও পরবর্তী বৎসরের পরিকল্পনা রচনা ১৫ দিন	৭৫ দিন
গোটা শিক্ষাবর্ষ	২২৮ দিন	২৮ দিন	২০০ দিন

মন্তব্য ঃ

(১) প্রথম পর্বে গ্রীষ্মের ছুটির আগে প্রতি শ্রেণীতে অন্ততপক্ষে পূর্ববর্তী শ্রেণীর অনুশীলনের পুনরালোচনা করিয়ে দিতে হবে এবং ছুটিতে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিতে হবে।

(২) উপরোক্ত হিসাব করার সময় ১৫ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মের ছুটি, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের মধ্যে ২৪ দিন পূজার ছুটি ধরা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পালপার্বণের ছুটিও রয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছুটির দিনের হেরফের হলেও অনুশীলন ও মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট কর্মদিবসের কোন পরিবর্তন হবে না।

পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ডের বিন্যাস

বিষয় : গণিত শ্রেণী—চতুর্থ

এককের বিবরণ	উপ-এককের বিবরণ	পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের জন্য পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড সংখ্যা	মন্তব্য
গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক	(ক)	১		
	(খ) (i)	১		
	(ii)	২		
	(গ)	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	

মন্তব্য :

(১) পঠনীয় এককের অনুপাতে উপ-এককের সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে এবং সেইমতো পিরিয়ড সংখ্যার হেরফের হতে পারে।

(২) পিরিয়ড বলতে ৩০/৪০ মিনিটের এক একটি পিরিয়ড বোঝাবে।

(৩) সপ্তাহে সাধারণত ৩৩ পিরিয়ড পড়াশোনা হবে।

(৪) বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সপ্তাহে কোন্ বিষয়ের জন্য ক'টি পিরিয়ড পাওয়া যাবে তা ঠিক করতে হবে। (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পিরিয়ডের সংখ্যা কম হবে)

বৎসরের শুরুতে এমনি বিস্তারিত সারণি তৈরি করে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিলে ভাল হয়। তবেই ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ আগে থেকেই অনুশীলন ও মূল্যায়নের সময়সূচি অনুসারে প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করে অনুশীলন ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করলে শুরুতে যে সমালোচনাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার অধিকাংশই দূর হবে। এই ব্যবস্থার ফলে যে যে সুবিধা হবে তা হলো—

(ক) এর ফলে শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচির প্রতিটি অংশের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হবে।

(খ) পাঠ্যসূচির কোন অংশ অপঠিত বা অননুশীলিত থাকবে না।

(গ) পাঠ্যসূচির বিভিন্ন এককগুলিকে নানা দিক থেকে বিচার-বিবেচনা করে বিভিন্ন উপ-এককে ভাগ করার ফলে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেমন স্পষ্ট হবে, তেমনি অনুশীলন পরিচালনার সময় কোন্ অংশটির উপর কিরূপ গুরুত্ব দিতে হবে তা বোঝা যাবে।

(ঘ) প্রতিটি একক পড়ানোর পর একক-মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে তোলা যাবে। ফলে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও সংশোধনীর ধারা বজায় থাকবে।

(ঙ) কোন একটি শ্রেণীর কোন বিষয় বা কর্মকাণ্ডের পাঠ্যসূচিতে যদি কোন অসঙ্গতি বা ত্রুটি থাকে তবে সারণি তৈরির জন্য বিশ্লেষণের সময় তা ধরা পড়বে এবং ভবিষ্যতে পাঠ্যসূচি পরিমার্জনের সময় তা কাজে লাগবে।

(চ) বছরের প্রথমেই এই সারণি তৈরি করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে দিলে ভাল হয়, ফলে তারা আগে থেকেই জানতে পারবে বছরের কোন্ সময়ে কোন্ বিষয়ের কতটুকু পড়ানো হবে। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকগণও বিদ্যালয়ের কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন।

এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে প্রতিটি বিষয়ের কোন-না-কোন একটি শ্রেণীর বাৎসরিক সারণির নমুনা দেওয়া হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ দলগত আলোচনার মাধ্যমে এর কৃৎকৌশল আয়ত্ত করবেন এবং প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে একটি শ্রেণীর বাৎসরিক সারণি তৈরি করবেন। পরবর্তীকালে যখন বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করা হবে তখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ের সারণি তৈরি করা সম্ভব হবে।

(খ) বিজ্ঞানসম্মত শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের গুরুত্ব ঃ

"শিক্ষা-প্রয়াসের" সার্থকতার জন্য প্রতিটি বিষয় ও কর্মকাণ্ড অনুশীলনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয়ের স্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরি। একই সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়কে এও জানতে হবে—একটি বিষয় বা কর্মকাণ্ডের পাঠ্যসূচির বিভিন্ন একক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও কর্মকাণ্ড অনুশীলনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বিভিন্ন উপাদান কিভাবে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। কারণ বাস্তবে একটি বিষয় বা কর্মকাণ্ডের পাঠ্যসূচিকে পর্যায়ক্রমে একক, উপ-এককে বিভক্ত করে দৈনন্দিন অনুশীলনের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের নিকট তা উপস্থাপিত করা হয়।

"শিক্ষা-প্রয়াসের" ফলে বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও সাইকোমোটর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশ একই সঙ্গে এগিয়ে চলে। অবশ্য এই এগিয়ে চলার ধারা নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার উপর। একক, উপ-এককের দৈনন্দিন অনুশীলনের মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশ স্বভাবতই এই ধারা ধরেই এগিয়ে চলে। তাই কোন একটি বিশেষ একক বা উপ-একক, অনুশীলনের ফলে শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের কোন কোনটি কী কী ক্রমধারা অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হবে তার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা যদি শিক্ষক মহাশয় আগে থেকেই ভেবে ঠিক করে রাখতে পারেন তবে প্রাত্যহিক শ্রেণী অনুশীলনের কাজটি সুশৃঙ্খল, সদর্থক ও প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হবে। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। পরে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

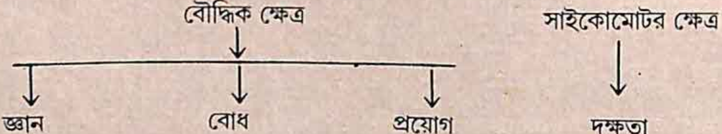
উপরিউক্ত বিশ্লেষণটি শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে পঠন-পাঠন-নির্ভর কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সময় আরো অতিরিক্ত কিছু বিষয় সম্পর্কে লক্ষ্য রাখতে হয়। এ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

পঠন-পাঠননির্ভর কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাটি খুব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। সাধারণত শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ যে ধারা অনুযায়ী এগিয়ে চলে তা হলো—

জ্ঞান → বোধ → প্রয়োগ

অর্থাৎ, পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী প্রথমে সেই বিষয়ের কিছু কিছু সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক 'জ্ঞান'লাভ করে। পরে সেই 'জ্ঞানের' উপর দাঁড়িয়ে আরো চর্চার ফলে সেই বিষয়ের নানা সূত্র ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার 'বোধ' জন্মায়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থী 'জ্ঞান' ও 'বোধের' উপর ভিত্তি করে সেই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে বা নতুন সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়। বর্তমান পর্যায়ে 'দক্ষতা'-কে আমরা কোন একটি চিত্র সঠিকভাবে আঁকতে পারা বা কোন যন্ত্রপাতি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করার সামর্থ্যের অর্থে ব্যবহার করবো।

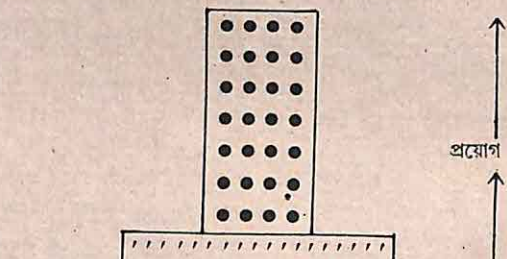
নিচের ছবিটি লক্ষ্য করুন



[বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সামর্থ্য বিকাশে পর্যায়টি তার অভিব্যক্তিজ্ঞাপকসহ একটি চিত্রে প্রকাশ করা হলো—

প্রদত্ত তথ্য যাচাই করা, সঠিক পদ্ধতি নির্ণয় করা, বিকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ, কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা, তথ্যের পর্যাপ্ততা যাচাই করা, বিশ্লেষণ করা, নতুন সমস্যা তৈরি করা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ইত্যাদি।

উদাহরণ দেওয়া, তুলনা করা, পার্থক্য নির্ণয় করা, শ্রেণীবিন্যাস করা, ভুল-ত্রুটি সনাক্ত করা, ভাষান্তর করা, যাথার্থ্য যাচাই করা, সম্পর্ক খুঁজে বের করা ইত্যাদি।



উপরের চিত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শিখন-প্রক্রিয়ার মূল কাঠামোটি হলো জ্ঞান।

আর একে ঘিরেই বোধ ও প্রয়োগসামর্থ্যের বিকাশ ঘটে। আবার জ্ঞানের চেয়ে বোধ উন্নত পর্যায়ের সামর্থ্য এবং প্রয়োগ বোধের চেয়েও উন্নততর পর্যায়ের সামর্থ্য।

এই প্রসঙ্গে চিত্রের বামপাশে উল্লিখিত তথ্যগুলি লক্ষ্যণীয়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের কোন পর্যায়ে তার বাস্তব কর্মসামর্থ্য বা অভিব্যক্তি কিরূপ হবে এই তথ্যগুলি তা প্রকাশ করছে। শ্রেণী অনুশীলনের সময় শিক্ষক কিভাবে তা কাজে লাগাবেন তার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আবারো একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। পঠন-পাঠননির্ভর কাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিকাশের বিশ্লেষণের সময় আগ্রহ, কর্মোদ্যোগ, কৌশলগত কর্মপ্রচেষ্টা, সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয়, স্বভাবজ দক্ষতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি সামর্থ্যের কথা মনে রাখতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে অনুশীলন পরিচালনা ও মূল্যায়নের সময় উপরিউক্ত সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করতে হবে। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যেমন কাগজ-কলম নিয়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের বিকাশ সহজেই যাচাই করা যায়, এসব ক্ষেত্রে তা করা যায় না। তাই এইসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান, দৈনন্দিন ও সাময়িক রিপোর্ট, পর্যবেক্ষণের উপর বেশি নির্ভর করতে হয়। এ সম্বন্ধে কিছু পরে আরো বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

পঠন-পাঠন কাজের ক্ষেত্রে সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ঃ

প্রতিটি পাঠ-একক ও তার উপ-এককগুলি নিয়ে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য যে যে বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে সে সম্বন্ধে নিচে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে তাকে সমৃদ্ধতর করবেন। প্রথমে পঠন-পাঠননির্ভর কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। পরে অন্যান্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

(১) প্রথমেই বাৎসরিক সারণির একক, উপ-একক বিভাজন বিচার করতে হবে। বাৎসরিক সারণি তৈরি করার সময় পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, করণীয় কর্মকাণ্ড ইত্যাদি নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি কোন একটি উপ-একক পাঠের জন্য কত পিরিয়ড সময় দিতে হবে তাও ঠিক করা হয়েছে। তাই বাৎসরিক সারণির এই বিভাজন নিয়ে কাজ শুরু করা যেতে পারে। একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে—সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করার সময় যদি দেখা যায় যে, পূর্বতন বাৎসরিক সারণি বিভাজনের কোন ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি রয়েছে তবে তা এই স্তরে সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে।

(২) এবার ঠিক করতে হবে, একটি বিশেষ একক পাঠের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষার্থীর কী কী পূর্বজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৩) এক একটি উপ-একক পাঠের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতামূলক সামর্থ্যের কী কী বিকাশ ঘটবে তা বিচার করতে হবে।

(৪) "শিক্ষা-প্রয়াসের" ফলে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের বিকাশ তার আচরণ ও কর্মপ্রয়াসে বিশেষ পরিবর্তন হিসাবে প্রকাশ পায়। তাই প্রতিটি বিকাশকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য তাকে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ ও কর্মপ্রয়াসের বিশেষ অভিব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এই অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণের একটি

সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হলো। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োজনে সমৃদ্ধতর করবেন।

সাধারণত যে বিশেষ ছকে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে তার একটি সম্ভাব্য নমুনা নিচে দেওয়া হলো।

শ্রেণী.......			বিষয়.......		একক.........	
উপ-এককের বিবরণ	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত জ্ঞান	প্রত্যাশিত সামর্থ্য			
			জ্ঞান-মূলক	বোধ-মূলক	প্রয়োগ-মূলক	দক্ষতা-মূলক

বর্তমান "প্রশিক্ষণ সহায়িকা" পুস্তকে প্রতিটি বিষয়ের কোন একটি শ্রেণীর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত একটি পাঠ-একক নিয়ে তার সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের নমুনা দেওয়া হয়েছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিষয়-শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিষয়ের অন্যান্য শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ-একক নিয়ে অনুরূপভাবে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করে কৌশলটি আয়ত্ত করবেন। ("পরিশিষ্ট" অংশ দেখুন)

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন। "শিক্ষা-প্রয়াসের" অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো মূল্যায়ন। সাধারণভাবে মূল্যায়ন হলো—সামর্থ্যভিত্তিক যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে অনুশীলনের কাজ পরিচালিত হয়েছে তার শেষে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তার পরিমাপ করা। তাহলেই দেখা যাচ্ছে পাঠ-এককের সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ যেমন সদর্থক অনুশীলনের নির্দেশক হিসাবে কাজ করে, তেমনি তা আবার সফল মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। একক-মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন সামর্থ্য বিকাশের অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

কোন একটি বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতামূলক বিভিন্ন সামর্থ্যের সফল বিকাশ ঘটানো। একমাত্র সুপরিকল্পিতভাবে শ্রেণী অনুশীলন পরিচালনার ফলে তা সম্ভব। তাই অনুশীলন শুরু করার আগেই শিক্ষক মহাশয়কে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে প্রকৃত বিকাশ ঘটলে সামর্থ্যগুলির অভিব্যক্তি হিসাবে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ ও কর্মপ্রয়াসে কী কী পরিবর্তন প্রকাশ পাবে। তার জন্য বিভিন্ন সামর্থ্যগুলিকে আচার-আচরণগত পরিবর্তনের বিশেষিকৃত লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন। নিচে বিষয় শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে আচরণগত পরিবর্তনের বিশেষিকৃত লক্ষণের একটি সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হলো ঃ

উদ্দেশ্য ১ ঃ জ্ঞানমূলক সামর্থ্যের বিকাশ কোন একটি বিষয়ের কোন একটি পাঠ-একক পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, প্রতীক, স্বতঃসিদ্ধ, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর "জ্ঞান"মূলক সামর্থ্য বিকশিত করা।

এই উদ্দেশ্য সফল হলে শিক্ষার্থী

(১) ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, প্রতীক, স্বতঃসিদ্ধ, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য, প্রক্রিয়া ইত্যাদি স্মরণ করতে পারবে।
(২) ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, প্রতীক, স্বতঃসিদ্ধ, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য, প্রক্রিয়া ও প্রণালী ইত্যাদি চিনতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ—মনে রাখতে হবে "জ্ঞান"কে এখানে খুবই সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করতে হবে। কোন একজন শিক্ষার্থী যদি পাঠের অন্তর্গত কোন একটি জিনিস কেবল স্মরণ করতে পারে বা আগে দেখা কোন একটি জিনিস দেখে চিনতে পারে তবেই ধরে নিতে হবে তার এই জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে।

উদ্দেশ্য ২ ঃ ২ বোধমূলক সামর্থ্যের বিকাশ কোন একটি বিষয়ের কোন একটি পাঠ-একক পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, প্রতীক, স্বতঃসিদ্ধ, সূত্র, সংজ্ঞা তথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর "বোধ"মূলক সামর্থ্য বিকশিত করা।

এই উদ্দেশ্য সফল হলে শিক্ষার্থী

(১) ঐ পাঠের অন্তর্গত পদ, সূত্র, সংজ্ঞা ইত্যাদি আলাদা করে সনাক্ত করতে পারবে।
(২) ঐ পাঠের অন্তর্গত পদ, সূত্র; সংজ্ঞা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উদাহরণ দিতে পারবে।

(৩) ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(৪) ঐ পাঠের অন্তর্গত ঘটনা ও সমস্যাকে প্রয়োজনে ভাষান্তর করতে পারবে।

(৫) ঐ পাঠের অন্তর্গত কোন সংজ্ঞা, সূত্র, প্রক্রিয়া, প্রণালী ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হলে তাতে ভুল চিহ্নিত করতে পারবে।

(৬) ঐ পাঠের অন্তর্গত কোন সংজ্ঞা, সূত্র, প্রক্রিয়া, প্রণালী ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হলে তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে।

(৭) প্রদত্ত তথ্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

(৮) প্রদত্ত ঘটনা, সমস্যা ও তথ্যাদির মধ্যেকার জটিলতা সরল করতে পারবে এবং তা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে পারবে।

(৯) ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য, ধারণা, প্রক্রিয়া ও প্রণালী ইত্যাদির মধ্যে তুলনা করতে পারবে।

(১০) নিকট সম্পর্কযুক্ত ঘটনা ও তথ্যাদির মধ্যেকার পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে।

(১১) প্রদত্ত তথ্যাবলী বিচার করে তাদের শ্রেণীবদ্ধ করতে পারবে।

(১২) প্রদত্ত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আঁচ করতে পারবে।

(১৩) প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করতে পারবে।

(১৪) প্রদত্ত সারণি, তালিকা, চিত্র, রূপরেখা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(১৫) ঐ পাঠ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারণা, ঘটনা ও সমস্যাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ—"বোধ" জ্ঞানের চেয়ে উন্নততর সামর্থ্য। তাই বোধ সামর্থ্যের যাচাই করার সময় উপরিউক্ত লক্ষণগুলি খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখতে হবে।

উদ্দেশ্য ৩ঃ প্রয়োগমূলক সামর্থ্যের বিকাশ

কোন একটি পাঠ-একক পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ, প্রতীক, সূত্র, সংজ্ঞা, তথ্য, ধারণা, প্রক্রিয়া ও প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান ও বোধকে "প্রয়োগ"মূলক সামর্থ্যে বিকশিত করা, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বিকাশকে এমন স্তরে উন্নীত করতে হবে যার ফলে সে তার সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের বাস্তব নবতর সমস্যায় ঐ পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জ্ঞান ও বোধ প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়।

এই উদ্দেশ্য সফল হলে শিক্ষার্থী

(১) ঐ পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নতুন তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(২) প্রদত্ত তথ্যাবলীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

(৩) কোন একটি সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য বিভিন্ন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারবে।

(৪) প্রদত্ত সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে পারবে।

(৫) কোন একটি সমস্যাকে সম্ভাব্য বিকল্প পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারবে।

(৬) পর্যাপ্ত যুক্তি (অবরোহ) সহকারে কোন একটি সূত্র, সংজ্ঞা, ধারণা, প্রক্রিয়া ও প্রণালী ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

(৭) প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ বাস্তব তথ্যাবলী নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে (আরোহী পদ্ধতিতে) প্রয়োজনীয় সামান্যীকরণ করতে পারবে।

(৮) ঐ পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংজ্ঞা ও সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

(৯) প্রদত্ত তথ্যাবলীর প্রতুলতা, আধিক্য, অপ্রতুলতা ও যাথার্থ্য যাচাই করতে পারবে।

(১০) ঐ পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ— প্রয়োগ সবচেয়ে উন্নত সামর্থ্য, অর্থাৎ এই সামর্থ্যের সার্বিক বিকাশের অর্থ হলো বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। সে এই বিষয়ের যে-কোন নতুন সমস্যা সমাধান করতে পারবে।

উদ্দেশ্য ৪ ঃ দক্ষতামূলক সামর্থ্যের বিকাশ

কোন একটি পাঠ-একক পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে ঐ পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগমূলক সামর্থ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রিয় সঞ্চালনে (সাইকোমোটর) দক্ষতা বিকশিত করা।

এই উদ্দেশ্যে সফল হলে শিক্ষার্থী

(১) কোন প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে যথাসম্ভব নিখুঁত ও পরিষ্কারভাবে লিখতে, চিত্র আঁকতে ও অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারবে।

(২) নির্দেশমত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে, বিভিন্ন চিত্র সঠিকভাবে অঙ্কন করতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবে।

(৩) প্রয়োজনমতো মডেল, চার্ট ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে।

(৪) ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ—এই সামর্থ্যকে অনেক সময় ভুল করে প্রয়োগের চেয়ে উন্নততর সামর্থ্য হিসাবে ভাবা হয়। বিষয়টি ঠিক নয়। পঠন-পাঠননির্ভর কাজের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যেখানে ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের কোন কাজ ভালভাবে করতে পারছে সেখানেই দক্ষতার প্রশ্ন আসবে।

পঠন-পাঠননির্ভর কাজ ছাড়া অন্য তিনটি ক্ষেত্রে সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ঃ

উপরে পঠন-পাঠননির্ভর কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিকাশের ধারা অনুসারে বিভিন্ন সামর্থ্যের অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণগুলিকে এমনি জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাই এইসব ক্ষেত্রের সামর্থ্যগুলিকে ভিন্নতর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইসব সামর্থ্যের বিকাশ ঘটলে তার আচার-আচরণে যেসব বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় তারও একটি সম্ভাব্য তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এই তিনটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাঠ-একক বিশ্লেষণের সময় শিক্ষকগণ যদি এই তালিকার সাহায্য নেন তবে কাজের সুবিধা হবে বলে মনে হয়।

ক্ষেত্র	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণ
১। খেলাধূলা, শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা	(ক) উপলব্ধি ও অনুকরণ	(১) শিক্ষার্থী নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি জানবে এবং তাদের কার্যকারিতা জানবে। (২) শিক্ষার্থী বিভিন্ন অঙ্গ-সঞ্চালন অনুকরণ করতে পারবে। (৩) শিক্ষার্থী কোন্ খেলার জন্য কী সরঞ্জাম প্রয়োজন তা ঠিক করতে পারবে। (৪) শিক্ষার্থী খেলার নিয়মাবলী অনুসরণ করবে।
উদ্দেশ্যাবলীঃ (ক) খেলার মাধ্যমে দেহ ও মনের সুসংবদ্ধ বিকাশ (খ) সুশৃঙ্খল ও সহযোগিতামূলক জীবনযাপন	(খ) আগ্রহ, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	(১) শিক্ষার্থী আগ্রহসহকারে নিয়মিত খেলাধূলা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজে অংশ নেবে। (২) শিক্ষার্থী তার সহযোগীদের সাথে মিলেমিশে খেলাধূলা ও কাজ করবে। (৩) শিক্ষার্থী নিজের ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে জাহির করবে না বা করতে চাইবে না। (৪) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে।
(গ) নেতৃত্বের বিকাশ (ঘ) ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে সু-অভ্যাস গঠন	(গ) পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনীশক্তি	(১) শিক্ষার্থী পারদর্শিতার সঙ্গে খেলা ও কাজ করবে। (২) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নিজস্ব উদ্যোগে সাময়িক সমস্যার সমাধান করবে। (৩) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (৪) শিক্ষার্থী বিভিন্ন খেলা ও কাজের মধ্যেকার সাদৃশ্য ও পার্থক্যকে কাজে লাগাতে পারবে।
(ঙ) স্বাস্থ্য ও শরীর মাধ্যমে নান্দনিক চেতনার বিকাশ	(ঙ) স্বভাবজ আচরণ	(১) শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করবে। (২) শিক্ষার্থী নিজের জীবনচর্চা দ্বারা সতীর্থদের প্রভাবিত করতে পারবে। (৩) শিক্ষার্থী খেলাধূলা ও শরীরচর্চার মধ্যেও তার নান্দনিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে। (৪) শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনাবোধসম্মত নিরাপত্তামূলক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হবে।

ক্ষেত্র	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণ
২। উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ উদ্দেশ্যাবলী ঃ (ক) পরিবেশে কাজের জগতের সঙ্গে পরিচিত	(ক) উপলব্ধি ও অনুকরণ	(১) শিক্ষার্থী তার পরিবেশে অনুষ্ঠিত উৎপাদনশীল কাজগুলি কী কী তা বলতে পারবে। (২) শিক্ষার্থী সেইসব কাজের পদ্ধতি অনুকরণ করতে পারবে। (৩) শিক্ষার্থী সেইসব কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চিনতে পারবে এবং কোন্‌টি কোন কাজে ব্যবহৃত হয় বলতে পারবে। (৪) শিক্ষার্থী কোন্ কাজটি সমাজের কী উপকারে আসে তা বলতে পারবে।
(খ) পরিকল্পনা-মাফিক কাজ করার অভ্যাস (গ) কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রত্যয় ও দায়িত্ববোধের বিকাশ (ঘ) কাজের মধ্যে আনন্দানুভূতি ও আত্মপ্রকাশের আগ্রহ	(খ) কর্মোদ্যোগ, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	(১) শিক্ষার্থী নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করতে পারবে। (২) শিক্ষার্থী তার সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে পারবে (৩) শিক্ষার্থী নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না বা করতে চাইবে না। (৪) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। (৫) শিক্ষার্থী পদ্ধতিগত ক্রম অনুসরণ করে কাজ করতে পারবে।
(ঙ) উৎপাদনশীল কাজের সামাজিক গুরুত্ব ও গণতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা (চ) শ্রম ও শ্রমকারী মানুষের প্রতি সম্ভ্রমবোধ	(গ) পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	(১) শিক্ষার্থী পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। (২) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নিজস্ব উদ্যোগে সাময়িক সমস্যা সমাধান করতে পারবে। (৩) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। (৪) শিক্ষার্থী আত্মপ্রত্যয় নিয়ে নতুন কাজে হাত দিতে উৎসাহ দেখাবে। (৫) শিক্ষার্থী কাজের তত্ত্বগত দিককে বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে মেলাতে পারবে। (৬) শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে পারবে।
(ছ) সম্মিলিত কাজের গুরুত্ব ও নেতৃত্বের বিকাশ (জ) সৃজনশীলতার বিকাশ (ঝ) মানুষের শ্রমই যে সমাজ সভ্যতার বিকাশের প্রধান উপাদান তার উপলব্ধি (ঞ) আয়াসসাধ্য কাজে অভ্যস্ত হওয়া	(ঘ) মূল্যবোধের বিকাশ	(১) শিক্ষার্থী তার আচার-আচরণ শ্রমকারী মানুষের প্রতি মর্যাদা প্রকাশ করবে। (২) শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবে শ্রমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। (৩) শিক্ষার্থী শ্রমসাধ্য কাজেও এগিয়ে আসবে। (৪) শিক্ষার্থী তার আচরণের মধ্যে দিয়ে সৃজনশীল কাজের আনন্দানুভূতি প্রকাশ পাবে। (৫) শিক্ষার্থী যে কাজটি করছে তা কীভাবে আরো সুন্দর করে করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবে।

ক্ষেত্র	কাম্য সামর্থ্য	অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণ
৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ –	(ক) অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ ও অভিব্যক্তি	(১) শিক্ষার্থী তার পরিবেশের নানা বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধানে উৎসাহ দেখাবে। (২) শিক্ষার্থী নিজের পরিবেশের নানা বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। (৩) শিক্ষার্থী নিজের পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবে। (৪) শিক্ষার্থী পরিবেশে সংঘটিত আকস্মিক ঘটনা সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে।
উদ্দেশ্যাবলী ঃ (ক) সমাজ ও পরিবেশের দিকের সঙ্গে পরিচিতি (খ) অধীত বিদ্যাকে বিদ্যালয়ের বাইরে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে সাঙ্গীকৃত, সুসংবদ্ধ ও মার্জিত করা	(খ) কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	(১) শিক্ষার্থী নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করবে। (২) শিক্ষার্থী তার সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করবে। (৩) শিক্ষার্থী নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না বা করতে চাইবে না। (৪) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে কাজে নেতৃত্ব দিতে পারবে (৫) শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত, সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত কাজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে। (৬) শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবে।
(গ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা কর্মকাণ্ডকে শিক্ষার আলোকে পরিমার্জিত করে অনুসরণ ও আত্মস্থ করা (ঘ) গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপযোগী মনোভাব ও অভ্যাস গড়ে তোলা	(গ) পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনীশক্তি	(১) শিক্ষার্থী পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ করবে। (২) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে নিজস্ব উদ্যোগে সাময়িক সমস্যা সমাধান করতে পারবে। (৩) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। (৪) শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
(ঙ) জীবনব্যাপী শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলা (চ) সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে শ্রম ও শ্রমকারী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করা (ছ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে দেখা ও সমাধান করা (জ) বিদ্যালয় জীবন আনন্দময় ও অর্থবহ করে তোলা	(ঘ) মূল্যবোধের বিকাশ	(১) শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সক্ষম হবে। (২) শিক্ষার্থী প্রয়োজনে পরিবেশের ত্রুটি দূর করতে চেষ্টা করবে। (৩) শিক্ষার্থীর যে-কোন সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে যাওয়ার স্বভাব গড়ে উঠবে। (৪) শিক্ষার্থীর সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার আনন্দানুভূতি ও আত্মতৃপ্তি তার আচরণে ফুটে উঠবে। (৫) শিক্ষার্থী যে-কোন কাজ তা যত ছোটই হোক না কেন সুন্দর করে করার চেষ্টা করবে। (৬) শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আরো সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করবে।

উপরিউক্ত তালিকার ভিত্তিতে এই তিনটি ক্ষেত্রের বিভিন্ন পাঠ-একক বিশ্লেষণ করতে পারলে তার উপর ভিত্তি করে একদিকে যেমন দৈনন্দিন অনুশীলন সদর্থকভাবে পরিচালনা করা যাবে, অন্যদিকে এই তিনটি ক্ষেত্রের মূল্যায়নও সঠিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক হবে।

এই তিনটি ক্ষেত্রে পাঠ-এককের সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য পূর্বে দেওয়া ছকটিকে নিম্নরূপে পরিবর্তন করে নেওয়া যেতে পারে।

শ্রেণী.............. **বিষয়**............... **একক**..................

উপ-এককের বিবরণ	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত সামর্থ্য	কাম্য-সামর্থ্য			
			উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ/কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনীশক্তি	স্বভাবজ মূল্যবোধের বিকাশ

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা

(ক) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি

শিশু বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা হল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নয়. বরং শিক্ষার্থী/শিশুর উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ। অর্থাৎ—চিন্তানায়ক রুশোর মতানুসারে "A child is a book and the teacher is to learn from page to page."

শিক্ষাধারার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ এবং সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশের জন্য যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব এবং সঠিক মূল্যবোধ গঠন করা। শিক্ষার্থী মাত্রই প্রজ্বলন ক্ষমতা তার অন্তর্নিহিত, কিন্তু দরকার স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি—যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে—সঠিকভাবে প্রজ্বলিত হতে পারে। (Learners are candles, they have the power of lighting, and they are yet to be lit which may be performed by the teachers.) শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক ও বৌদ্ধিক বিকাশই নয় শিক্ষার্থীর নৈপুণ্য, আবেগ-অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ বিকাশ এবং সেগুলির উপর সর্বাঙ্গীণ গুরুত্ব আরোপই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষার্থীর মনের কলস পূর্ণ হবে—শিক্ষার্থীর মনোগত বাসনা, প্রবৃত্তি, প্রবণতা অনুযায়ী তবে তা হবে অবশ্যই পাঠক্রমের সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিবিধান করেই।

শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার পার্থক্য কী?

শিক্ষককেন্দ্রিক বা গতানুগতিক শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসা, পাঠ মুখস্থ করা এবং সেটি পুনরুল্লেখ করার উপরই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি কয়েকটি বিষয় পড়ান এবং আশা করেন ছাত্রছাত্রীরা যথাসম্ভব বই-এর ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায়......'শিক্ষাগ্রহণ' প্রক্রিয়ার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো ছাত্রদের মধ্যে সেই ধরনের যোগ্যতা বা দক্ষতা গড়ে তুলতে সাহায্য করা হবে যেগুলি তাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে শেখাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কিভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে সেই দক্ষতার বিকাশসাধনই 'শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক' শিক্ষাধারার মূল লক্ষ্য।

এই নতুন চিন্তাধারা শিক্ষকের ভূমিকাকে কিভাবে প্রভাবিত করবে?

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা হচ্ছে ছাত্রদের কাছে বিষয়বস্তু উত্থাপন এবং জ্ঞান বিতরণ। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষাধারায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে—'সাহায্যকারী'র, 'পরামর্শদাতা'র—যাঁর কাজ হবে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিখন

অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে (পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, স্ব-পঠন, আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতি) দক্ষতা অর্জন করতে পারবে (বা কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে)।

একটি উদাহরণঃ শিক্ষার্থীদের একটি বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। এই পাঠটি শুধুমাত্র বিবরণের আকারে বৃক্ষের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করলে চলবে না। শিক্ষার্থীর যাতে বিভিন্ন উদ্ভিদ নিজে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায় এবং হাতে-কলমে তাদের নিয়ে কাজ করতে পারে শিক্ষক মহাশয় তার ব্যবস্থা করবেন। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা যথাযথ লিপিবদ্ধ করতেও শিক্ষক মহাশয় 'শিক্ষা' দেবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে আবিষ্কারকের ভূমিকায় যেতে পারে, শিখন-শেখানো পরিবেশকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে।

এইভাবে শিক্ষার্থী নিজেরা যদি সক্রিয়ভাবে শিখন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তবে তাদের পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই দক্ষতাগুলি শিক্ষার্থীদের নতুন পরিস্থিতিতে নব নব জ্ঞান, দক্ষতা বা নৈপুণ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এর সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, সহযোগিতা, নেতৃত্ব, পরিবেশ সচেতনতা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি গুণাবলী বা মূল্যবোধ শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছাত্ররা কেবলমাত্র কিছু কিছু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে কিন্তু স্ব-শিখনের সামর্থ্যগুলি কিছুমাত্র অর্জন করতে পারে না। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বক্তৃতাদান, সারাংশ লিখন, আদর্শ বা প্রত্যাশিত উত্তর দেওয়ার জন্য পরামর্শদান কোনটিই স্ব-শিখনের সামর্থ্যগুলি গড়ে তোলার উপযোগী নয়। এখানে অবশ্যই বর্তমানের পরীক্ষা বা প্রশ্নপত্র রচনার পদ্ধতির আলোচনা উঠতে পারে। এ সম্পর্কে পরের অধ্যায়ে সমস্যাটি বিশদভাবে আলোচিত হবে।

শিক্ষকের নতুন ভূমিকা প্রসঙ্গে আরও একটি দিক বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিক্ষক কী করতে পারেন? আমরা সকলে একমত যে, শিক্ষকের দায়িত্ব কেবলমাত্র শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো নয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যান্য দিকগুলির ক্ষেত্রেও তাঁর দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সামাজিক দিকটির সুষম বিকাশের জন্য শিক্ষক এমন কাজগুলি বেছে নেবেন যার মাধ্যমে তাদের একসাথে কাজ করতে শেখার সুযোগ হয়।

একটি উদাহরণঃ শিক্ষক 'প্রাণীদের আবাসস্থল' শীর্ষক পাঠের সময়ে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করে একটি দলকে যথাক্রমে এক একটি শ্রেণীর সম্পর্কে কাজ করতে বলতে পারেন। যেমন—'খেচর প্রাণী', 'স্থলচর প্রাণী' এবং 'উভচর প্রাণী'। এইভাবে প্রত্যেকটি দলের আলোচনার মাধ্যমে একসঙ্গে মিলেমিশে যৌথ-প্রয়াসে কাজ করার অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের দেওয়া যায়। শিখন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী করবে এবং তাদের সুস্থ প্রাক্ষোভিক বিকাশ সম্ভব হবে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের নেতিবাচক মনোভাব শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নষ্ট করে দেয় এবং তার ফলে বাঞ্ছিত ফললাভ হয় না। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রশ্ন করার পদ্ধতিরও পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নগুলি এমন হবে যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিখনে আগ্রহী হয় এবং স্ব-শিখনের পথে অগ্রসর হয়।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন ?

পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ রেখে বলা যেতে পারে মূল্যায়নের লক্ষ্য হবে কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জন করা নয়, স্ব-শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য বা দক্ষতা অর্জন করা। মূল্যায়ন হবে শিক্ষার্থীর বিকাশের সমস্ত দিক যেমন—জ্ঞান, দক্ষতা, সামর্থ্য, কর্মশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাবের উপর ভিত্তি করে। এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, কর্মশক্তি, নৈপুণ্য সবদিকের বিকাশের পরিমাপ করবে। এছাড়া মূল্যায়নপত্রে শিক্ষার্থীর কোন ক্ষেত্রে যদি অসম্পূর্ণতা বা সমস্যা থাকে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংশোধনাত্মক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। মূল্যায়ন কলাকৌশল বা পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষকদের লিখিত মূল্যায়ন ছাড়াও মৌখিক, ব্যবহারিক এবং পর্যবেক্ষণ ও কেস স্টাডি (কোন কোন ক্ষেত্রে) পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। এ ব্যাপারে আমাদের সংশয় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষার্থীর সাফল্য-অসাফল্যের বিচার অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তুলনামূলক হবে না। মূল্যায়ন হবে শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে, যার দ্বারা বোঝা যাবে শিখনের ক্ষেত্রে সে কতটা উন্নতি করতে পেরেছে। মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী শিখনের ব্যাপারে স্বতন্ত্র এবং অনন্য। তার শিখন-সামর্থ্য এবং শিখনের গতি অন্য শিক্ষার্থী থেকে আলাদা এবং এর ভিত্তিতেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে হবে। শেষ কথা হলো, এক নতুন প্রগতিশীল জীবনদর্শনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থী যেন নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শিখতে পারে। শুধুমাত্র মানসিক বা বৌদ্ধিক উৎকর্ষসাধনই নয়। ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকগুলি যথা শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য দিকগুলির সুষম বিকাশের দিকে সমান দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও আনন্দের একটি ক্রমবর্ধমান মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এটি খুবই দুরূহ কাজ, কিন্তু এটি আজ শিক্ষক-সমাজের কাছে এসেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত রচনার সম্ভাবনা নিয়ে।

(খ) অনুসন্ধিৎসাপ্রবণতা

জন্মের পর থেকেই প্রত্যেক শিশুশিক্ষার্থী তার বাড়ির এবং তার সামাজিক পরিবেশে বড় হতে থাকে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মেই তার নানারকম প্রাক্ষোভিক বিকাশের সাথে নানা বিষয়ে তার জানবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিশুমন স্বাভাবিক কারণেই অনুসন্ধিৎসুপ্রবণ। এই অনুসন্ধিৎসুপ্রবণ মনের বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে শিক্ষকের কাজ হবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং চিন্তা-উন্মেষণে শিক্ষাক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ পরামর্শদান। যার মধ্য দিয়ে—শিশুর অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্ত হতে পারে একাধারে অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার নির্দিষ্ট ধাপে শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নয়নও সম্ভব হতে পারে। বিদ্যালয়/বাড়ি এবং আশেপাশের সংলগ্ন পরিবেশের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর চাহিদামত, তার অনুসন্ধিৎসু মানসিকতাকে কাজে

লাগিয়ে পাঠ তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে এবং অবশ্যই তা হবে পাঠক্রমের উপযোগী এবং সঙ্গতিপূর্ণ।

এক্ষেত্রে শিক্ষকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অনেকাংশে সাহায্যে আসতে পারে। সেইমত উদাহরণসহযোগে পাঠক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়া চলতে পারে স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয়ভাবে।

শিশুদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগরণের জন্য বিভিন্ন ধারাকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। পরিস্থিতি ও পরিবেশসাপেক্ষে যে-কোন একটি বা দুটি ধারা নির্বাচন করে নেওয়া যেতে পারে। যে ধারাই অনুসৃত হোক না কেন শিক্ষার্থীদের সব সময়ই একটি (মানসিক পরিকাঠামো অনুযায়ী) সমস্যানিহিত পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়ে থাকে। শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীর সামনে কিছু সমস্যাবলী উপস্থাপনা করে নিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে সমস্যাবলী সামনে রেখে যেমন প্রশ্নের উপস্থাপনা বাঞ্ছনীয়—অন্যদিকে প্রশ্নগুলি চিন্তা উদ্রেককারী হওয়াও একান্ত জরুরী। এই প্রশ্নগুলির উত্তরের সাপেক্ষে শিক্ষার্থীরা কিছু প্রকল্প (Hypothesis) রচনা করবে। এই প্রকল্প-(Hypothesis) গুলি কতকগুলি 'চলরাশির' (Variables) সম্পর্কে সম্পর্কিত হবে। 'চলরাশিগুলি' ঐ নির্দিষ্ট সমস্যার সঙ্গেও সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তথ্যসংগ্রহ, তথ্যরাজির সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণার্থে যা সত্য ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছিল তার (Hypothesis)-এর সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করবে।

সমস্ত অনুসন্ধান ধারাতেই নিম্নলিখিত পাঁচটি পর্যায় থাকে।

(ক) সমস্যার উপস্থাপন/সম্মুখীন হওয়া (Encounter with the problem)।
(খ) তথ্য সংগ্রহ করা (Collection of data)—বিভিন্ন পুস্তক থেকে/পত্রিকা থেকে/শিক্ষকের কাছ থেকে/বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে—শিক্ষার্থী তথ্য সংগ্রহ করবে।
(গ) সংগৃহীত তথ্যগুলি থেকে মূল সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত 'চলরাশি'গুলি নির্ধারণ করে, সেই চলরাশিগুলির ঐ সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক কি তা নির্ণয় করবে। এই পর্যায়ে দলগত আলোচনা এবং শিক্ষকের বিশেষ নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী (Hypothesis)-এর সত্যতা নির্ধারণ করবে ও কার্য-কারণ সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত করবে।
(ঘ) সমস্যার ব্যাখ্যাকরণ ঃ ২ নং ও ৩ নং পর্যায়ের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা সমস্যাটির একটি সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হবে।
(ঙ) সমস্যা প্রক্রিয়াটির বিশ্লেষণ ঃ এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসৃত অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটির পদ্ধতিগত দিকের ত্রুটি ও সাফল্যগুলি নিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের সহযোগিতায় দলগত আলোচনা করার সুযোগ পাবে।

(গ) শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সমস্যা

দেশের বিশাল অংশের মধ্যে জুড়ে রয়েছে গ্রাম। গ্রামীণ বিদ্যালয়ের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি। এমতাবস্থায় গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে

শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে। শহরের ক্ষেত্রেও অবশ্য এর ব্যতিক্রম নেই। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে একত্রিত হবার পর এবং তার আগেই দেখা যায় শিক্ষার্থীদের নানাবিধ চাহিদা এবং যুগপৎভাবে তাদের থেকে যায় নানাবিধ সমস্যা।

শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের এই চাহিদা ও সমস্যা—বিশ্লেষণ ও শ্রেণীকরণ—একান্ত কার্যকরী — স্বতঃস্ফূর্ত পাঠদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায়।

এক্ষেত্রে একটি শিশুশিক্ষার্থী দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করেও বিদ্যালয়ে তার গুরুত্ব যথেষ্ট পেতে পারে। তার সহজাত প্রতিভার কোন একটি সুকুমার বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বিদ্যালয়ের যে-কোন কৃষ্টি ও সৃজনশীল প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। যার মধ্যে দিয়ে তার অন্তরের যে চাহিদা তা যেমন বিকশিত হতে পারে—তেমনি শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যেও একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে—এবং সেই সঙ্গে সুস্থ মূল্যবোধও শিক্ষার্থীর মননে সঞ্চালিত করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের যেহেতু খেলাধূলা অতি প্রিয় এবং খানিকটা সহজাত—তাই বিদ্যালয়ে খেলাধূলাকে নিয়মিতভাবে পাঠক্রমের মধ্যে রেখে—শিক্ষার্থীর শারীরিক/সামাজিক এবং খানিকটা অপ্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধিক—এককথায়—সুষম বিকাশ সম্ভব।

সেই কারণেই খেলাধূলাচ্ছলে (Play way in Edn.) শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় বেশি কার্যকরী। এর মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা যেমন পরিপূরিত হতে —অন্যদিকে তার সহজাত দক্ষতাও বিকশিত হওয়া সম্ভব।

প্রাথমিক স্তরে খেলাধূলায় শিক্ষার্থীদের যথাযথ অভিমুখীকরণ সম্ভব হলে—মাধ্যমিক পাঠক্রমের সাথে তার একটি পরম্পরাও (Co-ordination) সুনির্দিষ্টভাবে রক্ষিত হতে পারে। যেটা শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যথাযথ পরম্পরা রক্ষণ—শিক্ষা-বিস্তারের পথকে অনেকাংশে সুগম করতে পারে। শিক্ষার্থীর খেলাধূলার কোন একটি দিকে বিশেষ প্রবণতা বা aptitude থাকে তবে সেই দিকেরও ক্রমোন্নয়ন ঘটিয়ে—শিক্ষার্থীকে সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে অনেকাংশে।

শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক চাহিদাকে যদি যথাযথ প্রাধান্য না দেওয়া যায় তাহলে যুগপৎভাবে মারাত্মক সমস্যা সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভব হতে পারে, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

শিক্ষার্থীর চাহিদাকে যদি যথাযথ বিশ্লেষণ করে—তার মূল্যায়ন করে যদি আমরা তা পূরণ করার লক্ষ্যে অগ্রসর না হই তবে শিক্ষার্থীদের এক অংশের মধ্যে দেখা দেবে—সকলের প্রতি জন্মাবে এক বিপুল অনীহা এবং হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়ে তারা সব কিছুর মধ্যে থেকে নিজেদের হয় সঙ্কুচিত করে নেবে অথবা গুটিয়ে নেবে এবং অন্য অংশের মধ্যে ফুটে উঠবে তীব্র ক্ষোভ যার ফলস্বরূপ তারা হয়ে উঠবে আক্রমণাত্মক এবং বিপথগামী। যেটা শিক্ষা ও সমাজজীবনে আনবে এক নিদারুণ বিপর্যয়।

পূর্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষক বিশেষ আন্তরিক ও যত্নবান হবেন শিক্ষার্থীর দোসর ও সাথী ভেবে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবেন।

(ঘ) একাধিক শ্রেণীর যুগপৎ পাঠন

আমাদের দেশে প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় একাধিক শ্রেণীর যুগপৎ পাঠনের গুরুত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে আজও অপরিসীম।

বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের অবহিত করে এখনও দেশের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন অথবা ২ জন শিক্ষক-সম্বলিত বিদ্যালয় চলছে। যদিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ১ জন শিক্ষকবিশিষ্ট বিদ্যালয় থাকার কথা নয়। তথাপি অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, ভৌগোলিক বাধা কিম্বা সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক প্রতিকূলতাকে সামনে রেখে এই ধরনের ব্যবস্থা এখনও বিরাজমান।

এমতাবস্থায় ঐ ধরনের বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি ঘটালেও প্রকৃত সমস্যার নিরসন হবে না—বরং সমস্যা আরও নানাবিধভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে।

এক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করে—যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। দেশে এখনও স্বাক্ষরতার হার মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়—এক্ষেত্রে ঐ ধরনের বিদ্যালয়ে যুগপৎ পাঠনের মধ্য দিয়ে ঐ বিদ্যালয়কে অবলম্বন করে—(অর্থনৈতিক দায়ের বৃদ্ধি না ঘটিয়ে) এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা অনেকাংশে সম্প্রসারিত হতে পারে। চারটি শ্রেণীর জন্য আবার যে বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষক আছেন সেই বিদ্যালয়েও—যে-কোন পরিস্থিতিতে ২ জন বা ৩ জন শিক্ষক অনুপস্থিত হতেই পারেন।

সেক্ষেত্রেও এই ধরনের যুগপৎ পাঠন একাধিক শ্রেণীর জন্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উপস্থিত শিক্ষক উদাহরণসহযোগে একটি শ্রেণীতেই—সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে এমন আলোচনার অবতারণা করবেন যার মধ্যে দিয়ে সমস্ত শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীকে যেমন মনোযোগী রাখা যাবে—অন্যদিকে তাদের মনোগত চাহিদা অনুযায়ী নানাবিধ সুকুমার বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সহায়তা অনেকাংশে সম্ভব।

যুগপৎ পাঠনে বিভিন্ন বয়ঃগোষ্ঠীর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতা এবং দলগত সংহতি শ্রেণীকক্ষে এবং বিদ্যালয়ে আনয়ন করাও হয়তো বা অনেকাংশে সম্ভব।

এক বা দুই শিক্ষক আছেন এ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যুগপৎ একাধিক শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের ব্যাপারটা হল বাস্তবতা। এ-ধরনের বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা শিক্ষকের অভাব এবং অন্যান্য অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে একাধিক শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে কিছু পরিচালনগত এবং শিক্ষাতত্ত্বমূলক কলাকৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার যে সমস্যাবলী তার প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে প্রয়াস চালানো দরকার তা হলো ঃ

(১) যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার ক্ষেত্রে শ্রেণী-পরিচালনার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ;

(২) সময়-তালিকা পরিকল্পনা এবং

(৩) শিখন-শেখানোর কলাকৌশল নির্ধারণ।

(১) যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠন পরিস্থিতিতে শ্রেণী-পরিচালনা

শিক্ষার্থীর শিখন যাতে সুনিশ্চিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পড়াবার সময় শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। শিখন-পরিবেশ যাতে বিঘ্নিত না হয় শিক্ষক সেদিকে সতর্ক থাকেন। যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর (বা শিক্ষাবর্ষের) শিক্ষার্থীরা একই জায়গায় বসে থাকে। এইসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬-১১ বছরের বিভিন্ন বয়সের শিশুরা যেমন থাকতে পারে, তেমনি ৬-৭ বছরের সমবয়সী শিশুরাও থাকতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে যাতে সমসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রেণী গঠন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বয়সের শিশুরা একত্র থাকলে ছোটরা অপেক্ষাকৃত বড়দের সঙ্গে বসতে, পড়শুনা করতে, এমন কি খেলাধূলা করতেও স্বাচ্ছন্দবোধ করে না। শিক্ষক মহাশয়ও খেলাধূলা ও পড়াশুনার কোনো সমবেত কার্যক্রম সংগঠন করতে পারেন না। সুতরাং শ্রেণীগঠনের সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ এবং শিক্ষাক্রমের সংযুক্ত বিষয়াবলীর ক্রম বিবেচনা করা উচিত।

যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার সময় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বসবার ব্যবস্থা সাধারণত বিদ্যালয়ে যে ধরনের ব্যবস্থা থাকে তার কিছুটা পৃথক হওয়া উচিত। বর্তমানে শিশুরা ব্ল্যাকবোর্ড সামনে রেখে একই দিকে মুখ করে সারিতে বসে থাকে। ফলে শিক্ষক মহাশয় যখন কোনো এক শ্রেণীর জন্য ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেন তখন অন্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের তাতে অসুবিধা হয়। সুতরাং শ্রেণীতে বসবার ব্যবস্থা বাঁধাধরা রকমের না করে শিখন পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুষ্ঠু দলগত কাজের সুবিধার্থে মেধাবী, বয়স্ক এবং দুর্বল শিশুদের প্রতিটি দলেই রাখা উচিত। যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে শ্রেণীনেতা বা মনিটরের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। মনিটরকে সাধারণত তিনটি ভূমিকা পালন করতে হয়—(১) কোনো কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষকের বিকল্প ঠিকানা হিসাবে ; (২) বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষকের সহযোগীরূপে এবং (৩) কোনো কোনো পরিস্থিতিতে শিশুদের সহপাঠী গাইডরূপে। কয়েকটি মেধাবী ছেলেকে বেছে নিয়ে ছোটো দলের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে শিক্ষক যখন কোনো একটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তখন সহায়তা হবে।

(২) সময়পত্র পরিকল্পনা

সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয় কোনো শ্রেণীর সকল বিষয়েই পাঠদান করে থাকেন। যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার সময় শিক্ষক মহাশয় সেই বিষয় এবং কার্যাবলী বেছে নেবেন যেগুলি সবগুলি শ্রেণীতে একই রূপ। যেহেতু যুগপৎ শ্রেণী-পাঠনার ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা একটা প্রধান সমস্যা, তাই সময়পত্র পরিকল্পনায় সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার ক্ষেত্রে কিরূপে শিক্ষক সময়পত্র পরিকল্পনা করবেন? ধরা যাক্, একজন শিক্ষক যুগপৎ তিনটি শ্রেণীতে পাঠন-পরিচালনা করছেন। এক্ষেত্রে মনিটর বা কিছু মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে। যখন শিক্ষক কোনো একটি শ্রেণীকে নিয়ে ব্যস্ত তখন তিনি কিভাবে মনিটরের সাহায্যকে কাজে লাগাবেন? কিভাবেই বা তিনি শিশুদের স্ব-শিখনে বা ছোটো ছোটো দলে পঠনে নিযুক্ত রাখবেন? ধরা যাক্ একঘণ্টা সময়কে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

সময়-বিভাগ	শ্রেণী	শ্রেণী	শ্রেণী
প্রথম ২০ মিনিট	শিক্ষক	মনিটর	স্ব-শিখন
দ্বিতীয় ২০ মিনিট	স্ব-শিখন	শিক্ষক	মনিটর
তৃতীয় ২০ মিনিট	মনিটর	স্ব-শিখন	শিক্ষক

সাধারণ বিদ্যালয়ে পিরিয়ড অনুসারে পাঠদানের থেকে উল্লিখিত সময় তালিকার পার্থক্য কোথায়? যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনার ক্ষেত্রে শিক্ষক এরূপ পরিকল্পনা করেন যাতে তিনি নিজে যে শ্রেণীতে উপস্থিত নেই সে সব শ্রেণীতেও তাঁর নজরদারি ও পরামর্শ রাখতে পারেন।

সময়পত্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সময়ে পাঠনার কাজও বিবেচনা করা দরকার। শ্রেণীকক্ষ এবং বিদ্যালয়-পরিবেশ সাফাই, ক্রীড়াক্ষম কার্যাবলী, খেলাধূলা, গল্প ইত্যাদি।

(৩) শিখন-শেখানোর কলাকৌশল

সমাজের লক্ষ্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীরূপ সমাজ থেকে আসে তাদের সমাজ-অর্থনৈতিক পশ্চাৎপট। শিক্ষার্থীদের মনোবৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাগত চাহিদার কথা মনে রেখে শিখন পরিবেশের উপযোগী কতকগুলি বিষয় বা প্রসঙ্গ চিহ্নিত করা যেতে পারে। এইসব শিখন পরিবেশ শ্রেণীকক্ষের ভেতরে বা বাইরে হতে পারে। এইসব শিখন পরিবেশ কিভাবে শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্ব-শিখনে নিযুক্ত রাখতে পারে শিক্ষক মহাশয় তা দেখিয়ে দিতে পারেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে পরিবেশ পরিচিত অন্যতম বিষয়। এক্ষেত্রে পুস্তকে আবদ্ধ তথ্যাবলীর চেয়ে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলীর উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত ভাষা, গণিত, কর্ম-অভিজ্ঞতা, শিল্প ইত্যাদির পাঠনার ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিচিতির বিষয়াবলীকে ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের সুসংহত উপায়ে নানারূপ শিখন-অভিজ্ঞতা দিতে পারেন। কিরূপে এই ধরনের শিখন-শেখানোর পরিবেশ রক্ষা করা যায়? এজন্য প্রথমে যা দরকার তা হলো, শ্রেণীতে একটা গণতান্ত্রিক বাতাবরণ তৈরি করা, যেখানে শিক্ষক নিছক আদেশদানকারীর বদলে বন্ধু গাইড এবং পিতামাতার শিক্ষিত বিকল্পরূপে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন। আর একবার যদি শ্রেণীতে সহৃদয় বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় তাহলে শিশুরা নিজে থেকেই দেখতে-জানতে-বুঝতে কৌতূহলী হয়ে উঠবে।

এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে প্রাথমিক শিক্ষককে যুগপৎ একাধিক শ্রেণী-পাঠনা করতে হয়, যেখানে বহু শিশুরাই বিদ্যালয়ে আসে অনুন্নত দারিদ্র্যপীড়িত বাড়ি থেকে। এইসব বাড়ির লোকজন আবার নিরক্ষরও বটে। এই শিশু বা তাদের বাপ-মা কেউই বুঝে

উঠতে পারেন না তাদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের শিক্ষা কি ভূমিকা পালন করতে পারে। এইসব বাড়ির শিশুদের আচরণ হয় অসঙ্গতিপূর্ণ, শব্দভাণ্ডার হয় সীমিত এবং অভ্যাসগুলি হয় অস্বাস্থ্যকর। প্রয়োজনীয় পশ্চাৎপটের অভাবে তুলনামূলকভাবে উন্নত পরিবারের শিশুদের সঙ্গে সমতালে এইসব শিশুরা শিখন পরিবেশে অংশ নিতে সমর্থ হয় না। এইসব শিশুদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের মনোযোগ। এজন্যে শিক্ষককে এদের জন্যে বিশেষ প্রস্তুতিমূলক ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হয়। এর দ্বারা এইসব শিশু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, ভাল আদব-কায়দা এবং সুন্দরভাবে কথা বলতে ও শিখতে পারবে।

প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণী বা শিক্ষাবর্ষের শিখন পরিবেশ কোনো ধরাবাঁধা ছকে হবে না। এদের জন্য এমন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে গল্প বলা বা আবৃত্তি করাতে তারা উৎসাহ বোধ করে। এর ফলে তাদের মধ্যে ভাষার দক্ষতা জন্মাবে। দ্বিতীয় যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো। আশেপাশের উদ্ভিদ আর প্রাণীজগৎ পর্যবেক্ষণ করতে তাদের সাহায্য করা দরকার। তাদের পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতার ফলে তুলনার সাহায্যে আকার-আয়তন, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ধারণা যেমন লাভ করবে তেমনি তাদের অনুভব করার সামর্থ্যও বাড়বে। আশেপাশের নানা বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, যেমন গতিশীল কোনো কিছু উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর বৃদ্ধি, ঘরবাড়ির আকার-প্রকারগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি। শিশুদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্যে তাদের কাছে অনুসন্ধানী প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। পরবর্তী স্তরে শিশুদের ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করা যায় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ-অভিজ্ঞতাসমূহকে বর্ণনা করতে উৎসাহ দেওয়া দরকার। এই পর্যায়ে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের শিখন-অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ করে তোলার প্রয়াস নিতে পারেন।

তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী বা শিক্ষাবর্ষের জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা যায়। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে এবং বাইরের জিনিসপত্রাদি পরিমাপ করে দেখতে শিশুদের সাহায্য করা যেতে পারে। খাদ্য, বস্ত্র এবং আবাসের প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঋতুর আলোচনা করা যায়। দলগত এবং সামাজিক মিলনসভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে শিশুরা স্বচ্ছন্দে অংশ নিতে পারে এবং সামাজিকতার নানা দিক আয়ত্ত করতে পারে। এভাবে তাদের মধ্যে কাম্য সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। শিশুরা যেন সেই অভিজ্ঞতা পায় যাতে তারা জন ও জীবনের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারে। আবার বৈচিত্র্যের মাঝে আছে ঐক্য—এ ধারণাও যেন তারা লাভ করতে পারে। তারা যেন উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়—বৈচিত্র্যের অর্থ কোনোকিছু পরিত্যাগ করা বা অস্বীকার করা নয়। আবার কেবল বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের দরুন কোনো কিছুকে উন্নততর বা নিম্নতর বলেও যেন তারা না মনে করে। এই স্তরের শিশুরা লিখতে-পড়তে শিখেছে। তাদের বিভিন্ন ধরনের পর্যবেক্ষণের বিবরণ লিখতে শেখানো দরকার। সঙ্গীদের পর্যবেক্ষণজাত বিবরণের সঙ্গে নিজের বিবরণ তুলনা করে দেখতে তাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। শিশুরা অস্থিরতা পছন্দ করে। কর্ম-অভিজ্ঞতা এবং খেলাধূলার মধ্যে যেন তারা কাজের সুযোগ পায়। এ সময় মাতৃভাষা, গণিত, ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন-অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ রূপ পাবে।

(ঙ) ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখার সাধারণ ধারণা

ভারতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তাতে নাগরিকরূপে দায়িত্ব পালন এবং ব্যক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তির যেসব জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ প্রয়োজন সেগুলি অর্জনে সক্ষম করাকেই শিক্ষার লক্ষ্যরূপে দেখা হয়েছে।

সুতরাং আমাদের মনে রাখা উচিত, শিশুর শিখন কেবল বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নয়, বয়স্ক মানুষ হিসাবে সে ভবিষ্যতে যে জীবনের অধিকারী হবে তার জন্যেও বটে।

সুতরাং শিশুদের উল্লিখিত যোগ্যতা অর্জনে সহায়তার জন্যে কতকগুলো ঘটনা ও তথ্য জানার বদলে—যা কিনা ভবিষ্যতের চাহিদার দিক থেকে একান্ত আবশ্যক, ঐসব সামর্থ্যসমূহ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধগুলি নির্ণয় করা প্রয়োজন। একথা সত্য, বাস্তব জীবন পরিবেশে শিখন চলাকালে তথ্যগত জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই আসবে এবং তার প্রাসঙ্গিকতাও অনস্বীকার্য। এই প্রণালীতেই শিশুর সুসমন্বিত বিকাশ হবে পর্যায়ক্রমিক কিন্তু সুনিশ্চিত।

সুতরাং শিশুর শিখনের ধরণা যাই হোক না কেন, সকল শিশুর সম্বন্ধে সাধারণভাবে ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখাটি সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

'ন্যূনতম শিখন' বলতে কি বোঝায় ?

পাঁচবছরের প্রাথমিক শিক্ষান্তে অধিকাংশ শিশুর কাছ থেকে প্রত্যাশিত অত্যাবশ্যক, সামর্থ্যনির্ভর' শিক্ষারূপে একে ব্যাখ্যা করা যায়।

কতকগুলো ঘটনা ও তথ্যসংগ্রহ এবং তা মুখস্থ করাটাই 'শিক্ষা' নয়। প্রকৃত শিখন বাস্তব জীবন পরিবেশের অভিজ্ঞতার পরিণাম এবং শ্রেণীকক্ষের প্রাসঙ্গিক কাজের দ্বারা তা' সমর্থিত এবং সমৃদ্ধ। যেহেতু শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রশ্ন জাগে এবং অভিজ্ঞতা ও আলোচনার মাধ্যমে সে তার উত্তর খুঁজে বার করে, তাই এই শিখন শিশুকে চিন্তন-অভিমুখী করে তোলে।

সামর্থ্যসমূহের এই মূল দিকটি হবে ন্যূনতম। এইজন্যেই এই ধরনের শিখনকে 'ন্যূনতম শিখন' বলা হচ্ছে। এই ন্যূনতম শিখনকে সর্বশেষ সীমা বলে ধরা উচিত হবে না। যোগ্যতা অনুসারে শিশুদের এগিয়ে যাবার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা উচিত।

ক্রমোন্নত রূপরেখা'র অর্থ কি ?

প্রারম্ভিক শিখন অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে শিশুর কাছে প্রত্যাশিত শিখন অভিজ্ঞতার স্তর পর্যন্ত কোনো সামর্থ্যের নিয়মিত ও ক্রমিক বৃদ্ধি বা অগ্রগতিকে 'ক্রমোন্নত' সামর্থ্যরূপে আখ্যা দেওয়া যায়।

ক্রমোন্নত রূপরেখার যে কোনো পর্যায়ে কৃতিত্বলাভের যে স্তর—সেটা হবে পূর্ণাঙ্গ বা আধিপত্যজ্ঞাপক এবং সেখানে অধিকতর উন্নয়নের সুযোগ ও ব্যবহারিক উপযোগিতাও থাকবে। কাজের সুবিধার জন্য ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখাটি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধাপে ধাপে বিন্যস্ত আছে। এর ফলে যেসব শিশু বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রবেশের যে বহুমুখী সুযোগ রয়েছে তা নিতে চায় তাদের প্রবেশক মানদণ্ডরূপেও ক্রমোন্নত

রূপরেখাটিকে কাজে লাগানো যায়। মূলত সামর্থ্যসমূহের ক্রমোন্নত রূপরেখাটি শিখন পরিস্থিতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযোগী। শিক্ষার্থী তার শিখন অভিজ্ঞতার কোন্ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং উচ্চতর স্তরে পৌঁছবার জন্য তাকে প্রাসঙ্গিক কি জাতীয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে সে বিষয়েও এ থেকে সহায়তা হতে পারে। শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে গৃহ, বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার দিকেও ন্যূনতম সামর্থ্যের ক্রমোন্নত রূপরেখাটি গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রান্তীয় সামর্থ্যসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষার [১ম-৫ম শ্রেণী] শেষে অধিকাংশ শিশুরা যেসব সামর্থ্য অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে সেগুলিই প্রান্তীয় সামর্থ্য। পঞ্চম শ্রেণীতে যে-সকল সামর্থ্যের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি অন্যান্য শ্রেণীতে উল্লেখিত সামর্থ্যগুলির চূড়ান্ত পর্যায়। এই সকল সামর্থ্যনির্ভর ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা প্রণয়নের সময় নিম্নলিখিত মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়।

* সাধারণভাবে আচরণগত দিক থেকে সামর্থ্যগুলি বিবৃত হওয়া উচিত ;
* শ্রেণী অনুসারে উপ-সামর্থ্যগুলি ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রয়োজনবোধে বিষয়বস্তু থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—যেগুলিকে কখনই নির্দেশাত্মক বা সম্পূর্ণ বলা সংগত হবে না ;
* প্রতিটি প্রান্তীয় সামর্থ্যকেই কতকগুলি উপ-সামর্থ্যে বিভক্ত করা উচিত এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত করা দরকার। কোন নির্দিষ্ট প্রান্তীয় সামর্থ্যের উপ-সামর্থ্যগুলি প্রথম শ্রেণী থেকেই শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্রমপর্যায়ে সাজাতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রান্তীয় সামর্থ্যটির প্রকৃতি বা ধরন অনুসারে ক্রমোন্নত রূপরেখায় তার সূচনাপর্ব বা সমাপ্তি বিন্দুর পার্থক্য হবে ;
* শ্রেণী অনুসারে সামর্থ্যগুলির পর্যায়কে অনমনীয়রূপে দেখা উচিত হবে না। অল্পবিস্তর সমন্বয়সাধনের সুযোগ থাকা উচিত ;
* ওপর থেকে নীচে বিন্যস্ত উপ-সামর্থ্যসমূহ কোনো বিশেষ শ্রেণীতে শিশু যে-সকল সামর্থ্য অর্জন করবে সে সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

উল্লিখিত নির্ণায়ক বা মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনযাপন, সমাজ-উপযোগী উৎপাদনধর্মী কাজ এবং সৃজনধর্মী প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রান্তীয় সামর্থ্যসমূহ এবং ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখাটি শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই এবং পদ্ধতি উন্নয়নের ভিত্তি হতে পারে। এটাকে কখনোই পাঠ্যসূচি বা শিক্ষাক্রমরূপে দেখা ঠিক হবে না।

শিক্ষাক্রমের প্রধান ছয়টি ক্ষেত্রের প্রান্তীয় সামর্থ্য ও প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রান্তীয় সামর্থ্যগুলির ক্রমোন্নত রূপরেখার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো। পশ্চিম বাংলার পাঠক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে এইসব প্রান্তীয় সামর্থ্যসমূহ ও তাদের ক্রমোন্নত রূপরেখাভিত্তিক পঠন-পাঠন দেবার চেষ্টা করলে শ্রেণীর পঠন-পাঠন উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

ভাষা

প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা

(ক) শ্রবণ

প্রান্তীয় সামর্থ্য

(১) কথোপকথন, গল্প, ভাষণ এবং আলোচনার মূল বিষয় আয়ত্ত করা।
(২) বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটি অনুধাবন করতে পারা।
(৩) বক্তার মেজাজ ও অনুভূতি-আবেগ উপলব্ধি করতে পারা।
(৪) কবিতা, গল্প, নাটক, আলোচনা ইত্যাদি শুনে আনন্দলাভ করা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম / দ্বিতীয়

(১) ধৈর্যসহকারে শোনা, নির্দেশ অনুসরণ, কথোপকথন বুঝতে ও অংশগ্রহণ করতে পারা।
(২) গল্পের মূল বক্তব্য আয়ত্ত করতে পারা।
(৩) সহজ গল্প ও কবিতা শুনে আনন্দলাভ করতে পারা।

তৃতীয়

(১) মনোযোগসহ শোনা।
(২) গল্প, কবিতা ও আলোচনার মূল বক্তব্য ধরতে পারা।
(৩) সহজ গল্প ও কবিতা শুনে আনন্দলাভ করতে পারা।

চতুর্থ

(১) মনোযোগসহ শোনা।
(২) গল্প, কবিতা, নাটক ও আলোচনাদির ঘটনা-ভাব অনুভূতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা।
(৩) সহজ গল্প ও কবিতা শুনে আনন্দলাভ করতে পারা।

পঞ্চম

(১) মনোযোগসহ শোনা।
(২) গল্প, নাটক আলোচনা, কথোপকথন ও খবরাদি থেকে সহজভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুমান করতে পারা।
(৩) নাটক বা আলোচনাদিতে বক্তার মেজাজ ধরতে পারা।

(খ) কথন

প্রান্তীয় সামর্থ্য

(১) শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নভাবে বলতে পারা।
(২) কথোপকথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণের সামর্থ্য।
(৩) সহজভাবে ছোট ছোট গল্প বলতে পারা।
(৪) দেখা, শোনা, পড়া ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়কে সহজভাবে বর্ণনা করতে পারা।
(৫) নিজের ভাব ও অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

(১) যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত এবং স্বরভঙ্গিসহকারে কথা বলতে পারা।
(২) সহজভাবে পরিবারের সকলের ও সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলতে পারা।
(৩) স্বাভাবিক পরিবেশে বাচনিক সৌজন্য-ভদ্রতা প্রকাশের অনুশীলন করতে সমর্থ হওয়া।
(৪) ব্যক্তিগত চাহিদা এবং প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করতে পারা। সহজ তথ্যাদির আদান-প্রদান করতে পারা।
(৫) সঙ্গী-সাথী এবং বড়দের কথার উত্তর সহজ এবং শুদ্ধভাবে দিতে পারা।

তৃতীয়

(১) যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গি এবং সাবলীলতার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলতে পারা।
(২) পারিবারিক পরিবেশের বাইরে ও বড়দের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারা।
(৩) শ্রেণীকক্ষে গল্প বা ছোটখাট বিষয়ে অল্পবিস্তর কথা বলার অনুশীলন করা।
(৪) ছোটখাট গল্প বা টুকিটাকি বিষয়ে বলতে পারা।
(৫) অভিজ্ঞতাকে সহজে প্রকাশ করতে পারা। ঘটনা বা গল্প শুনে ছোট বাক্যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।

চতুর্থ

(১) যথাযথ শুদ্ধ উচ্চারণ, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গিসহ কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা এবং অভিনয় করতে পারা।
(২) স্থানীয় প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারা।
(৩) গৃহে এবং বিদ্যালয়ে অতিথি,অভ্যাগতদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা—যেমন স্বাগত বিদায়,ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারা।
(৪) পঠিত বিষয়ের প্রশ্নোত্তর শুদ্ধভাবে দিতে পারা।
(৫) পঠিত বিষয়সহজভাবে বর্ণনা করতে পারা।

পঞ্চম

(১) কণ্ঠস্বরে যথাযথ উত্থানপতনসহ কবিতা, আবৃত্তি, গল্প বলা এবং গান গাইতে পারা।
(২) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা ও নির্দেশ দিতে পারা।
(৩) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে আলাপ-আলোচনা করতে পারা।
(৪) স্থানীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে কথা বলতে পারা। নিজের মতামত দিতে পারা।
(৫) দেখা, শোনা, পড়ার বিষয়ে সংক্ষেপে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।

(গ) পঠন

প্রান্তীয় সামর্থ্য

(১) বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত বিষয়—যেমন, ছবির বই, গল্পের বই, পাঠ্যপুস্তক, রাস্তাঘাটের পথনির্দেশ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি উপলব্ধিসহ পড়তে পারা।
(২) শুদ্ধ উচ্চারণ, যথাযথ শ্বাসাঘাত, স্বরভঙ্গি এবং সাবলীলতার সঙ্গে পড়তে এবং আবৃত্তি করতে পারা।
(৩) নীরবে এবং দ্রুততার সঙ্গে পড়তে পারা।
(৪) আনন্দ এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য পড়তে পারা।
(৫) হাতে লেখা বিষয়বস্তু পড়তে পারা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ
প্রথম/দ্বিতীয়

(১) ধ্বনির সঙ্গে বর্ণের সংযোগসাধন। বর্ণ এবং শব্দগুলি চিনতে পারা।
(২) সহজ বাক্য পঠন, শুদ্ধ উচ্চারণসহ বর্ণ, শব্দ এবং বাক্য পড়তে পারা।

তৃতীয়

(১) পথনির্দেশ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পড়তে পারা—ছোট ছোট বাক্যে লেখা অনুচ্ছেদ পড়ে ঘটনা, তথ্য আয়ত্ত করা।
(২) সহজ পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ঘটনা, ভাব, অনুভূতি ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারা।
(৩) পাঠ্য বইয়ের সহজ ছোট গল্প, রচনা পড়তে পারা।
(৪) সাবলীলতার সঙ্গে নীরব পঠন।
(৫) শিক্ষক ও সঙ্গীদের হাতের লেখা পড়তে পারা।

চতুর্থ

(১) ছোট গল্প, কবিতা, বর্ণনামূলক রচনাদি পড়তে পারা এবং নতুন শব্দ চেনা। প্রাসঙ্গিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।
(২) কোনো কিছু পড়ে ঘটনা, ভাব, অনুভূতির প্রাসঙ্গিক অর্থ অনুধাবন করতে পারা, তুলনা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য করতে পারা।
(৩) পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সহজ ছোট গল্প, রচনা পড়তে পারা।
(৪) সাবলীলতার সঙ্গে নীরব পঠন।
(৫) শিক্ষক ও সঙ্গীদের হাতের লেখা পড়তে পারা।

পঞ্চম

(১) বিভিন্ন ধরনের বিষয় পড়তে পারা—লেখকের মতামত উপলব্ধি করতে পারা—নিজস্ব অভিমত গঠন করতে পারা ও বিভিন্ন শব্দ ও পদকে ব্যাখ্যা করতে পারা।
(২) অভিধান ও সূচিপত্র দেখতে শেখা—হাতে লেখা চিঠি পড়তে পারা।
(৩) পাঠ্যবইয়ের বাইরেও সহজ ছোট গল্প, রচনা পড়তে পারা।
(৪) সাবলীলতার সঙ্গে নীরব পঠন।
(৫) শিক্ষক ও সঙ্গীদের হাতের লেখা পড়তে পারা।

(ঘ) লিখন

প্রান্তীয় সামর্থ্য

(১) স্পষ্ট পরিচ্ছন্নভাবে যথাযথ বিরাম চিহ্নসহ শুদ্ধতার সঙ্গে লিখতে পারা।
(২) অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখতে পারা।
(৩) কোনো ঘটনার সহজ বর্ণনা লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারা।
(৪) চিঠি এবং আবেদনপত্রাদি লিখতে পারা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

(১) যথাযথ আকারে বর্ণ এবং শব্দ লিখতে পারা।
(২) শুদ্ধ বানানসহ শব্দ লিখতে পারা।
(৩) শুদ্ধভাবে কয়েকটি সহজ বাক্য লিখতে পারা।

তৃতীয়

(১) সুন্দর পরিচ্ছন্ন অক্ষরে শব্দ ও বাক্যের মধ্যবর্তী যথাযথ দূরত্ব রক্ষা করে বাক্য লিখতে পারা।
(২) যথাযথ যতি, পূর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি বিরাম চিহ্নসহ লিখতে পারা।
(৩) প্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহার করে শুদ্ধ বাক্যের সাহায্যে কোনো ঘটনার বর্ণনা করতে পারা।

চতুর্থ

(১) পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে পরস্পর অর্থযুক্ত কয়েকটি বাক্য শুদ্ধভাবে লিখতে পারা।
(২) আবেদনপত্র, দিনলিপি লিখতে পারা।
(৩) ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে, পরিচিত বিষয়ে লিখতে পারা, তুলনা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য করতে পারা।

পঞ্চম

(১) ব্যক্তিগত ভাব, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখতে পারা।
(২) সহজ গল্প, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি নিজের ভাষায় লিখতে পারা।
(৩) চিঠি, আবেদনপত্র, দিনলিপি লিখতে পারা।
(৪) দেওয়াল পত্রিকা রচনা করতে পারা।

গণিত

প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা

(১) সংখ্যা ব্যবহারের সামর্থ্য

(ক) ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গোনা।
(খ) ১,০০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে, পড়তে এবং লিখতে পারা।
(গ) ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার ক্রমের ধারণা এবং ঊর্ধ্ব ও নিম্ন ক্রমানুসারে সাজাতে পারা।
(ঘ) স্থানীয় মানের ধারণার উপলব্ধি [পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত]।
(ঙ) [XII পর্যন্ত] রোমান সংখ্যা চেনা ও লেখা।
(চ) শততম পর্যন্ত ক্রমপর্যায়সূচক সংখ্যা চেনা ও পড়া।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

(ক) ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বস্তু গোনা।
—দু'-এর দল, তিন-এর দল, চার-এর দল, পাঁচ-এর দল এবং দশ-এর দল হিসাবে বস্তু গোনা।

(খ) ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা, পড়া এবং লেখা।
—শূন্যের ধারণার উপলব্ধি [অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া]।
—১ থেকে ১০০ পর্যন্ত এক বা একাধিক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা চেনা ও পড়া।
—১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা, [সংক্ষিপ্ত পরিসরে কতিপয় ক্রমিক সংখ্যা স্মৃতি থেকে লেখা, যেমন—৩১ থেকে ৩৯]
—১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা শুনে শুনে লেখা।
—১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লেখা।

(গ) 'বৃহত্তর', ক্ষুদ্রতর' এবং 'সমান' এইগুলোর ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ প্রতীক ব্যবহার না করে ৯৯ পর্যন্ত দুটি সংখ্যার তুলনা।

—১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্য হতে এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়া সংখ্যাগুলোকে উর্ধ্বক্রমে বা নিম্নক্রমে সাজান।

(ঘ) সংখ্যার স্থানীয় মানের ধারণার উপলব্ধি [দুই অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত]।

(চ) ১ম থেকে ১০ম পর্যন্ত ক্রমপর্যায়সূচক সংখ্যা চেনা ও পড়া।

তৃতীয়

(ক) 'দুই-দুই', 'পাঁচ-পাঁচ', এবং 'দশ-দশ' করে ধাপে গোনা।

(খ) ১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা এবং পড়া।

—১০১ থেকে ১,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা।

১১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লেখা।

(গ) বিধিবদ্ধ প্রতীক ব্যবহার করে ১০০ পর্যন্ত দুটি সংখ্যার তুলনা।

—১,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্য হতে এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়া সংখ্যাগুলোকে উর্ধ্বক্রমে বা নিম্নক্রমে বিন্যাস করা।

(ঘ) সংখ্যার স্থানীয় মানের ধারণার উপলব্ধি [তিন অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত]।

(ঙ) I থেকে XII পর্যন্ত রোমান সংখ্যা চেনা ও পড়া।

(চ) শততম পর্যন্ত ক্রমপর্যায়সূচক সংখ্যা চেনা এবং পড়া।

চতুর্থ

(ক) 'তিন-তিন' এবং 'চার-চার' করে ধাপে ধাপে গোনা।

(খ) ১,০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা এবং পড়া।

—১০০১ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা।

(গ) বিধিবদ্ধ প্রতীক ব্যবহার করে ১০০০ পর্যন্ত দুটি সংখ্যার তুলনা।

—১০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্য হতে এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়া সংখ্যাগুলোকে উর্ধ্বক্রমে বা নিম্নক্রমে বিন্যাস করা।

(ঘ) সংখ্যার স্থানীয় মানের ধারণার উপলব্ধি [চার অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত]।

পঞ্চম

(ক) ১০,০০১ থেকে ১০০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা চেনা ও পড়া।

—১০,০০১ থেকে ১০০,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা।

(খ) বিধিবদ্ধ প্রতীক ব্যবহার করে ১০,০০০ পর্যন্ত দুটি সংখ্যার তুলনা।

(গ) সংখ্যার স্থানীয় মানের ধারণার উপলব্ধি [পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত]।

(২) গণনার সামর্থ্য

(ক) দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ। [যোগফল ১,০০,০০০ এর অধিক হবে না।]

(খ) একটি সংখ্যা থেকে অপর একটি সংখ্যার বিয়োগ। [পাঁচ অংকের সংখ্যা পর্যন্ত।]

(গ) একটি সংখ্যাকে অপর একটি সংখ্যার দ্বারা গুণন। [গুণক তিন অংকের সংখ্যা পর্যন্ত হবে।]

(ঘ) একটি সংখ্যাকে অপর একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ [ভাজ্য চার অংকের সংখ্যা এবং ভাজক দুই অংকের সংখ্যা পর্যন্ত হবে।]

(ঙ) যে কোন স্তরে অনূর্ধ্ব ৫ অংকের সংখ্যা ব্যবহার করে যে কোন তিন প্রক্রিয়ায় সমস্যার সমাধার করা।

(চ) ঐকিক নিয়ম ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমস্যার সমাধান করা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

(ক) বস্তুনির্ভরস্তরে যোগের কাজ [যোগফল ১০০-এর অধিক হবে না] যে কোন সংখ্যার সঙ্গে ০ [শূন্য] যোগের ধারণার উপলব্ধি।
—হাতে না রেখে এবং হাতে রেখে দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ [যোগফল ১০০-এর অধিক হবে না।]

(খ) বস্তুনির্ভরস্তরে বিয়োগের কাজ।
—দুই অংকের সংখ্যা থেকে দুই অঙ্কের সংখ্যা বিয়োগ [ধার না করে]।
—যে কোন সংখ্যা হতে ০ [শূন্য] বিয়োগের ধারণার উপলব্ধি।

(গ) বস্তুনির্ভরস্তরে সহজ গুণনকার্য।
—২,৩,৪,৫ এবং ১০ এর গুণনের নামতা তৈরি করা, লেখা এবং শেখা।
—১ অঙ্কের সংখ্যাকে ২,৩,৪,৫ এবং ১০ দ্বারা গুণন।

(ঘ) বস্তুনির্ভরস্তর ২, ২ করে, ৩, ৩ করে, ৪, ৪ করে, ৫, ৫ করে এবং ১০, ১০ করে দলবদ্ধকরণের মাধ্যমে ভাগের ধারণার বিকাশসাধন।

(ঙ) দৈনন্দিন জীবনে যোগ ও বিয়োগ-সংক্রান্ত সহজ সমস্যার সমাধান করা। [প্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে ২ অঙ্কের অধিক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার ব্যবহার করা হবে না।]

তৃতীয়

(ক) তিন অংক পর্যন্ত দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ। [যোগফল ১,০০০-এর অধিক হবে না।]

(খ) দুই অঙ্কের সংখ্যা থেকে দুই অঙ্কের সংখ্যা বিয়োগ। [ধার করা পদ্ধতিতে]।
—তিন অঙ্কের সংখ্যা থেকে অন্য একটি সংখ্যা বিয়োগ।

(গ) ৬ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার গুণের নামতা তৈরি করা, লেখা এবং শেখা।
—একটি সংখ্যাকে ০ এবং ১ দ্বারা গুণনের ধারণার উপলব্ধি।
—সংখ্যাকে ১০ এবং ১০০ দ্বারা গুণন। [গুণফল ১,০০০-এর অধিক হবে না]।
—হাতে না রেখে এবং হাতে রেখে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে দুই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণন [গুণফল ১,০০০-এর অধিক হবে না]।

(ঘ) ৩ অঙ্কের সংখ্যাকে ১ অঙ্কের সংখ্যার দ্বারা ভাগ, [ধার না করে এবং ভাগশেষ না রেখে]।

(ঙ) দৈনন্দিন জীবনে গুণ ও ভাগ-সংক্রান্ত সহজ সমস্যার সমাধান করা। [প্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে ৩ অঙ্কের অধিক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করা হবে না।]
—যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া সমন্বিত সমস্যার সমাধান করা। [প্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে—৩ অঙ্কের অধিক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করা হবে না।]

চতুর্থ

(ক) চার অঙ্ক পর্যন্ত দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ। [যোগফল ১০,০০০-এর অধিক হবে না।]

(খ) চার অংকের সংখ্যা থেকে অন্য একটি সংখ্যার বিয়োগ।

(গ) ১১ এবং ১২-এর গুণের নামতা তৈরি করা, লেখা এবং শেখা।
—গুণ্য গুণক এবং গুণফল তথা গুণিতকের ধারণা।
—কোন সংখ্যাকে তিন অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যার দ্বারা গুণন [গুণফল ১০,০০০-এর অধিক হবে না]।

(ঘ) ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল এবং ভাগশেষের ধারণা দান।
—তিন অঙ্কের সংখ্যাকে অনূর্ধ্ব ১২ দ্বারা ভাগ [ধার করে এবং অবশিষ্ট রেখে]।

(ঙ) গুণ ও ভাগ অথবা যে কোন দুটি প্রক্রিয়া-সমন্বিত সহজ সমস্যার সমাধান করা। [প্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে ৪ অংকের অধিক অংকবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করা হবে না।]

(চ) ঐকিক নিয়ম ব্যবহার করে সহজ সমস্যার সমাধান করা।

পঞ্চম

(ক) পাঁচ অংক পর্যন্ত দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ। [যোগফল ১,০০,০০০-এর অধিক হবে না]।

(খ) পাঁচ অংকের সংখ্যা থেকে অন্য একটি সংখ্যা বিয়োগ।

(গ) কোন সংখ্যাকে ৩ অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা গুণন। [গুণফল ১,০০,০০০-এর অধিক হবে না]।

(ঘ) চার অংকের সংখ্যাকে দুই অংকের সংখ্যা দ্বারা ভাগ।

(ঙ) তিন প্রক্রিয়া-সমন্বিত সমস্যার সমাধান করা [প্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে ৫ অংকের অধিক অংকবিশিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করা হবে না।]

(চ) ঐকিক নিয়ম ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমাধান করা।

(৩) প্রচলিত মুদ্রা, দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন, ক্ষেত্রফল এবং সময়-সম্বন্ধীয় প্রমাণ-একক ব্যবহারের সামর্থ্য

(ক) সকল প্রকার ভারতীয় ধাতব মুদ্রা এবং নোট বা পত্রমুদ্রা চেনা।
(খ) দৈনন্দিন লেনদেনে ধাতব মুদ্রা এবং নোট বা পত্রমুদ্রা ব্যবহার করা।
(গ) রৈখিক পরিমাপ জানা ও ব্যবহার করা।
(ঘ) ওজন পরিমাপ জানা এবং ব্যবহার করা।
(ঙ) আয়তনের পরিমাপ জানা এবং ব্যবহার করা।
(চ) ক্ষেত্রফল নির্ণয়।
(ছ) দিনপঞ্জী ও সময় পাঠ।
(i) দিনপঞ্জী পাঠ।
(ii) সময় পাঠ।
(iii) বোর্ডে লিখিত রেলের এবং বাসের সময়-সারণি পড়তে পারা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ
প্রথম/দ্বিতীয়

(ক) ধাতব মুদ্রা এবং নোট বা পত্রমুদ্রা চেনা। [১০ টাকা পর্যন্ত]
(খ) এক প্রকার মুদ্রাকে অন্য প্রকার মুদ্রায় ভাঙানো। [১ টাকা পর্যন্ত]
—টাকার সঙ্গে পয়সার সম্পর্ক জানা। [১ টাকা=১০০ পয়সা]
(গ) দৈর্ঘ্যের ধারণার বিকাশ সাধন। [লম্বা এবং খাটো]
—দণ্ড, হাত, পায়ের পাতা প্রভৃতি অ-প্রমাণ একক ব্যবহার করে দৈর্ঘ্যের আনুমানিক মাপ লওয়া।
(ঘ) ভারী এবং হালকা ওজনের ধারণার বিকাশ সাধন করা।
—ওজনের অ-প্রমাণ একক যেমন, পাথর, মার্বেল, গুটিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা।
—ওজন অসমান হলে দাঁড়িপাল্লার একদিক্ কাত হয়ে থাকে—এ সম্বন্ধে উপলব্ধি করা।
(ঙ) আয়তনের দিক থেকে 'কম' বা 'বেশির' ধারণার বিকাশসাধন করা।
—অপ্রমাণ একক, যেমন—কাপ, গামলা, বোতল ইত্যাদি ব্যবহার করে ধারকত্বের [আয়তনের] পরিমাপ করা।
(চ) ক্রম অনুসারে দিনের বিভিন্ন অংশের নাম বলা।
—ক্রম অনুসারে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের নাম।
—সপ্তাহ ও দিন এবং মাস ও বৎসর সম্পর্কে জানা।

তৃতীয়

(ক) সকল প্রকার নোট বা পত্রমুদ্রা চেনা।

(খ) টাকাকে পয়সায় এবং পয়সাকে টাকায় পরিবর্তিত করা।
—অভিষ্ট ক্ষুদ্র পরিমাণ মুদ্রা গঠন করার জন্য মুদ্রার যোগ করা [যেমন,৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা এবং ৫ পয়সার মুদ্রা যোগ করে ৮০ পয়সা হয়]।

(গ) মিটার এবং সেন্টিমিটার এই দুই প্রমাণ-একেকের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি।
—মিটার এবং সেন্টিমিটারে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করা। [পূর্ণ এককে] মিটারকে সেন্টিমিটারে পরিবর্তিত করে।

(ঘ) ওজনের প্রমাণ-একক, যেমন—কিলোগ্রাম এবং গ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি।
—প্রমাণ-ওজন সম্বন্ধে জানা। [৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম এবং ১ কিলোগ্রাম ওজন]
—সহজপ্রাপ্য প্রমাণ-ওজন একত্র করে বাঞ্ছিত ওজন পাওয়া।
—কিলোগ্রাম এবং গ্রামের মধ্যে সম্পর্ক এবং কিলোগ্রামকে গ্রামে পরিবর্তিত করা—এ সব সম্পর্কে জানা।

(ঙ) ধারকত্বের [আয়তনের] প্রমাণ- একক, যেমন—লিটার, মিলিলিটারের এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি।—ধারকত্বের [আয়তনের] প্রমাণ পরিমাপ সম্বন্ধে জানা [১০০ মিলিলিটার, ২০০ মিলিলিটার, ৫০০ মিলিলিটার এবং ১ লিটার]।

(চ) তলের ক্ষেত্রফলের ধারণা।
আয়তাকার বস্তু, যেমন— ইঁট, টালি, ইত্যাদির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় [অ-প্রমাণ এককের সাহায্যে]।

(ছ) ক্রম অনুসারে সপ্তাহের বিভিন্ন দিন এবং বছরের বিভিন্ন মাসের নাম বলা ও লেখা।
—দিনপঞ্জী পাঠ করে প্রত্যেক মাসের দিনগুলো বের করা।
—ঘড়ি দেখে ঘণ্টা, আধঘণ্টা, সিকি ঘণ্টা ইত্যাদি বলা।

চতুর্থ

(খ) সহজ লেনদেনের মাধ্যমে টাকা-পয়সার যোগ-বিয়োগ করা।
—দৈনন্দিন জীবনে বেচা-কেনা সম্পর্কিত সহজ সমস্যার সমাধান করা [দুটির অধিক প্রক্রিয়া থাকবে না।]

(গ) দৈর্ঘ্য পরিমাপের দশমিক পদ্ধতির নীতি উপলব্ধি করা [কি· মি· ব্যবহার]।
—কি· মি· এবং মিটারের সম্পর্ক জানা।
—কি· মিটারকে মিটারে পরিণত করা এবং মিটারকে সেন্টিমিটারে পরিণত করা এবং বিপরীতক্রমে।
—দৈর্ঘ্য-সংক্রান্ত যোগ-বিয়োগের সহজ সমস্যার সমাধান করা।
—দৈর্ঘ্যের একই একক ব্যবহার করে গুণ ও ভাগ-সংক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমস্যার সমাধান করা।

(ঘ) একই একক ব্যবহার করে ওজন-সংক্রান্ত যোগ-বিয়োগের সহজ সমস্যার সমাধান করা।

—ওজনের একক হিসাবে কুইন্টাল এবং উহার সহিত কিলোগ্রামের সম্পর্ক এবং উহার বিপরীত ক্রম সম্বন্ধে জানা।

—একই একক ব্যবহার করে ওজন-সংক্রান্ত গুণ-ভাগের সহজ সমস্যার সমাধান করা।

(ঙ) লিটার এবং মিলিলিটারের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধি।

—লিটারকে মিলিলিটারে এবং মিলিলিটারকে লিটারে পরিবর্তিত করা।

—বিভিন্ন এককে ধারকত্ব [আয়তন] সম্পর্কিত চার প্রক্রিয়া ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমস্যার সমাধান করা।

(চ) ছক কাগজের সাহায্যে আয়তকার চিত্রের তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা।

—বর্গসেমি এবং বর্গমিটার —এধরনের প্রমাণ-একক ব্যবহার করে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার সূত্র বের করা।

—ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র বের করার সূত্র প্রয়োগ করে সহজ সমস্যার সমাধান করা।

(ছ) দিনপঞ্জী পাঠ এবং তারিখ ও দিনের সম্পর্ক জানা।

—বিভিন্ন দিনের বার, তারিখ, মাস ও বৎসর লেখা।

—পাঁচ মিনিটের গুণিতক হিসাবে ঘড়িতে সময় বলা।

—ঘণ্টা ও মিনিটে সময় হিসাব করা।

(১) দিন এবং ঘণ্টা

(২) ঘণ্টা এবং মিনিট এবং

(৩) মিনিট ও সেকেণ্ড এর সম্পর্ক জানা।

পঞ্চম

(খ) দৈনন্দিন জীবনে বেচাকেনা সম্পর্কিত সহজ সমস্যার সমাধান করা [তিনটির অধিক প্রক্রিয়া থাকবে না]।

(গ) দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন একক ব্যবহার [যেমন মিটার, কিলোমিটার] করে যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ-সংক্রান্ত সহজ সমস্যার সমাধান করা।

(ঙ) লিটার এবং মিলিলিটারের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধি।

—বিভিন্ন এককের ধারকত্ব [আয়তন] সম্পর্কিত চার প্রক্রিয়া ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সমস্যা সমাধান করা।

(চ) শ্রেণীকক্ষের মেঝে, খেলার মাঠ, প্রাঙ্গণ—এ ধরনের আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যবহার করা।

(ছ) ভারতীয় দিনপঞ্জীতে স্থানীয়ভাবে দিন ও মাস দেখা।

—বোর্ডে লিখিত রেলের এবং বাসের সময়-সারণি পড়া।

(৪)· ভগ্নাংশ বুঝতে পারা এবং ব্যবহার করার সামর্থ্য

[হর দুই অঙ্কের অনূর্ধ্ব সংখ্যা]

(ক) প্রকৃত, অপ্রকৃত এবং মিশ্র ভগ্নাংশের গঠন বুঝতে পারা। [হর দুই অঙ্কের অনূর্ধ্ব সংখ্যা]।

(খ) সহজ ভগ্নাংশ এবং মিশ্র ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ [হর অনূর্ধ্ব ২ অঙ্কের সংখ্যা]।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

(ক) একটি বস্তু অথবা বস্তুর একটি দলকে অর্ধাংশ এবং চতুর্থাংশে সমানভাবে ভাগ করা।

তৃতীয় ঃ

(ক) লব ১ এবং হর অনূর্ধ্ব ১০ সংখ্যাবিশিষ্ট ভগ্নাংশসমূহের অর্থ বুঝতে পারা।

—প্রতীক আকারে ভগ্নাংশ লেখা [উদাহরণ স্বরূপ ঃ $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{১০}$]

চতুর্থ

(ক) $\frac{২}{৩}$ এবং $\frac{৩}{৪}$ ধরনের প্রকৃত ভগ্নাংশ বুঝতে পারা এবং প্রতীক আকারে লেখা [হর অনূর্ধ্ব২ অঙ্কের সংখ্যা]

—তুল্য ভগ্নাংশের ধারণার উপলব্ধি এবং $\frac{১}{২}=\frac{২}{৪}=\frac{৪}{৮}$ ইত্যাদি ধরনের তুল্য ভগ্নাংশ লেখা।

(খ) সমান হর বিশিষ্ট সহজ ভগ্নাংশের যোগ।

পঞ্চম

(ক) ১$\frac{১}{৪}$, ২$\frac{১}{২}$, ৩$\frac{৩}{৪}$ ইত্যাদি ধরনের মিশ্র ভগ্নাংশের গঠন বুঝতে পারা।

—মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করা।

(খ) অনূর্ধ্ব ১০ হরবিশিষ্ট ২ বা ততোধিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ।

(৫) জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধে ধারণা

(ক) পরিবেশের পরিচিত বিভিন্ন ঘনবস্তু চেনা এবং শ্রেণীবিন্যাস করা। [ঘনক, গোলক, শংকু, চোঙ]

(খ) বিভিন্ন সামতলিক ক্ষেত্র চেনা এবং শ্রেণীবিন্যাস করা [বর্গক্ষেত্রে, আয়তক্ষেত্রে, বৃত্তে এবং ত্রিভুজে]

(গ) বিন্দু, রেখা এবং কোণ চেনা।

(ঘ) বিন্দু, রেখা, কোণ এবং সামতলিক ক্ষেত্র অঙ্কন করা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

(ক) আকারের ভিত্তিতে পরিবেশের বিভিন্ন ঘনবস্তু চেনা এবং শ্রেণীবিন্যাস করা।

(খ) জ্যামিতিক পরিভাষা উল্লেখ না করে বিভিন্ন সামতলিক ক্ষেত্র চেনা এবং শ্রেণীবিন্যাস করা।

তৃতীয়

(ক) জ্যামিতিক নাম, পরিভাষা সহ বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণী বিন্যাস করা [ঘনক, গোলক, শংকু, চোঙ]।

(খ) সামতলিক ক্ষেত্রের নাম বলা এবং শ্রেণী বিন্যাস করা। [বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, বৃত্ত এবং ত্রিভুজ]।

(ঘ) বস্তুর সাহায্যে সামতলিক ক্ষেত্র অঙ্কন করা। [যে সমস্ত বস্তু বর্গাকার, আয়তাকার, ত্রিভুজাকার এবং বৃত্তাকার এমন বস্তু দিয়ে]।

চতুর্থ

(গ) বিন্দু, রেখা এবং কোণ চেনা।

(ঘ) বিন্দু এবং প্রদত্ত দৈর্ঘ্যের রেখাংশ মাপকাঠির সাহায্যে অঙ্কন করা। [সেন্টিমিটারে]
—চাঁদা ব্যবহার করে কোণ অঙ্কন করা।

পঞ্চম

(ঘ) কম্পাস ব্যবহার করে প্রদত্ত ব্যাসার্ধের বৃত্ত অঙ্কন করা।
—মাপকাঠি ও চাঁদা ব্যবহার করে বিভিন্ন আকারের বস্তুর ছবি অঙ্কন করা।

পরিবেশ পরিচিতি

প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা

(১) প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং তথ্যসম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন সংগঠন করতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিচিতির জন্য পর্যবেক্ষণ এবং প্রশ্ন করতে পারা ঃ

(ক) পাথর, গাছপালা, প্রাণী ইত্যাদি।

(খ) বিদ্যালয়, গৃহ, বাজার, মন্দির ইত্যাদি স্থান এবং উৎসব-অনুষ্ঠানাদির মতো ঘটনাবলী।

তৃতীয়

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা ঃ

(ক) পাথর, মাটি, প্রাণী ইত্যাদি।

(খ) বিদ্যালয়, ডাকঘর, হাসপাতাল, দেবালয়, পঞ্চায়েত গৃহ ইত্যাদি।

চতুর্থ

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করা ঃ

(ক) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পরিবর্তন ইত্যাদি।

(খ) বাসগৃহ, জীবিকা ইত্যাদি।

পঞ্চম

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ এবং পরিবর্তনের কারণসমূহ অনুসন্ধান করা ঃ

(ক) আবহাওয়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(খ) জীবিকা, খাদ্যাভাস, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি।

(২) সুসংবদ্ধ আকারে ঘটনা তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা এবং তার প্রতিবেদন দিতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

কোনো বস্তু, ঘটনা বা প্রাকৃতিক ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করে তার মৌখিক বিবরণ দিতে পারা।

তৃতীয়

কোনো বস্তু, ঘটনা বা প্রাকৃতিক ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করে তার সময়, দূরত্ব ও দিক সহজ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে তার বিবরণ পেশ করা।

—পর্যবেক্ষণ করা বস্তুর ছবি বা নক্শা আঁকতে পারা।

চতুর্থ

পর্যবেক্ষিত কোনো ঘটনা, প্রাকৃতিক ব্যাপার লিখিতভাবে এবং ছক ও স্তম্ভলেখ ব্যবহার করে নক্শার আকারে তালিকাভুক্ত করা।

—চিত্রগ্রাফ [Pictograph] তৈরি করতে পারা।

পঞ্চম

সহজ কোন কাজের ফলাফলের সংখ্যাতথ্য দিতে পারা। যেমন—ছক ও স্তম্ভলেখ কোন্‌টি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়? কোন্‌টি সবচেয়ে কম ব্যবহার করা হয়?

(৩) কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য প্রাসঙ্গিক উৎস থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারা।

তৃতীয় ঃ

সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষ, যেমন—কৃষক, মুদি প্রভৃতির কাছ থেকে সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারা। বাস্তব পরিস্থিতিতে সংগৃহীত তথ্যসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারা।

চতুর্থ

বই, রেডিও, খবরের কাগজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারা।

পঞ্চম

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহার করে সেগুলির ভিত্তিতে অনুমিতি এবং উপসংহারে আসতে পারা এবং সিদ্ধান্তে পৌছতে পারা।

(৪) প্রদত্ত মানদণ্ডানুসারে বস্তু, ঘটনা, দৃশ্যমান বিষয়, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক তথ্যাদি শ্রেণীবিন্যস্ত করতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

আকার, আকৃতি, বর্ণ অনুসারে বিভিন্ন বস্তু শ্রেণীবদ্ধ করতে পারা।

তৃতীয়

বৈশিষ্ট্য অনুসারে বস্তুসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারা।

—কাজকর্ম, উপযোগিতা ইত্যাদির দিক থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিন্যাস করতে পারা।

—সামাজিক ঘটনাবলী ঘটবার সময়, ধরন [যেমন—জাতীয়, ঋতু, ধর্মীয় উৎসব] ইত্যাদি অনুসারে শ্রেণী বিন্যস্ত করতে পারা।

চতুর্থ

দুই বা তার বেশি বৈশিষ্ট্য অনুসারে বস্তুসমূহের বিন্যাস করতে পারা।

—চাষবাস, কাঠের কাজ এবং অন্যান্য ধরনের বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকদের সম্পর্কে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষদের সম্পর্কে সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহ এবং শ্রেণীবদ্ধ করতে পারা।

পঞ্চম

বস্তু এবং ঘটনাবলী সম্পর্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত করতে পারা।
—[ঘটনাসহ] সামাজিক তথ্যাদি নির্দিষ্ট মানদণ্ডানুসারে শ্রেণীবদ্ধ এবং তাদের মধ্যেকার সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারা।

(৫) কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় এবং উপলব্ধি করতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে [যেমন—গরম জিনিসে হাত দিলে কি হয়] কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারা।

তৃতীয়

অধিকতর জটিল ধরনের যেমন—
(ক) ভাল মাটি, সার, জলসেচ প্রভৃতির ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ইত্যাদি।
(খ) বল প্রয়োগে বস্তুর গতি ইত্যাদির—কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারা।

চতুর্থ/পঞ্চম

মানুষের ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার অভ্যাস এবং জীবিকা নির্বাহের [পেশা, বৃত্তি প্রভৃতি] ধরন-ধারণের সঙ্গে আবহাওয়া, জলবায়ুর মত প্রাকৃতিক ঘটনাদির কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় এবং তা উপলব্ধি করতে পারা [স্থানীয় পরিবেশ, রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিদর্শন দিতে হবে]।
—মানুষের জীবনযাপনের প্রণালীর উপরে গৃহ, সেতু তৈরি নদীবাঁধ ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় এবং তা উপলব্ধি করতে পারা [স্থানীয় পরিবেশ, রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উদাহরণ দিতে হবে]

(৬) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রমঃ

তৃতীয়

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমিতি গঠন করতে পারা, যেমন—
(ক) বৃষ্টি কম হলে ফসলও কম উৎপন্ন হয়।
(খ) সাধারণত চাষবাসের সময় গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে।

সার্ভে ও পরীক্ষণের সাহায্যে প্রাথমিক অনুমিতি গঠন করতে পারা, যেমন—

(ক) বৃষ্টি বেশি হলে মাটি ক্ষয়ে যায়।

(খ) খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী পরস্পর নির্ভরশীল।

(গ) নানারকম পেশার লোক তাদের চাহিদার জন্য পরস্পর নির্ভরশীল।

(ঘ) যোগান কম থাকলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়।

(ঙ) সাধারণত খুব বড় পরিবারে অভাব আর অসাচ্ছন্দ্য দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে।

(৭) কোনো সমস্যা সমাধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহজ নক্শা করতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

চেষ্টা আর সংশোধনের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া, যেমন—দশটা বস্তুর মধ্যে কোন্ কোন্‌টি তরল পদার্থে ডোবে এবং কোন্ কোন্‌টি ভাসে।

তৃতীয়

অপেক্ষাকৃত কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য সহজ পরীক্ষণাদি করতে পারা।

চতুর্থ

অধিকতর জটিল প্রশ্নের উত্তরের জন্য পরীক্ষণাদি করতে পারা।

পঞ্চম

তুলনামূলক তথ্যাদি ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাদির জন্যে সহজ পরীক্ষণাদির পরিকল্পনা করতে পারা।

(৮) মানচিত্র এঁকে স্থান নির্ণয় করতে পারা

(ক) স্বচ্ছন্দ অঙ্কন এবং মানচিত্র নকল করতে পারা ;

(খ) মানচিত্রে স্থান নির্দেশ করতে পারা ;

(গ) দিক এবং দূরত্ব নির্দেশ করতে পারা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

সহজভাবে বিদ্যালয়, শ্রেণীকক্ষ, মাঠ ইত্যাদির মানচিত্র আঁকতে পারা।

—ছাত্র-ছাত্রীর বাড়ি থেকে বিদ্যালয়, ডাকঘর, মন্দির প্রভৃতি কোন্‌দিকে [অর্থাৎ ডান বা বাম প্রভৃতি]।

তৃতীয় ঃ

শ্রেণীকক্ষের মধ্যে শিক্ষক মহাশয়, ব্লাকবোর্ড প্রভৃতির অবস্থান নির্দেশ করে সহজভাবে মানচিত্র আঁকতে পারা।
—জেলার মানচিত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের গ্রামের অবস্থান নির্দেশ করতে পারা।
—জেলার মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানের দিক নির্দেশ করতে পারা।

চতুর্থ

বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, গ্রামের নক্‌শা আঁকতে পারা।
—বিখ্যাত স্থান নির্দেশ করতে পারা।
—বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করে জেলা মানচিত্র অঙ্কন করতে পারা।
—রাজ্যের মানচিত্রে বিখ্যাত জায়গা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির অবস্থান নির্দেশ করতে পারা।
—রাজ্য-মানচিত্রে বিভিন্ন জায়গার দিক নির্দেশ করতে পারা।

পঞ্চম

রাজ্য এবং দেশের মানচিত্র দেখে স্বচ্ছ কাগজে নকল করে বিখ্যাত শহর, নদনদী, পাহাড়-পর্বত নির্দেশ করতে পারা।
—ভারতের মানচিত্রে বিভিন্ন রাজ্য, কেন্দ্রীয় শাসিত এলাকা, বিখ্যাত শহর এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারা।
—দেশের মানচিত্রে বিভিন্ন জায়গার দিক নির্দেশ করতে পারা।

(৯) পরিবেশের সজীববস্তু এবং জীবজন্তুর যত্ন নেওয়া এবং পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রমঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

গাছপালার যত্ন নেওয়া, যেমন—চারাগাছ নষ্ট না করা, যখন খুশি ফুল না ছেঁড়া।
—বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর যত্ন নেওয়া।

তৃতীয়

সাধারণভাবে গাছপালার যত্ন করা, যেমন—জল দেওয়ার মাধ্যমে।
—গৃহপালিত পশুর যত্ন নেওয়া।

চতুর্থ/পঞ্চম

উদ্ভিদ আর প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারা।

(১০) প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় পরিহার করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদাদি, যেমন—উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জলের উৎস ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারা।—জল, জ্বালানি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভ্যাস গঠন করতে পারা।

তৃতীয়

স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, যেমন—সেচের জন্য জল, জ্বালানির জন্য কাঠের ব্যবহার সম্বন্ধে,—প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়, যেমন—নির্বিচারে গাছ কাটা, জ্বালানি সম্পদ নষ্ট করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

চতুর্থ

রাজ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারা।

—অপচয়ের ফলাফল জানা, যেমন—ইচ্ছেমত জ্বালানি বা জল নষ্ট করলে কি ঘটবে।

—মানুষ তার চাহিদার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল—এ সত্য উপলব্ধি করতে পারা।

পঞ্চম

দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে তথ্যাদি জোগাড় করা।

—বয়স্কদের যথাযথভাবে জল, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে সহায়তা করা।

(১১) প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত না করা এবং পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্ন রাখা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয়

যথাযথ শৌচাভ্যাস গঠন করা।

—নিকট পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

—সামুদায়িক সাফাই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

চতুর্থ

জল দূষিতকরণের উৎস নির্ণয় করা। জল-দূষণ রোধের পন্থাদি সম্পর্কে জানা।

—যত্রতত্র প্রস্রাব না করা এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থান নোংরা না করা।

—পরিত্যক্ত জিনিসপত্র এবং আবর্জনা থেকে গ্রামকে সংরক্ষিত রাখা।

—বিদ্যালয় পরিবেশ [ভিতর ও বাহিরে] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

পঞ্চম

বিদ্যালয় পরিবেশ [ভিতরে ও বাহিরে] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

(১২) সহযোগিতার ভিত্তিতে [সঙ্ঘবদ্ধ] জীবনযাপন করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসভা, সাফাই কর্মসূচি,বাগানের কাজ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করা।

তৃতীয়

বিদ্যালয়ের বিবিধ কার্যাবলী এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ব পালন করতে পারা।

চতুর্থ/পঞ্চম

অনুষ্ঠানাদি পরিকল্পনা এবং সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে বড়দের সহায়তা করা।
—যৌথ দায়িত্ববোধ এবং সামুদায়িক জীবনযাপনে মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে পারা।

(১৩) বিভিন্ন প্রকার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

বিভিন্ন অঞ্চল, সম্প্রদায় এবং বর্ণের শিশুদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচারণের অভ্যাস করা।

বন্ধুবান্ধবদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা।
—বিভিন্ন অঞ্চলের, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্মদিন পালন করা।

তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম

বিভিন্ন অঞ্চল, সম্প্রদায় এবং বর্ণের শিশুদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণের অভ্যাস করা।—বন্ধুবান্ধবদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা।
—বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্মদিন পালন করা।
—স্থানীয় এলাকা, রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ইতিহাস এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের ইতিহাস পাঠ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের অবদান উপলব্ধি করা।
—স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে জনগণের জীবনযাপনের ধরন-ধারণ ঐতিহ্য, প্রথার বৈচিত্র্য ও সংহতি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করা।

(১৪) ব্যক্তিগত এবং জাতীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

গৃহে ও বিদ্যালয়ে জিনিসপত্রাদি সযত্নে ব্যবহার করা।

তৃতীয় ঃ

সমাজের জাতীয় সম্পত্তি সযত্নে ব্যবহার করা।

চতুর্থ/পঞ্চম

জনসাধারণের পরিবহন এবং সমাজসেবামূলক কাজের জিনিসপত্র সযত্নে ব্যবহার করা।

(১৫) অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণে বিভিন্ন সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

তৃতীয়

কুসংস্কারমূলক আচার-আচরণ এবং প্রথাদি চিহ্নিত করতে পারা।

চতুর্থ/পঞ্চম

কোনো কোনো কুসংস্কারমূলক প্রথা এবং আচার-আচরণ পালনের কারণ অনুসন্ধান করা।

(১৬) বিদ্যালয়, সমাজ এবং সরকারের নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

নিয়মানুবর্তিতা পালন করা।

—জাতীয় সংগীতের সময় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কালে নীরবে যথাযথ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো।

—সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো।

—পথ চলার নির্দেশাবলী অনুসরণ করা।

তৃতীয়

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পঞ্চায়েতের আইনকানুন জানা এবং সেগুলির প্রয়োগ অভ্যাস করা।

চতুর্থ/পঞ্চম

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান কাজকর্ম এবং রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কার্যাবলী জানা।

—অধিকার এবং কর্তব্যের প্রাথমিক ধারণা উপলব্ধি করা।

সুস্থ জীবনযাপন / স্বাস্থ্য ও খেলাধূলা

প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা

(১) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তব্য খাদ্যবস্তুর পুষ্টিমূল্য জানা এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং খাবার তৈরি করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

স্থানীয় এলাকায় কি কি খাবারদাবার পাওয়া যায় তা জানা।

—আহারের যথাযথ প্রক্রিয়াগুলি জানা।

তৃতীয়

ডাল, তন্ডুল, সব্জী প্রভৃতি শ্রেণীতে খাদ্যবস্তুকে ভাগ করতে পারা।

—ধুলো, মাছি ইত্যাদি কেমন করে খাবার নষ্ট করে তা জানা।

—অতিভোজনের কুফল জানা।

—ঘরে-বাইরে, বিদ্যালয়ে ধুলো, মাছি ইত্যাদির হাত থেকে খাবার-দাবার নিরাপদে রাখার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা এবং বিদ্যালয় বা বাড়ির বাগানে সব্জী চাষে, যেমন—টম্যাটো, গাজর প্রভৃতি, অংশগ্রহণ করা।

তুর্থ/পঞ্চম

সুস্থ এবং রুগ্ন লোকের খাদ্যের তারতম্য বুঝতে পারা।

—নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা।

—স্থানীয় এলাকার খাদ্যবস্তুর পুষ্টিমূল্য এবং খাদ্যের অপচয় রোধের প্রক্রিয়াসমূহ জানা।

—স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবারদাবার তৈরি ও সংরক্ষণ করতে জানা।

—ঘরেবাইরে, বিদ্যালয়ে ধুলো, মাছি ইত্যাদির হাত থেকে খাবারদাবার নিরাপদে রাখার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা এবং বিদ্যালয় বা বাড়ির বাগানে সব্জী চাষে, যেমন—টম্যাটো, গাজর প্রভৃতি, অংশগ্রহণ করা।

(২) জলের সংরক্ষণ, বিশুদ্ধিকরণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার জলের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

—পরিষ্কার পাত্র এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করা।

তৃতীয়

ফুটিয়ে, ছেঁকে বা তলানি বাদ দিয়ে [স্ফুটন, পরিস্রাবণ বা আস্রাবণ] জলশোধনের কাজে অংশগ্রহণ করা।

—পানীয় জল নিরাপদে রাখার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারা।

চতুর্থ

জলের উৎসসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে অংশগ্রহণ করা।

—জলশোধনের কাজে ফিটকারী ও পটাশিয়াম পারমাংগানেট ব্যবহার করা।

পঞ্চম

পরিষ্কার জল সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে বিশুদ্ধ জল ব্যবহারের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করা এবং সঙ্গীসাথীদের ঐসব কাজে সহায়তা করা।

(৩) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং ঐ সম্পর্কিত কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত-পা, মুখ, দাঁত, নখ, কান প্রভৃতি ধোয়া এবং পরিষ্কার রাখা।

—বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের যথাযথ ব্যবহার জানা।

তৃতীয়

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং পরিচ্ছন্নতার যথাযথ অভ্যাস অনুশীলন করা।

—সাধারণ রোগের কারণ ও বিস্তার সম্বন্ধে জানা।

চতুর্থ/পঞ্চম

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ এবং সঙ্গীদের ঐসব কাজে যথাযথ উৎসাহ ও পরিচালনা করা।

—সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের সাধারণ প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি জানা।

(৪) সামুদায়িক স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি এবং ঐ সম্পর্কিত কাজে অংশগ্রহণ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

*সমাজে [পরিবেশে] স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির [শৌচাগার] অবস্থান এবং ব্যবহার জানা।

তৃতীয়

সমাজে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবহার জানা।

—সাধারণ রোগের প্রতিরোধক টিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং প্রয়োজনীয়তা জানা।

চতুর্থ/পঞ্চম

সমাজে যেসব স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি আছে সেগুলির যথোপযুক্তভাবে রীতিমত ব্যবহার করা।

—স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সামাজিক ব্যবস্থাদি যথাযথ ব্যবহার করতে সঙ্গীদের সাহায্য করা।

—প্রতিরোধক টিকা ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করা।

---

* যেখানে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থাদি নাই, সেখানে মাটি দিয়ে পায়খানা প্রস্রাবের জায়গা ঢেকে রাখতে শেখানো।

(৫) শারীরশিক্ষা এবং অবসর বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা

(ক) শারীরিক ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করা ;

(খ) খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা ;

(গ) বিনোদনমূলক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করা ;

(ঘ) যোগাসন অভ্যাস করা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

ইচ্ছামতো অঙ্গসঞ্চালনী ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করা।

—ইচ্ছামতো অঙ্গসঞ্চালনী খেলাতে অংশগ্রহণ করা।

—ইচ্ছামতো অঙ্গসঞ্চালনী বিনোদনে, যেমন—পশুপাখির ডাক নকল করা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা।

তৃতীয়

শুদ্ধ ভঙ্গিতে দৌড়ানো এবং লাফানো।

—পদ্মাসন এবং সূর্য নমস্কার-এ অংশগ্রহণ করা।

—স্বল্প পরিসরে ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালনী খেলায় অংশগ্রহণ করা।

—পায়ে হেঁটে কাছাকাছি জায়গায় যাওয়া।

চতুর্থ

আনুষ্ঠানিক [পি টি] ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করা।

—পদ্মাসন এবং সূর্য নমস্কার-এ অংশগ্রহণ করা।

—দলগত খেলা, যেমন—কবাডি, খোখো, বলখেলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা।

—নিপুণতা প্রয়োজন এরূপ বিনোদনমূলক খেলায়, যেমন—লাথি দিয়ে বল মারা, জালে বল নিক্ষেপ করা, নির্দিষ্ট উচ্চতায় লাফানো ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা।

পঞ্চম

দলবদ্ধভাবে [পি টি] ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করা এবং তালে তালে ব্যায়াম করা।

—নিপুণতা প্রয়োজন এরূপ বিনোদনমূলক খেলায়, যেমন—লাথি দিয়ে বল মারা, জালে বল নিক্ষেপ করা, নির্দিষ্ট উচ্চতায় লাফানো ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা।

(৬) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির গুরুত্ব উপলব্ধি এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োগ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

হাঁটা, লাফানো এবং খেলার সময় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তৃতীয়

প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং চিকিৎসা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা।

চতুর্থ

নিম্নলিখিত দিকগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসাবিধি জানা এবং ব্যবহার করা ঃ

(ক) আগুন নিভানো

(খ) হাড় ভেঙে যাওয়া

(গ) পোড়া এবং ছেঁকা লাগা

(ঘ) সর্পদংশন

(ঙ) জলে ডুবে যাওয়া মানুষ উদ্ধার করা এবং চিকিৎসা করা।

—প্রাথমিক চিকিৎসাবিধি প্রয়োগে সঙ্গীদের সাহায্য করা।

সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় উৎপাদনধর্মী কাজ

প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা

(১) ঘরে-বাইরের কায়িক এবং অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

পরিবেশের প্রধান বৃত্তিসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ। [যেমন—কাঠের কাজ, কামারের কাজ বা স্থানীয় এলাকার অন্যান্য কাজ।]

তৃতীয়

বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থানীয় লোকজন কিভাবে ব্যবহার করে তার ধারণা করা।

চতুর্থ

দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে বিভিন্ন পেশার লোকজন এবং তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর নির্ভরশীল তা বিশ্লেষণ করা।

পঞ্চম

আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বিভিন্ন ধরনের লোকের অবদান আছে এবং আমরা যে পরস্পর নির্ভরশীল তা উপলব্ধি করতে পারা।

(২) সমাজগঠনে বিভিন্ন বৃত্তির এবং সমাজসেবামূলক কাজসহ অন্যান্য কাজের যে গুরুত্ব, অবদান তার স্বীকৃতি এবং মর্যাদা দেওয়া

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

ছোটখাট কাজে স্বনির্ভর হওয়া, যেমন—নিজস্ব জিনিসপত্রাদি পরিপাটি রাখা।

তৃতীয়

বিদ্যালয় এবং গৃহে পরিচ্ছন্নভাবে দৈহিক শ্রমের কাজ করা।

চতুর্থ

কাজ করার এবং দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

পঞ্চম

অপরের করা কাজের প্রশংসা করা এবং নিজের কাজ পূর্ণোদ্যমে করা।

(৩) বিদ্যালয় এবং সমাজের কাজে সমবেতভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ অংশগ্রহণ করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

বিদ্যালয়ে দৈহিক কাজের সময় দলনেতার নির্দেশ মেনে চলা।

—কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখানো, যেমন—খেলার মাঠে, বাগান ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ।

তৃতীয়

নিজের কাজ করেও সঙ্গীদের কাজে সাহায্য করা।

—স্বাধীনভাবে, পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে পারা।

চতুর্থ

অপচয় রোধে দক্ষতার সঙ্গে নিজের কাজ করতে শেখা।

—যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ শেষ করার জন্য সঙ্গীদের সহায়তা করা।

পঞ্চম

দলগত কর্ম পরিকল্পনা এবং সম্পাদনে অংশগ্রহণ এবং অন্যদের ভাল কাজে উৎসাহ প্রদান, যেমন—খেলার মাঠ উন্নয়নের পরিকল্পনা, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, চড়ুইভাতি ইত্যাদি।

(৪) কর্মস্থলে বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

কাজের সময় জিনিসপত্রাদি যাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।

তৃতীয়

জিনিসপত্রের যথাযোগ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং অন্যদের অপচয় করতে না দেওয়া।

চতুর্থ

জিনিসপত্র এবং সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করা।

পঞ্চম

কর্মপ্রক্রিয়ার [কেন এবং কিভাবে] বিশ্লেষণ করা।

—নিজের কাজ সাবধানতা এবং মিতব্যয়িতার সঙ্গে করা।

(৫) নিরাপত্তার সঙ্গে কাজের সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

কাজের পরিবেশে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ।

—সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নির্দেশাবলী মেনে চলা।

—নিরাপত্তার সঙ্গে কাজের সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

তৃতীয়

যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সাবধানতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

—বিপজ্জনক অভ্যাসাদি পরিহার করা।

চতুর্থ

জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, যন্ত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ এবং ঐগুলি নিরাপদে, বিচক্ষণতার সঙ্গে ও হিসাব করে ব্যবহার করা।

পঞ্চম

জিনিসপত্র এবং যন্ত্রপাতি হিসাব করে ব্যবহারের অভ্যাস গঠন করা।

(৬) ক জের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি রাখতে পারা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

কাজের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নির্দেশাবলী অনুসরণ করা।

তৃতীয়

আনন্দের সঙ্গে কাজের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা।

চতুর্থ

কাজের জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

সৃজনধর্মী অভিব্যক্তি

প্রান্তীয় সামর্থ্য এবং ক্রমোন্নত রূপরেখা

সুন্দর সামগ্রীর যথোচিত গুণ অবধারণ [সৌন্দর্য আস্বাদন]
[সুন্দর জিনিসপত্র থেকে আনন্দলাভ]

(১) গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতির মতো সহজ বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কন করা

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

স্থানীয় পরিবেশের আকর্ষণীয় বস্তুর অঙ্কন [বস্তুর আকৃতি নাও চেনা যেতে পারে]।
—পরিবেশ থেকে গাছপালা, জীবজন্তু, মানুষের ছবি কল্পনা করে আঁকা।

তৃতীয়

কল্পনাপ্রসূত বস্তু অঙ্কন।
—দেখা জিনিসের ছবি অঙ্কন। আকৃতি চেনা বা নাও চেনা যেতে পারে।

চতুর্থ

পছন্দসই দেখা বস্তুর খুটিনাটি অঙ্কন।
—বিভিন্ন জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদির অঙ্কনে জ্যামিতিক আকারের ব্যবহার করা।

পঞ্চম

পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রার এবং প্রকৃতির ছবি অঙ্কন, যেমন—চলন্ত নৌকা, উদীয়মান সূর্য, কর্মরত মানুষ ইত্যাদি।

(২) স্থানীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত সঙ্গীত-নৃত্য-নাটকের মাধ্যমে শিল্পসুষমামণ্ডিত অভিব্যক্তির সুযোগ গ্রহণ

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

পাড়া-প্রতিবেশী অঞ্চলের ঘুমপাড়ানী গান এবং আনুষ্ঠানিক গান আবৃত্তি করতে পারা।
—হাত-পায়ের ছন্দোময় সঞ্চালন করা।
—ছড়া-কবিতায় ছোট ছোট নৃত্যনাট্য অভিনয় করা।
—প্রাণীদের ডাক [হরবোলা] অনুকরণ করা।
—আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতসহ লোকনৃত্য পরিবেশন করা।

তৃতীয়

সরল লোকগীতি আবৃত্তি [গান] করা।
—লোকসঙ্গীতের সুরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করা।
—পাঠ্য বইয়ের কোন কোন অংশের উপর ভিত্তি করে লেখা নাট্যদৃশ্যে অভিনয় করা।

চতুর্থ

সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান এবং লোকগীতি গাইতে পারা।
—সমবেত বা এককভাবে গান করা।
—একক অভিনয় করা।

(৩) স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তব্য সামগ্রীর অলঙ্করণ ও প্রদর্শন

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

এলাকাতে সহজে পাওয়া যায় এমন বস্তু, যেমন—পাখির পালক, নুড়ি-পাথর, শামুক, গাছের ডাল-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ।
—নানা ধরনের রঙের অথবা ফেলে দেওয়া জিনিসের টুকরো দিয়ে ছবি তৈরি করা [কোলাজের কাজ]।

তৃতীয়

অলঙ্করণের কাজে কাগজের আর ফুলের মালার ব্যবহার করা।
—ফল, শাকসব্জী, মাছ প্রভৃতির মতো সুপরিচিত বস্তুর আকৃতি দান।

চতুর্থ

রঙীন কাগজ, অলঙ্কৃত পাত্র প্রভৃতি দিয়ে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রেণীকক্ষ এবং ঘরবাড়ি সজ্জিত করা।
—মাটি দিয়ে মানুষ, প্রাণী এবং অন্যান্য চেনা জিনিসের মূর্তি গঠন।

পঞ্চম

বাঁশ, মাটি বা কার্ডবোর্ড দিয়ে কুঁড়ে ঘরের মডেল তৈরি করা।

(৪) মাটি বা কার্ডবোর্ড দিয়ে মডেল তৈরি

ক্রমোন্নত রূপরেখা

ক্রম ঃ

প্রথম/দ্বিতীয়

মাটি, কাগজ, কাপড়ের টুকরো প্রভৃতি দিয়ে নানারকম বস্তু তৈরি করা।

তৃতীয় ঃ

কার্ডবোর্ড দিয়ে কুঁড়ে ঘরের মডেল তৈরি করা।

চতুর্থ

মাটি আর পাথরের টুকরো জুড়ে মূর্তি গঠন করা।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন

ক) সাধারণ আলোচনা ঃ

মূল্যায়নকে যখন পাঠন-শিখন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিবেচনা করা হয়, তখন তাকে অবশ্যই পাঠনের উদ্দেশ্য [Objective of teaching] এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য বা সামর্থ্য অর্জনের জন্য যে-সকল শিখন-অভিজ্ঞতা দেওয়া হয় তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। প্রত্যাশিত শিখন-ফলশ্রুতি; শিক্ষার্থীর শিখনের নিদর্শন সংগ্রহ—সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, নিদর্শনগুলির রিপোর্ট রাখা এবং যথাযথভাবে সেগুলির ব্যবহার মূল্যায়নের প্রধান প্রধান দিক। আবার মূল্যায়নের এ সকল দিক পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়ে আছে। এসব থেকে মূল্যায়ন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখা দরকার—

— পঠন-পাঠন এবং শিক্ষার্থীর কাজের সঙ্গে মূল্যায়নযুক্ত, সুতরাং প্রকৃত মূল্যায়নে শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষক মহাশয়ই মূল্যায়ন করেন।

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ

— পাঠন শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়েই মূল্যায়ন গুণগত নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে, সুতরাং পাঠন-শিখন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই মূল্যায়নকে দেখা উচিত।

— যেহেতু শিক্ষার্থীর শিখনে এবং শিক্ষকের পাঠদানে মূল্যায়ন সহায়তা করে, সুতরাং প্রতিটি পাঠ-এককের শেষে একক-অনুসারে মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

— যেহেতু পাঠনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর শিখন, সুতরাং শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের উন্নয়নের দিকে মূল্যায়নের দৃষ্টি থাকবে—তাদের কৃতিত্বের বিচারের দিকে নয়। এ কারণে একই সঙ্গে নির্ণয়াত্মক অভীক্ষা [Diagnostic testing]এবং সংশোধনধর্মী [Peremedial teaching] পাঠনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

— মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের স্তর নির্ধারণের জন্য কতকগুলি নম্বর বা মান দেওয়া নয় বরং এর মধ্যে শিক্ষার্থীর শিখনের ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা নির্ধারণ করে তা দূরীকরণের প্রয়াস আছে।

— নিছক বৌদ্ধিক বিষয়ে কৃতিত্ব নিরূপণের মধ্যে মূল্যায়ন সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যার সমাধান, সামর্থ্য অর্জন, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস গঠন ইত্যাদির দিকে মূল্যায়ন অধিকতর গুরুত্ব দেয়। যেহেতু শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের দিকেই মূল্যায়নের নজর সেজন্যে লিখিত এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার বাইরে মৌখিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন সম্প্রসারিত।

— যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর স্ব-শিখনকে অধিকতর উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে সেজন্যে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক আত্মমূল্যায়নকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
— যেহেতু প্রতিটি শিক্ষার্থীই নিজের মত করে নিজের গতিতে শেখে সেজন্যে সমগ্র শ্রেণীর দিক থেকে তাকে বিচার করা সংগত নয়। এ কারণে প্রকৃত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সকল বিষয়ে 'পাশ' করা একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত হতে পারে না।
— মূল্যায়নে শিক্ষার্থী যে গ্রেড [grade] পায় তা কেবল তার কৃতিত্বের বা সামর্থ্য অর্জনের স্তর নির্দেশক—যা তার নিজের মান অনুসারেই আশানুরূপ বা আশানুরূপ নয়। সুতরাং কোনো শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেড [ক, খ, গ ইত্যাদি] যতই নিম্নমানের হোক না কেন সেটাকে অসফলতা বলে ধরা ঠিক হবে না বরং এটাকে তার তৎকালীন কৃতিত্বের স্তর-নির্দেশক বলে ধরা যেতে পারে।
— মূল্যায়নের লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে আধিপত্যসূচক শিখনে সহায়তা করা, যতক্ষণ না শিক্ষার্থী পূর্ব নির্ধারিত সামর্থ্যসমূহ আধিপত্যতার সঙ্গে অর্জন করছে ততক্ষণ মূল্যায়ন চলতেই থাকে—সুতরাং এটা হল নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। আর এ জন্যেই যে-কোনো মূল্যায়ন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হল যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর শিখনের নিদর্শন সংগ্রহ করে তা রেকর্ড করে রাখা।

স্বল্পকালীন এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন
[Formative and Summative Evaluation]

পূর্ণ আধিপত্যতার সঙ্গে সামর্থ্য অর্জনই যেখানে পি ই সি আর প্রকল্পে মূল্যায়নের লক্ষ্য সেখানে একটি শিক্ষাবর্ষে এক বা দু'বার মূল্যায়ন করে দেখার অভ্যাস যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। সুতরাং বর্তমানে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক যে পরীক্ষাদি আছে তার পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিটি পাঠ-একক বা অধ্যায়ের ক্ষেত্রেও মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং সার্বিক বা বার্ষিক এবং অধ্যায় বা একক অনুসারে যে মূল্যায়ন তার ধরন-ধারণ এবং উদ্দেশ্যের যে পার্থক্য আছে তা স্মরণে রেখেই প্রকল্প বিদ্যালয়সমূহে সামগ্রিক পঠন-পাঠন এবং মূল্যায়নের পরিকল্পনা রাখতে হবে।

স্বল্পকালীন বা গঠনধর্মী মূল্যায়ন [Formative]

সহজভাবে বললে, শ্রেণীতে যখন পঠন-পাঠন ক্রিয়া চলছে তখনই এ ধরনের মূল্যায়নের সাহায্য নেওয়া হয়। পঠন-পাঠন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছন্দ গতিদানই এর অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখেছে এবং কতটুকুই বা তার আয়ত্ত করতে বাকী আছে এটা জানাই এ ধরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার্থীর 'কতটুকু জানতে বাকী' আছে এ দিকটাতেই এ ধরনের মূল্যায়নের বেশি ঝোঁক আছে। ছাত্রের অসম্পূর্ণতা জানতে পারলে তবে তো প্রয়োজনীয় সংশোধনধর্মী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব। পঠন-পাঠন চলাকালীন গঠনধর্মী মূল্যায়নের প্রধান কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল—

— এ ধরনের মূল্যায়ন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হবে।

— ছোটো ছোটো শিখন-একক [learning unit] বা অধ্যায়ের শেষে এ জাতীয় মূল্যায়ন করা হবে। স্বল্পকাল বলতে অন্ততপক্ষে এক পক্ষকাল ব্যবধানের কথা বলা হচ্ছে।
— কোনো নির্দিষ্ট পাঠ-এককের প্রতিটি শিক্ষণীয় দিকে বা সামর্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু হলো এ ধরনের মূল্যায়নের সাহায্যে তা জানা যায়।
— এ ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীকে কোনোরূপ গ্রেড বা মান [ক, খ, গ ইত্যাদি] দেওয়া হয় না। কতটুকু আয়ত্ত করা গেছে, কতটুকু বা যায়নি তা জানাই এ ধরনের মূল্যায়নের কাজ।
— পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে গঠনধর্মী শিখনকালীন মূল্যায়ন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

সামগ্রিক মূল্যায়ন [Summative]

সামগ্রিক মূল্যায়ন সাধারণত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর এবং নির্ধারিত সময়ের অন্তরে করা হয়ে থাকে। যদিও এ ধরনের মূল্যায়নের সাহায্যেও শিক্ষার্থীর শিখনের দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতাদি প্রসঙ্গে তথ্যাদি পাওয়া যায়, তবু এর প্রধান লক্ষ্য হল কোনো বিষয় / বিষয়ের অংশবিশেষ পঠন-পাঠনের শেষে শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট গ্রেড বা মান দেওয়া। সুতরাং এ ধরনের মূল্যায়নের প্রধান ঝোঁক থাকে শিক্ষার্থী কতটুকু শিখতে পেরেছে তার ওপরে—কতটুকু পারেনি তার ওপরে নয়। এদিক থেকে দেখলে সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—

— দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে, মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।
— তুলনামূলকভাবে অনেকটা বিষয় পঠন-পাঠনের সঙ্গে এটা যুক্ত।
— শিক্ষার্থীর শিখনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় এ ধরনের মূল্যায়নে যাচাই করা হয় না— বস্তুতপক্ষে তা সম্ভবও নয়।
— এ জাতীয় মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর গ্রেড বা মান নির্ধারণ করা হয়।
— পঠন-পাঠনের শেষে এটা করা হয়—যখন পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া চলছে তখন নয়।

আবার প্রতিটি মূল্যায়নই একই সঙ্গে তাৎক্ষণিক বা গঠনধর্মী এবং সামগ্রিকও বটে। আবার প্রতিটি পাঠ-এককের শেষে যে মূল্যায়ন করা হয় তা অধ্যায় বা পাঠ-একক‌টির দিক থেকে সামগ্রিক। প্রকৃতপক্ষে যে মূল্যায়নের প্রাথমিক লক্ষ্য পরবর্তী পাঠদান পরিকল্পনা সংগঠন করা তাকে গঠনধর্মী বা তাৎক্ষণিক বলা যেতে পারে, আর কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথ সামর্থ্য অর্জনের দিক থেকে শিক্ষার্থীর শিখনের গ্রেড বা মান নির্ধারণ যে মূল্যায়নের লক্ষ্য তাকে সামগ্রিক বলা যায়।

যে-কোনো উত্তম পঠন-পাঠন কর্মসূচির ক্ষেত্রে উভয় ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থাই আবশ্যক। শিখন চলাকালীন মূল্যায়ন শিশুর শিখনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং পঠন-পাঠনের শেষে সামগ্রিক মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে নানারূপ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা হয়ে থাকে। সামগ্রিক মূল্যায়নের সাহায্যে জানা সম্ভব ইতিপূর্বে তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের ফলাফল দেখে যে-সকল সংশোধন ধর্মী পন্থা নেওয়া হয়েছিল সেগুলি যথার্থই শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করেছে কিনা। এর দ্বারা শিক্ষার্থী আত্মমূল্যায়ন এবং যথাযথ দিকে তার অগ্রগতি হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও কিছু দিক্ নির্দেশ পাওয়া যায়।

একটিমাত্র বার্ষিক / সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিবর্তে একাধিক সামগ্রিক মূল্যায়নের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে।

দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ, অভ্যাসাদির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ

এসব ক্ষেত্রে শিখন হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে জানা যেতে পারে; মৌখিক কৌশল অবলম্বন করেও শিক্ষার্থীদের আলোচনায় নিযুক্ত করে পুনরায় পর্যবেক্ষণের সুযোগ নেওয়া যায়। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেই এসব ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

আগ্রহ, অভ্যাসাদির ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় তাঁর পর্যবেক্ষণের পরিপূরক হিসাবে ঘটনার বিবরণপত্রও [Anecdotal Record] রাখতে পারেন। এই বিবরণপত্রে কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির বিবরণ থাকে, যা শিক্ষার্থীর আচরণের কোনোরূপ তাৎপর্যপূর্ণ দিকে ইঙ্গিত করে। এরূপ বিবরণপত্রে শিক্ষক মহাশয় পৃথকভাবে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন এবং ঘটনার বিশ্লেষণাদি লিখে রাখবেন। যে-কোনো সাদা কাগজেই এরূপ বিবরণপত্র রাখা যায়। ঘটনা পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই তা লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার। নিম্নে এরূপ বিবরণপত্রের একটি নমুনা দেওয়া হলো—

ঘটনার বিবরণপত্র

শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণী	তারিখ
উপলক্ষ' / স্থান	ঘটনার তথ্যমূলক বিবরণ— যা শিক্ষক মহাশয় দেখেছেন	শিক্ষক মহাশয়ের মন্তব্য

তারিখ — শিক্ষক মহাশয়ের স্বাক্ষর

বৌদ্ধিক বিষয়গুলির কৃতিত্ব পরিমাপের মত ঘন ঘন এগুলির মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। দৃষ্টিভঙ্গির সদর্থক বা নঞর্থক দৃষ্টান্ত, অভ্যাসের কাম্য বা অকাম্য নিদর্শন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত দেখা যায় না। তাছাড়া দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস ইত্যাদি গড়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সুতরাং এগুলির মূল্যায়ন ত্রৈমাসিক করলেই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।

মূল্যায়ন এবং মান নির্ধারণ

শিক্ষার্থীর শিখনের নিদর্শন সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ট নয়। সেগুলির যথাযথ গ্রেড বা মান নির্ধারণ করাও প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। দীর্ঘকাল ধরেই পরীক্ষা যেমন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, তেমনি পরীক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কতকগুলি নম্বর। মাত্র একটি নম্বরের এদিক-ওদিকে একটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বা অন্ধকার হয়ে যেতেও দেখা গেছে। কিন্তু আমরা কি আমাদের সিদ্ধান্তের শুদ্ধতা—১০০ নম্বরের মধ্যে কেন ৫৯ এবং ৬০ নয়, কিংবা ৬০ এবং ৫৯ নয়—সম্পর্কে সুনিশ্চিত অপরদিকে গ্রেড বা মান দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্ততঃ মানসিক গুণাবলীর মূল্যায়ন যে ঐ রকম সংক্ষিপ্ত নম্বরে দেওয়া সম্ভব নয় সে প্রসঙ্গে একটি সরল স্বীকারোক্তি আছে। তাছাড়া ৫৯ বা ৬০ দেবার মধ্যে যে ভুলের সম্ভাবনা আছে গ্রেড বা মান দেবার মধ্যে ততখানি ভুলের সম্ভাবনা নাই। আবার অঙ্কের ক্ষেত্রে ৬০ নম্বরের যা অর্থ ভাষা-র ক্ষেত্রে ৬০ নম্বরের সে অর্থ নয়—অর্থাৎ অঙ্কের ক্ষেত্রে ৬০ নম্বর কম হলেও ভাষার ক্ষেত্রে তা নয়। সুতরাং গ্রেড দেবার ফলে অন্ততপক্ষে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের স্তর শিক্ষার মূল্যায়ন সম্পর্কিত একটি নথি যা ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল তা পরিশিষ্ট 'খ' অংশে সন্নিবেশিত হলো।

(খ) নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা

(আটকে-না-রাখা নীতির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার সফল রূপায়ণ)

নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন বিষয়টি শিক্ষাব্যবস্থায় কোন নতুন কথা নয়। শিক্ষা-প্রয়াসের প্রধান তিনটি ভাগ হলো—(১) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে সারা বছর ধরে সুপরিকল্পিত অনুশীলন (২) অনুশীলনের অগ্রগতি ও দুর্বলতা যাচাই-এর জন্য পরিকল্পনা-মাফিক মূল্যায়ন (৩) মূল্যায়নের ফলে প্রাপ্ত দুর্বলতা সংশোধনের ব্যবস্থা করা। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সামর্থ্য ও আচার-আচরণের কাম্য, সুষম ও ধারাবাহিক বিকাশের জন্য শিক্ষার সমস্ত স্তরেই উপরিউক্ত ব্যবস্থাবলীর প্রয়োগ অপরিহার্য। শ্রেণীকক্ষে দৈনন্দিন পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের সময় শিক্ষক প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন ও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একে বলা হয় 'তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন'। প্রকৃতপক্ষে এই তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারপরই আসে সাময়িক মূল্যায়নের প্রশ্ন। বর্তমান কর্মশালায় সারা বছর ধরে সুপরিকল্পিত শিক্ষা-প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাৎসরিক সারণি তৈরি করা হয়েছে। সেই সারণিতে প্রতিটি একক অনুশীলনের পর একক-মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তার পরে পরেই সংশোধনী পাঠের কথা বলা হয়েছে। পাঠক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই ব্যবস্থাকে বলা যায় 'সাময়িক মূল্যায়ন' বা 'একক-মূল্যায়ন'। আর এইসব, ব্যবস্থার সম্মিলিত প্রয়োগের ধারণাই হলো নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নের ধারণার মর্মবস্তু।

পশ্চিমবাংলার বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নের এই ধারণা এক নতুন তাৎপর্য বহন করে। প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষককে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। এই হলো বর্তমান মানোন্নয়ন কর্মসূচির প্রাথমিক শর্ত।

বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হলে বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে হবে। ১৯৭৯ সালে গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে যে তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে তা হলো—

(১) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই প্রথম শিক্ষার পাঠক্রমকে কেবলমাত্র চিরাচরিত পঠন-পাঠননির্ভরতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভূতির সুষম বিকাশের স্বার্থে পাঠক্রমটিকে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) খেলাধূলা ও শরীরচর্চা।
(খ) উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ।
(গ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ।
(ঘ) পঠন-পাঠননির্ভর কাজ।

পরিকল্পনাকারীরা কেবলমাত্র কয়েকটি নাম সংযোজন করে কাজ সারেন নি। দৈনন্দিন অনুশীলনের ক্ষেত্রে এদের কোনটির গুরুত্ব কি হবে তাও ঐ দলিলে দিয়ে দিয়েছেন। দৈনন্দিন অনুশীলনের সময় বন্টন করে একটি নমুনা দিনপঞ্জী দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত চিহ্ন পাওয়া যায়।

ক্ষেত্র		দৈনিক মোট সময়ের শতাংশ
(ক)	খেলাধূলার ও শরীরচর্চা	১৬-২২%
(খ)	উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ	১৫-১৬%
(গ)	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ	১৬-১৭%
(ঘ)	পঠন-পাঠননির্ভর কাজ	৪৪-৫০%

একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে, পঠন-পাঠননির্ভর কাজের সঙ্গে অন্য তিনটি ক্ষেত্রের মোট গুরুত্বের অনুপাত প্রায় সমান সমান। নিচের দিকের শ্রেণীগুলিতে এই তিনটি ক্ষেত্রের গুরুত্ব বেশি।

(২) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষার শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতেই কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে।

একথা প্রশ্নাতীত যে, এই ব্যবস্থাবলী সর্বাংশে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাতত্ত্বসম্মত। স্বাধীনতার আগে ও পরে যে-কয়টি শিক্ষা-কমিশন ও কমিটির প্রতিবেদন বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ। সর্বশেষ যে কমিশনের বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ এই ব্যবস্থাবলীর প্রধান ভিত্তি তা "কোঠারি কমিশন, ১৯৬৪-৬৬" বলে খ্যাত এবং ভারত সরকারই নিজস্ব উদ্যোগে তা গঠন করেছিলেন।

উপরিউক্ত মৌলিক নীতিগুলির প্রথম ও তৃতীয়টি বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্নেই নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নের বিষয়টি নতুন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রথমেই দেখা যাক "চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষান্তে আটকে রাখা হবে না"—এই কথাটি বলার সময় পরিকল্পনাকারীদের বিবেচনায় কী কী বিষয় ছিল। এ কথাটি তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলেন এবং যথার্থভাবেই ধরে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং তাতে নিয়মিত পড়াশুনা পরিচালনার জন্য শিক্ষক মহাশয় নিযুক্ত আছেন, তখন সেখানে নিয়মিত পড়াশুনা হয় এবং হবে। আর তা যদি হয়, তবে সারা বছর নিয়মিত অনুশীলনের পর সাধারণভাবে কিছু শিক্ষার্থী কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু একবারে অনুপযুক্ত থাকবে এটা কি করে সম্ভব? তাঁরা স্থিরনিশ্চিত ছিলেন এবং শিক্ষাতাত্ত্বিক দিক থেকেও বিষয়টি সঠিক যে নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটা কাম্য স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এরই সমর্থনে তাঁদের চিন্তা-চেতনায় যে বিষয়গুলি ছিল সংক্ষেপে তা আলোচনা করা যাক—

(ক) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি হলো পাঁচ বছরের একটি অবিভাজ্য সুসংহত একক। পাঁচ বছর ধরে পরিকল্পনামতো নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের ফলে প্রাথমিক স্তরের শেষে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঈপ্সিত সামর্থ্য কতটুকু হবে তা তাঁরা ঐ দলিলে দিয়ে দিয়েছেন।

(খ) সাধারণতই একটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সময়ানুবর্তিতা ক্রম-ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখায় এগিয়ে যায় না। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন কোন শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ প্রথমদিকে বিলম্বিত হলেও পরে তা নতুন গতি পায় এবং সাধারণতই সে অবিলম্বে তার অগ্রবর্তী সতীর্থদের ধরে ফেলতে, কখনো কখনো ছাড়িয়ে যেতেও সমর্থ হয়। তাই সাধারণভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, পাঁচ বছর ধরে বিকাশের নানা গতি ও নানা স্তর পেরিয়ে বেশিরভাগ শিশুই প্রাথমিক স্তরের শেষ পর্যায়ে সেখানকার কাম্য সামর্থ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ বিষয়ে যে কোন ব্যতিক্রম থাকবে না তা কিন্তু তাঁরা মনে করেন না। তাই দেখতে পাই, "সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে"—বলে বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। 'তুমি অনুপযুক্ত রয়েছ তাই তুমি বাতিল হয়ে

গেলে'—পাঁচ বছরের আগে কোন স্তরেই তা বলা যাবে না। এখানেই শিক্ষকের দায়িত্বের প্রশ্নটি বড় করে দেখা দেয়; আর সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করার প্রয়োজনেই নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার কথা আসে।

(৩) শিক্ষাতত্ত্বের মতে প্রতিটি শিশুকে তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই মাঝপথে কোন এক সময়ে তাকে আটকে দিলে তার সেই ধারা ও গতি দুইই ব্যাহত হতে পারে।

(৪) নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করা যায় তবে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিকাশের ধারাটি অব্যাহত থাকবে। ফলে প্রতিটি শিশু শিক্ষাবর্ষান্তে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উপযুক্ত কাম্য সামর্থ্য অর্জনে অবশ্যই সমর্থ হবে এবং বৎসরান্তে সার্বিক পরীক্ষার নাম করে কিছু শিক্ষার্থীকে অনুপযুক্ত ঘোষণা করে আটকে রাখার প্রয়োজন দেখা দেবে না।

(৫) প্রতিটি সমাজ তার জীবনাদর্শ, বস্তুগত আশা-আকাঙক্ষা ইত্যাদি নানা দিক বিচার করে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে। তবে তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমে এমন সব বিষয় ও কর্মকাণ্ড অনুশীলনের ব্যবস্থা করে যার ফলে শিক্ষার্থীর বাস্তব কর্মপ্রয়াস এবং আচার-আচরণ সমাজ নির্ধারিত ঈপ্সিত পথে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং ঈপ্সিত পরিবর্তনই মূল লক্ষ্য, অধিক বিষয়বস্তুর চর্বিত-চর্বণ বা করণীয় কর্মকাণ্ডের যান্ত্রিক অনুকরণ নয়। পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ড এখানে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়মাত্র। তারা কখনই মূল লক্ষ্য নয়।

(৬) শিক্ষার সামগ্রিক দিকটি বিবেচনা করেই পরিকল্পনাকারীরা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে সাজিয়েছেন। তাই বৌদ্ধিক বিকাশের পাশাপাশি তারা শিক্ষার্থীর অন্যান্য ক্ষেত্রে সামর্থ্যের বিকাশের কথাটি সমান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নের বিষয়টি দেখতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথাটি স্পষ্ট যে, বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির মৌলিক নীতিগুলি যদি সার্থক করতে হয়, তবে নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার সফল প্রয়োগই একমাত্র উপায়।

প্রসঙ্গত প্রথমেই প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ধারণার মধ্যেকার পার্থক্যটি বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ তাহলে এতদিনের অভ্যাসের রেশ বারেবারে এসে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের সঠিক প্রয়োগকে ব্যাহত করবে। দেখা যাবে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন নামের আড়ালে পুরোনো পদ্ধতির পরীক্ষা-ব্যবস্থা চলে আসছে।

প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় ছিল, বিষয় পঠন-পাঠনের কাজে বেশ কিছু অগ্রগতি হলে তখন সেই অধীত অংশের উপর সার্বিকভাবে একটি মূল্যায়ন করা হতো। আর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অগ্রগতির পরিমাপ করা। এর জন্য সাধারণত বছরের মাঝে একবার বা দু'বার পরীক্ষা নেওয়া হতো এবং বছরের শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া

হতো। বার্ষিক পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য থাকতো শিক্ষার্থীর পাশ-ফেল নিরূপণ করা। দেখা যেতো যে-শিক্ষার্থী সমস্ত বিষয়ে পাশ নম্বর ৩০ বা ৩৪ পেয়েছে সে উপরের শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত বলে ঘোষিত হলো। অথচ যে-শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল নম্বর পেয়েছে অথচ এক বা একাধিক বিষয়ে পাশ নম্বরের চেয়ে এক বা দু'নম্বর কম পেয়েছে তাকে ফেল বলে সেই শ্রেণীতেই আটকে রাখা হলো। এই বিষয়টি শিক্ষাতত্ত্ব বিরোধী।

প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার আরো একটি ত্রুটি হলো, এতে শিক্ষার্থীর দুর্বলতার কোন দায়-দায়িত্ব শিক্ষক গ্রহণ করেন না। তিনি শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ করে পাশ অথবা ফেল বলে ঘোষণা করে তাঁর দায়িত্ব সমাধা করেন।

প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার আরো একটি বড় ত্রুটি হলো—পাঠ্যসূচির সমস্ত বা বৃহদংশের উপর পরীক্ষা নেওয়া হয় বলে এখানে প্রতিটি বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য বিচারের সুযোগ থাকে না। মোটামুটি বড় বড় প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মুখ্যত মুখস্থ বিদ্যার ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ধারণাটি এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রথমত, নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য পাশ-ফেল বলে চিহ্নিত করা নয়। এর অন্তর্গত তাৎক্ষণিক মূল্যায়ণে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও যৌথ দুর্বলতা চিহ্নিত করে তার তাৎক্ষণিক সংশোধন করেন। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের অপর গুরুত্বপূর্ণ কৃৎকৌশল হলো একক-মূল্যায়ন। এখানেও এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও যৌথ দুর্বলতা নিরূপণ করার কাজটিই করেন।

দ্বিতীয়ত, একক-মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও যৌথ দুর্বলতা দূর করার জন্য সংশোধনী ব্যবস্থা করা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যতক্ষণ পর্যন্ত না চিহ্নিত দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ততক্ষণ একক-মূল্যায়নের কাজ শেষ হয় না।

তৃতীয়ত, তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের কথা বাদ দিলেও একক-মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয় পাঠ্যসূচির একটি ছোট অংশ অর্থাৎ একটি এককের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে। ফলে পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য বিকাশের যাচাই করা সম্ভব হয়।

চতুর্থত, বর্তমান পাঠক্রম পঠন-পাঠননির্ভর কাজ ছাড়াও অপর যে তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে তার উপর একক-মূল্যায়ন প্রয়োগ করা নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান কর্মশালায় প্রতিটি শ্রেণীর প্রতিটি পর্যায়ে বিষয় ও করণীয় কর্মকাণ্ডকে একক, উপ-এককে ভাগ করে সারা বছর ধরে অনুশীলনের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি একক অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সামর্থ্যের বিকাশ কিভাবে হবে তারও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই দু'রকম বিশ্লেষণই হবে সারা বছর ধরে নিয়মিত অনুশীলন ও নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নের মূল ভিত্তি।

এই প্রসঙ্গে একক-মূল্যায়নের পর সংশোধনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। শিক্ষক মহাশয়দের মনে প্রায়ই এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, প্রতিটি একক-মূল্যায়নের পর শিক্ষার্থীদের

ব্যক্তিগত ও যৌথ দুর্বলতা চিহ্নিত করে সকল সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ কি সম্ভব ? সে তো এক বিরাট জটিল ব্যাপার। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে বিষয়টি যত জটিল মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কারণ পরিকল্পনামতো অনুশীলনকে সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের আলোকে পরিচালনা করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যেই আগ্রহ সৃষ্টি ইত্যাদি সামর্থ্যগুলির বিকাশ ঘটেছে। সেক্ষেত্রে এইসব অংশের জন্য বিশেষ কোন সংশোধনী ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। সাধারণত পঠন-পাঠননির্ভর কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ-সামর্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ইত্যাদি উন্নততর সামর্থ্যের জন্য সংশোধনী ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের আলোকে অনুশীলনের ব্যবস্থাপনা এই ক্ষেত্রে অবশ্যকরণীয় পূর্বশর্ত।

(গ) মূল্যায়নের কৃৎকৌশল ঃ একক পাঠ পরিকল্পনা

সমস্ত প্রকার শিক্ষাই পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নত ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। পাঠ-এককগুলি সেই ধারার এক একটি ধাপ। কোন উঁচু জায়গায় উঠতে গেলে যেমন সিঁড়ির এক একটি ধাপ পেরিয়ে যেতে হয়, তেমনি শিক্ষার অগ্রগতিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে এক একটি পাঠ-একক আয়ত্ত করে এগিয়ে যেতে হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি পাঠ-এককের সফল অনুশীলন পরবর্তী পাঠ-একক অনুশীলনের প্রাথমিক শর্ত। তাই প্রতিটি পাঠ-একক অনুশীলনের পরই দেখে নেওয়া প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মধ্যে কাম্য সামর্থ্যগুলির সফল বিকাশ ঘটেছে কিনা। একক-মূল্যায়ন হলো এই কাজের প্রধান হাতিয়ার। মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ধরা পড়লে তার জন্য সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করে তার পরবর্তী পাঠ-একক শুরু করা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুশীলনের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির পথে একক-মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

একক-মূল্যায়নের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সফলভাবে একক-মূল্যায়ন করতে হলে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি নিম্নরূপে তালিকাবদ্ধ করা যায়।

(১) একক-মূল্যায়ন প্রধানতই একটি নির্দিষ্ট পাঠ-এককের বিষয়বস্তুর পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(২) কোন একটি পাঠ-একক পড়ানো শেষ হওয়ার পরে পরেই একক-মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয়। তাই এখানে শিক্ষার্থীদের আলাদা করে প্রস্তুতির জন্য সময় দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

(৩) যেহেতু সীমাবদ্ধ বিষয়বস্তুর পরিসরের মধ্যে এই মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয়, তাই বিষয়বস্তুর সমস্ত খুঁটিনাটি অংশকেও মূল্যায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়।

(৪) একক-মূল্যায়ন চরিত্রের দিক থেকে দুর্বলতা নির্ণায়ক। এর ফলাফল বিশ্লেষণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও যৌথ এই উভয়বিধ দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারেন। পরে সেইমতো সংশোধনী অনুশীলনের মাধ্যমে সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে

শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীদের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়।

(৫) একক-মূল্যায়ন শুধু শিক্ষার্থীর মূল্যায়নই করে না; শিখন-শেখানো পদ্ধতি, পঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ড ইত্যাদিতে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তবে তাও এই মূল্যায়নের ফলে ধরা পড়ে; তখন প্রয়োজনীয় সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এইভাবে একক-মূল্যায়ন শিক্ষার ও গুণগত মানোন্নয়ন কর্মসূচিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। আগেই বলা হয়েছে যে, সামর্থ্যভিত্তিক একক-বিশ্লেষণের বিস্তৃত বিবরণই হলো একক-মূল্যায়নের মূল ভিত্তি। কারণ সেই বিবরণ থেকেই জানা যায় একটি এককের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপ-একক অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে কী কী সামর্থ্য কতটুকু বিকশিত হতে পারে। তাই একক-মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন-একক তৈরি করা সময় ঐ বিবরণের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য।

একটি একক-মূল্যায়নপত্র তৈরি করার জন্য যে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয় তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

(১) এককটির গুরুত্ব, মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্তব্য সময় এবং মূল্যায়নের পদ্ধতি বিবেচনা করে একক-মূল্যায়ন পত্রের মোট নম্বর কত ধরা হবে তা প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে।

(২) উপরিউক্ত মোট নম্বরকে তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভাজন করে একটি ত্রৈমাত্রিক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে তিনটি হলো—

(ক) উপ-এককগুলির গুরুত্ব অনুসারে সেই মোট নম্বর তাদের মধ্যে বিভাজন করতে হবে।

(খ) একক ও উপ-এককের সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণটি সামনে রেখে প্রতিটি উপ-এককের জন্য নির্ধারিত নম্বরকে সামর্থ্যভিত্তিক বিভাজন করতে হবে।

(গ) প্রতিটি উপ-এককের জন্য নির্ধারিত সামর্থ্যভিত্তিক নম্বরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

(৩) এইবার খসড়া পরিকল্পনা অনুসারে এক একটি প্রশ্ন-একক তৈরি করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্ন-একক তৈরি করার সময় তার সঙ্গে আদর্শ উত্তরটিও তৈরি করতে হবে এবং উত্তরের কোন অংশের জন্য কি মূল্যমান ধার্য করা প্রয়োজন তারও উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্ন-একক তৈরি করার সময় তার কাঠিন্যের মাত্রা সম্পর্কেও একটি বিশ্লেষণ যোগ করলে ভাল হয়।

(৪) সর্বশেষে প্রশ্নকর্তা পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসারে প্রশ্ন-এককগুলি সাজিয়ে গোটা একক-প্রশ্নপত্রটি তৈরি করবেন এবং প্রশ্নপত্রের প্রথমেই উত্তরদান সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে দেবেন।

নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নম্বর বিভাজন এবং তার ভিত্তিতে তৈরি ত্রৈমাত্রিক খসড়া পরিকল্পনার একটি নমুনা দেওয়া হলো।

একক মূল্যায়নপত্রের খসড়া পরিকল্পনা

শ্রেণী : দ্বিতীয় বিষয় : গণিত একক : গুণ-ভাগ নম্বর : ২০ সময় : ৩২ মিনিট

উপ-একক অনুসারে নম্বর বিভাজন		সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন				প্রশ্নের ধরন অনুসারে নম্বর বিভাজন			
উপ-এককের সংখ্যা ও বিবরণ	নম্বর	জ্ঞান-মূলক	বোধ-মূলক	প্রয়োগ-মূলক	দক্ষতা-মূলক	নৈঃ	অঃ সঃ উঃ	সঃ উঃ	রঃ ধঃ
ক উপ-একক	৪	৩	১			১+১+০+০	২+০+০+০		
খ উপ-একক	৮	২	৪	২		১+১+০+০	১+১+০+০	০+২+২+০	
গ উপ-একক	৮	২	৪	২				২+০+২+০	০+৪+০+০
মোট	২০	৭	৯	৪		৪	৪	৮	৪
শতকরা	১০০%	৩৫%	৪৫%	২০%		২০%	২০%	৪০%	২০%
সময়						৬	৬	১২	৮

	প্রশ্নের সংখ্যা	মূল্যমান
নৈঃ = নৈর্ব্যক্তিক	৪	৪
অঃ সঃ উঃ = অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	৪	৪
সঃ উঃ = সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	৪	৮
রঃ ধঃ = রচনাধর্মী	১	৪

এইবার পরিকল্পনা অনুসারে এক একটি প্রশ্ন-একক তৈরি করতে হবে। পূর্ববর্তী আলোচনায় যে-সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিটি প্রশ্ন-এককে থাকবে। উপরন্তু প্রশ্ন-এককের সংক্ষিপ্ত উত্তর ও সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বন্টনের ইঙ্গিতও সন্নিবিষ্ট করতে হবে। প্রশ্ন-একক তৈরি করার একটি নমুনা ছক নিচে দেওয়া হলো।

প্রশ্ন-একক পত্র

(প্রথম পৃষ্ঠা)

একক ঃ

বিষয় ঃ

উপ-একক ঃ

সামর্থ্য ঃ জ্ঞান/ বোধ/প্রয়োগ/দক্ষতা

নম্বর ঃ

অভিব্যক্তিজ্ঞান লক্ষণ ঃ————

সম্ভাব্য সময় ঃ

প্রশ্নের ধরন ঃ নৈ/অঃ সঃ উঃ/সঃ উঃ/রঃ ধঃ

সম্ভাব্য কাঠিন্য মাত্রা ঃ কঠিন/সাধারণ/সহজ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

একক-প্রশ্ন-পত্রে অবসানের স্থানের নং	শিক্ষণ-সামর্থ্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য উত্তর*	প্রতিটি সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন	মোট নম্বর

(১) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কেবল উত্তরটি দিতে হবে। (২) অঃ সঃ উঃ ও সঃ উঃ-ধর্মী প্রশ্নের সম্ভাব্য সম্পূর্ণ সমাধান দিতে হবে। (৩) রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরের রূপরেখা দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর সাফল্য ও শিখন-শেখানো ব্যবস্থার অগ্রগতির পরিমাপের ক্ষেত্রে একক-মূল্যায়নের বিশেষ গুরুত্ব ছাড়াও "শিক্ষা-প্রয়াসের" সার্বিক গুণগত মানোন্নয়ন ও সাফল্যের ক্ষেত্রে এর একটি অনন্য ভূমিকা রয়েছে। এ সম্পর্কে সাধারণভাবে কয়েকটি দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

(১) যেহেতু একটি পাঠ-একক অনুশীলন শেষ হওয়ার পরে পরেই একক-মূল্যায়ন প্রয়োগ করা হয়, তাই এর ফলাফল শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিখন-শেখানোর অন্যান্য দিকগুলির মূল্যায়নেও সাহায্য করে, যেমন, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, পাঠনীয় বিষয়বস্তু ও করণীয় কর্মকাণ্ডের বিন্যাস ইত্যাদির মূল্যায়নও একক-মূল্যায়নের প্রয়োগ ও তার ফলাফল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। তখন সেইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করা সহজ হয়।

(২) ছোট পরিসরের বিষয়বস্তুর সমস্ত দিক আবৃত করে প্রশ্ন করা হয় বলে শিক্ষার্থীগণ বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি বিচার-বিবেচনার জন্য তার গভীরে গিয়ে অনুশীলন করতে উৎসাহী হয়। বাৎসরিক পাঠ্যসূচির সব কয়টি একক এমনিভাবে অনুশীলন ও মূল্যায়ন করে এগিয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের আংশিক বিকাশের সম্ভাবনা থাকবে না।

(৩) কোন কোন শিক্ষাবিদ যথার্থভাবেই মন্তব্য করেন যে-কোন একটি পাঠ-একক অনুশীলন শুরু করার আগেই একক-মূল্যায়নের একটি সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে নিলে শিখন-শেখানোর মান উন্নত হতে বাধ্য। কারণ সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ-একক বিশ্লেষণের পর তাকে ভিত্তি করে একক-মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করতে গিয়ে দেখা যায় পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে কোন কোন অংশে ত্রুটি থাকায় সেইসব অংশের সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন সম্ভব হচ্ছে না। তখন সেইসব অংশের সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেওয়া যায়। ফলে সংশোধিত বিশ্লেষণ স্বভাবতই উন্নততর অনুশীলনের সহায়ক হয়।

(৪) পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক স্তরে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থীকে বৎসরান্তে একই শ্রেণীতে "আটকে-না-রাখার" নীতি প্রচলিত হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক স্তরে "একক-মূল্যায়ন" আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাম্য সামর্থ্য বিকাশের ধারা অব্যাহত ও সুনিশ্চিত করাই হলো "আটকে-না-রাখার" নীতির সফল রূপায়ণের অন্যতম প্রধান শর্ত। আর নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের প্রধান হাতিয়ার হলো "একক-মূল্যায়ন"। একক-মূল্যায়ন প্রয়োগ করার পদ্ধতি-প্রকরণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পরিকাঠামো ও বিভিন্ন সুবিধা-সুযোগ অনুসারে নমনীয় হবে এটাই স্বাভাবিক। তবু এ সম্বন্ধে কয়েকটি সম্ভাব্য ব্যবস্থার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো —

(১) পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে প্রচলিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পঠন-পাঠননির্ভর কাজের সংগে অন্য তিনটি ক্ষেত্রের কাজকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাই এইসব ক্ষেত্রে যেমন একক, উপ-একক বিভাজন করে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে, তেমনি এদের জন্য একক-মূল্যায়নের ব্যবস্থাও সমানভাবে করতে হবে।

(২) পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সংশ্লিষ্ট এককের পরিপ্রেক্ষিতে একক-মূল্যায়ন কখনো মৌখিক, কখনো লিখিত, কখনো বা উভয়বিধ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের মধ্যে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

(৩) একক-মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত মোট নম্বর স্থির করার সময় সংশ্লিষ্ট এককটির ক্ষেত্র (পঠন-পাঠন নির্ভর বা অন্যান্য), বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রভৃতি নানাদিক বিচার করতে হবে। সাধারণত ১০ থেকে ২০-এর মধ্যেই তা থাকলে ভাল হয়।

(৪) প্রতি ক্ষেত্রেই একক-মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ডভুক্ত করতে হবে এবং বছরে অন্তত তিনবার অভিভাবকদের জানাতে হবে।

(৫) একক-মূল্যায়নের পরে পরেই যদি তার ফলাফল বিশ্লেষণ করে সংশোধনী পাঠ দেওয়া না হয় তবে একক-মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উপরিউক্ত আলোচনায় একক-মূল্যায়নের যে-সকল কৃৎকৌশল আলোচিত হয়েছে তা পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে সর্বাংশে প্রযোজ্য। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ ছাড়াও অন্য আরো তিনটি ক্ষেত্র সমান গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ অবস্থায় এইসব ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের প্রশ্নটি ও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বর্তমান কর্মশালায় বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনায় এইসব ক্ষেত্রের বিষয়গুলিকেও একক, উপ-এককে বিভাজন করে সময়ভিত্তিক অনুশীলনের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। সেই বিভাজন অনুসারে এদের জন্যও একক-মূল্যায়নের কলাকৌশল তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের বেলায় কাম্য সামর্থ্যগুলিকে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ ও দক্ষতারূপে নামকরণ করে তাদের অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এই তিনটি ক্ষেত্রে সামর্থ্যগুলির নাম ও অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ আলাদা হবে। দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে যে, পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ প্রশ্ন-এককের সাহায্যে লিখিত বা মৌখিক বা উভয়বিধ উপায়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্ভব। কিন্তু এই তিনটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে তারা যখন কাজে নিযুক্ত থাকবে। তখন পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সামর্থ্যজ্ঞাপক লক্ষণগুলি মিলিয়ে দেখতে হবে। তাই এইসব ক্ষেত্রে যেমন একক-মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ে যথারীতি মূল্যায়ন অনুষ্ঠান করতে হবে, আবার সারা বছর ধরে তাদের কাজের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার রিপোর্টও রাখা প্রয়োজন হবে। আর রিপোর্ট তৈরি হবে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের মিলিত সহযোগিতায়। পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের বেলায় মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের কৃৎকৌশল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই তিনটি ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। এখানে কর্মরত শিক্ষার্থীর কাজের মধ্যে কাম্য সামর্থ্যের লক্ষণগুলি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিরূপণ করতে হবে। আর তা করতে হবে সারা বছর ধরে। অবশ্য বাৎসরিক পরিকল্পনামতো নির্ধারিত সময়ে একক-মূল্যায়নের কাজটিও করতে হবে। তার জন্য একটি কর্মপ্রকল্পের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিযুক্ত করতে হবে।

এই তিনটি ক্ষেত্রে মূল্যায়নের প্রধান কৃৎকৌশল হলো "পর্যবেক্ষণ"। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক তৈরি নানা দ্রব্যসামগ্রী এবং সময় সময় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও মূল্যায়ন করতে হবে।

"পর্যবেক্ষণ" কথাটির সাধারণ অর্থ হলো 'দেখা'। কিন্তু এখানে তার অর্থ হবে উপরিউক্ত সামর্থ্যের লক্ষণগুলি সামনে রেখে কর্মরত শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করা। উক্ত লক্ষণগুলি তার মধ্যে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিরূপণ করা। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, এই পর্যবেক্ষণ হতে হবে যথার্থ অর্থে বাস্তবানুগ, অর্থাৎ শিক্ষকের ব্যক্তিগত একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি বিবর্জিত।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন-একক প্রকরণের কৃৎকৌশল এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি

পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভার। শিখন-শেখানো পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তবে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নের সঠিক প্রণয়ন এবং সুসমঞ্জস ব্যবহারই এই প্রশ্নকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমুখী করে তুলতে পারে।

প্রকৃতি এবং গঠনের দিক থেকে আমরা সাধারণত প্রশ্নকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। "স্বাধীন উত্তরধর্মী" (Free response) প্রশ্ন এবং "সীমাবদ্ধ উত্তরধর্মী" (Fixed response) প্রশ্ন। স্বাধীন উত্তরধর্মী প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় উত্তরদাতা স্বাধীনভাবে তাঁর উত্তর দেবার সুযোগ পান। এই উত্তর অবশ্য সঠিক হতেও পারে, নাও পারে। আবার পরীক্ষকও স্বাধীনভাবে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নম্বর দিতে পারেন। কিন্তু সীমাবদ্ধ উত্তরধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ সীমাবদ্ধ উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলির গুণাবলী বিচার করলে এগুলিকে বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক। এ ধরনের প্রশ্নগুলো উত্তরদাতার দিক থেকেও যেই হোক না কেন উত্তরদাতাকে নির্দিষ্ট কিছু উত্তরের মধ্যেই এক একটি উত্তর দিতে হয়; আবার পরীক্ষকও যেই হোন না কেন তাঁকে নির্দিষ্ট উত্তরের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নম্বরই দিতে হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলি আবার অনেক ধরনের হতে পারে। যেমন হ্যাঁ/না বা সত্য/মিথ্যা ধরনের উত্তরযুক্ত প্রশ্ন বহু-পছন্দের উত্তরযুক্ত প্রশ্ন, দুটি স্তম্ভের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করানোর প্রশ্ন ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক স্বাধীন উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলো কেমন হতে পারে। এই প্রশ্নগুলির মধ্যে আছে রচনাধর্মী প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন এবং অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন। এদের ক্ষেত্রে যেহেতু পরীক্ষার্থী স্বাধীনভাবে নিজস্ব ভাষায় উত্তর দিতে পারে তাই এদের স্বাধীন উত্তরধর্মী প্রশ্ন বলা হয়। এই ক্ষেত্রে পরীক্ষকের নম্বর দেওয়ার স্বাধীনতাটুকুও স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। অবশ্য এইসব প্রশ্নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের নির্বিচার স্বাধীনতা কি করে রোধ করে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যায় তা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

এবারে বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন কিভাবে তৈরি করতে হবে সে আলোচনায় আসা যাক। প্রথমেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। যদিও বিভিন্ন প্রকারের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে তবুও সমস্ত ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দোষগুলি যতদূর সম্ভব দূর করে যে ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কথা ভাবা যায় তা হলো 'বহু-পছন্দের উত্তরযুক্ত প্রশ্ন'। এই বহু-পছন্দের উত্তরযুক্ত প্রশ্নই আমাদের উদ্দেশ্যসাধন করার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তাই শুধুমাত্র এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তৈরির কৃৎকৌশল আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমেই একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক।

বিষয় ঃ ইতিহাস　　শ্রেণী ঃ চতুর্থ　　একক ঃ　দেশে দেশে জ্ঞানী গুণী মানুষের কথা

সামর্থ্য ঃ জ্ঞান/বোধ/প্রয়োগ/দক্ষতা　　উপ-একক ঃ　ঐ
অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণ ঃ স্মরণ করা　　নম্বর ঃ　১
প্রশ্নের ধরন ঃ নৈঃ/অঃ সঃ উঃ/সঃ উঃ/রঃ থঃ　　সময় ঃ　১$\frac{১}{২}$ মিঃ

সম্ভাব্য কাঠিন্য মাত্রা ঃ কঠিন/সাধারণ/সহজ

"তিন বছর লেখাপড়া করলে ভাল না হয়ে কেউ পারে না"

এই কথাটি বলেছিলেন
(ক) গৌতম বুদ্ধ
(খ) সক্রেটিস
(গ) কনফুসিয়াস
(ঘ) মহাবীর

সঠিক উত্তর ঃ (গ)

উপরের প্রশ্নটি একটি বহু-পছন্দের উত্তরযুক্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন। এই ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সাধারণত দুটো অংশ থাকে। একটি কাণ্ডাংশ অপরটি উত্তরাংশ। উপরের প্রশ্নে "তিন বছর——————বলেছিলেন" অংশটি কাণ্ডাংশ।

উক্ত প্রশ্নটির কাণ্ডাংশটি বাদ দিলে অবশিষ্ট সমস্ত অংশই উত্তরাংশ। ৩, ৪, ৫, বা ততোধিক উত্তর দেওয়া থাকতে পারে। এই প্রদত্ত উত্তরের সংখ্যা যত বেশি হবে তত উত্তরদাতার আন্দাজে সঠিক উত্তর দেওয়ার সুযোগ কমে যাবে। তবে এই উত্তরগুলো এমন হওয়া দরকার যাতে এই উত্তরগুলির মধ্যে একটিমাত্র উত্তরই সঠিক থাকে। যে উত্তরগুলি সঠিক নয় সেগুলো নির্বাচনই প্রশ্নকর্তার কাছে সব থেকে জটিল বিষয়। ভুল উত্তরগুলি কিন্তু যা খুশি বসিয়ে দিলে তা থেকে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। বরং

প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানা সত্ত্বেও উত্তরদাতার পক্ষে সঠিক উত্তর বেছে নেবার সুবিধা হবে। প্রতিটি ভুল উত্তর ঠিক করার সময় প্রশ্নকর্তাকে চিন্তা করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেবার সময় ছাত্ররা কি ধরনের ভুল করতে পারে। প্রতিটি সম্ভাব্য ভুল ধারণা থেকে ছাত্ররা যে ভুল উত্তরটি পেতে পারে সেগুলিই হবে প্রশ্নের এক একটি ভুল উত্তর। কারণ আমাদের এই একক প্রশ্নপত্রের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ছাত্ররা কতটুকু জানে তা নির্ণয় করা নয়। যে-সমস্ত ছাত্ররা ভুল করল তারা কি ভুল করল, কেন ভুল করল তা খুঁজে দেখা এবং তার সেই ভুল সংশোধন করার ব্যবস্থা করা এক অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই এ ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরাংশের ভুল উত্তরগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির সঠিক নির্বাচনের উপরই প্রশ্নের সার্থকতা নির্ভর করছে। অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে উত্তরাংশে চারটি উত্তর পছন্দ করাই ভাল। তাই এখানে উদাহরণের উত্তরাংশে চারটি পছন্দের উত্তরই দেওয়া হয়েছে। এবারে আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

বিষয় ঃ গণিত শ্রেণী ঃ চতুর্থ একক ঃ বিভিন্ন এককাবলীর সম্পর্ক

সামর্থ্য ঃ জ্ঞান/বোধ/প্রয়োগ/দক্ষতা

অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণ ঃ স্মরণ করা নম্বর ঃ ১

প্রশ্নের ধরন ঃ নৈঃ/অঃ সঃ উঃ/সঃ উঃ/রঃ ধঃ সময় ১১/২ মিঃ

সম্ভাব্য কাঠিন্য মাত্রা ঃ কঠিন/সাধারণ/সহজ

এক কিলোমিটার এক ডেকামিটারের

(ক) ১০ গুণ

(খ) ১০০ গুণ

(গ) ১০০০ গুণ

(ঘ) ১০০০০ গুণ

সঠিক উত্তর ঃ (ঘ)

উপরের প্রশ্নটিতে “এক কিলোমিটার এক ডেকামিটারের” অংশটি প্রশ্নটির কাণ্ডাংশ। কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ বাক্য। উত্তরাংশে যে সম্ভাব্য উত্তর রয়েছে তা যোগ করলেই বাক্যটি সম্পূর্ণ হবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কাণ্ডাংশ লেখার সময় নিম্নের কথাগুলি অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

(ক) কাণ্ডাংশে পড়ার অংশ যাতে কম হয় সেজন্য শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অংশগুলিই রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ভাষা প্রশ্নে থাকবে না।

(খ) কাণ্ডাংশের ভাষা এমন হবে যাতে একবার পড়লেই ছাত্রছাত্রীরা (যে শ্রেণীর জন্য তৈরি সেই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা) বুঝতে পারবে কি দেওয়া আছে এবং কি নির্ণয় করতে হবে ; অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি (যদি সঠিক জ্ঞান এবং ধারণা বা দক্ষতা থাকে) নির্ণয় করতে পারবে।

(গ) অর্থের দিক দিয়ে কাণ্ডাংশ সম্পূর্ণ হবে ; যদিও বাক্যের দিক থেকে তা সম্পূর্ণ হতে পারে, আবার অসম্পূর্ণও হতে পারে। তবে অসম্পূর্ণ বাক্যে কাণ্ডাংশ তৈরি হলে, উত্তরাংশের যে-কোন উত্তর এই কাণ্ডাংশের সাথে যুক্ত হলে যাতে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয় সেদিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।

আর এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরাংশ লেখার সময় যে বিষয়গুলির দিকে নজর রাখতে হবে সেগুলি হলোঃ—

(ক) একটি মাত্রই শুদ্ধ উত্তর থাকবে।

(খ) ভুল উত্তরগুলি নির্বাচনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের এক বা একাধিক সম্ভাব্য ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ভুল উত্তরগুলি নিতে হবে।

(গ) সবসময় নজর রাখতে হবে যেন উত্তরাংশে পড়ার অংশটি যতটা সম্ভব কম হয়।

(ঘ) উত্তরাংশে 'কোনটিও ঠিক না' বা 'সব কটিই ঠিক' এ ধরনের কোন উত্তর রাখা আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাই বর্জন করা উচিত।

(ঙ) সমস্ত উত্তরগুলিকে গঠনের দিক থেকে যতটা সম্ভব এক রকম করার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য এই রীতি বজায় রাখতে গিয়ে আন্দাজের উপর কোন উত্তর দেওয়া চলবে না। সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, সমস্ত ভুল উত্তরগুলিই কোন না কোন ভুল ধারণা থেকে আসে।

'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর হয় এমন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কখনো ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

এবারে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। এ ধরনের প্রশ্নগুলো সাধারণত একটি শব্দ বা বাক্যাংশ দিয়ে উত্তর করতে হয়। কিন্তু এই শব্দ বা বাক্যাংশ উত্তরদাতা তার নিজের ইচ্ছামত লিখতে পারে। সাধারণত 'শূন্যস্থান পূরণ' এই ধরনের প্রশ্ন। অনেক সময় এই শূন্যস্থান পূরণ ধরনের প্রশ্নকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বলে মনে হয়। কিন্তু এখানে উত্তরদাতা উত্তর দেওয়ার দিক থেকে যেমন বিভিন্ন ধরনের উত্তর নিজের ইচ্ছামত দিতে পারে তেমনি অন্যদিকে পরীক্ষকদের নম্বর দেবার দিক থেকেও তেমনি বিভিন্নতা হতে পারে। অবশ্য এই বিভিন্নতা রচনাধর্মী বা সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের মত ব্যাপক সম্ভাবনা খুবই কম। আর সেজন্যই অনেক সময় এ ধরনের প্রশ্নকে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র নেই। এ ধরনের প্রশ্ন প্রণয়নের সময় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, শূন্যস্থানে যেন একাধিক পদ বা রাশি বসিয়ে সঠিক উত্তর না পাওয়া যায়। তাহলে অন্তত পরীক্ষকের দিক থেকে এইসব প্রশ্নের কিছুটা

নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র বজায় থাকবে। পরের পাতায় অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ

বিষয় ঃ ভূগোল শ্রেণী একক ঃ

সামর্থ্য ঃ জ্ঞান/বোধ/প্রয়োগ/দক্ষতা নম্বর ঃ ১

অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণঃ সময় ঃ ১$\frac{১}{২}$ মিঃ

প্রশ্নের ধরন ঃ নৈঃ/অঃ সঃ উঃ/সঃ উঃ/রঃ ধঃ

সম্ভাব্য কাঠিন্য মাত্রা ঃ কঠিন/সাধারণ/সহজ

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

কাপ, প্লেট, কেটলি ইত্যাদি-----------দিয়ে তৈরি হয়।

সম্ভাব্য সঠিক উত্তর ঃ চীনামাটি এ্যালুমিনিয়াম অথবা স্টেনলেস স্টীল

এ ধরনের প্রশ্ন থেকে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল করতে হলে সমস্ত ভুল উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে ঠিক করতে হবে যে, কেন ছাত্র উত্তরটি ভুল করল। এই কাজটি একটু জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। তবে ভুল উত্তরটি করার কারণ অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে এবং পরবর্তীকালে সেই ভুলের জন্য সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশোধনী পাঠের পূর্বে সমস্ত একক-অভীক্ষার উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে সমস্ত এককের বিভিন্ন মূল ধারণাগুলো সনাক্ত করে নিতে হবে। এরপর ঐ ভুল ধারণাগুলো সংশোধনের জন্য সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সংশোধনী পাঠ একক-অভীক্ষা প্রয়োগের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম।

এবারে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের কথা আলোচনা করা যাক্। এই দু'প্রকার প্রশ্নের মধ্যে কিছু মিল আছে। রচনাধর্মী প্রশ্নের যে সমস্ত গুণাবলী আছে সেগুলির প্রায় সমস্তগুলোই সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নে বিদ্যমান। এছাড়া সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে তুলনামূলকভাবে কম সময় লাগে এবং একই নম্বরে তুলনামূলকভাবে রচনাধর্মী প্রশ্ন থেকে বেশি বিষয় বস্তুসাপেক্ষ উদ্দেশ্যগুলি যাচাই করা যায়। উভয় প্রকারে প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রভাব থাকার জন্য এবং স্বাধীনভাবে উত্তর দেবার অধিকার থাকার জন্য, স্বাধীনভাবে কোন সমস্যা সমাধানের সম্পূর্ণ দিকগুলো যাচাই করা সম্ভব হয়। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে এটা যাচাই করা সম্ভব হয় না। আবার দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যগুলো যেমন, বৈজ্ঞানিক চিত্র অঙ্কন, জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন, মানচিত্র অঙ্কন, লেখচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সাহায্যে যাচাই করা সম্ভব হয় না। অথচ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী বা রচনাধর্মী এই উভয়প্রকার প্রশ্নের মাধ্যমেই এগুলি যাচাই করা যায়। তথাপি এই উভয় ধরনের প্রশ্নের উত্তরের নম্বর দানের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত প্রভাব কাজ করে তা বিশেষভাবে কমাতে না পারলে কোন কিছুই যাচাই করা সম্ভব হবে না। তাই সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী এবং রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরের মূল্যমান নির্ধারণ করে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মেজাজ, ইচ্ছা প্রভৃতির প্রভাব

কমানোর চেষ্টা করা হয়। মূল্যমান নির্ধারণ করা থাকলে সমস্ত পরীক্ষকই সেই নির্দেশ অনুযায়ী নম্বর দিতে বাধ্য হন। ফলে ব্যক্তিগত প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়।

এবারে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের একটি উদাহরণ দেখা যাক্।

বিষয় ঃ ইতিহাস	শ্রেণী ঃ চতুর্থ	একক ঃ দেশে দেশে সাম্রাজ্য
উপ-একক ঃ রোম সাম্রাজ্যের কথা
সামর্থ্য ঃ জ্ঞান/ বোধ/প্রয়োগ/দক্ষতা	নম্বর ঃ ২
অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ ঃ ব্যাখ্যা	সময় ঃ ৪ মিঃ
প্রশ্নের ধরন ঃ নৈঃ/অঃ সঃ উঃ/সঃ উঃ/রঃ থঃ

সম্ভাব্য কাঠিন্য মাত্রা ঃ কঠিন/সাধারণ/সহজ

দাস বিদ্রোহকে রোম সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ বলা হয় কেন?

দাস বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ—১

"সাম্রাজ্যের ভিতকে দুর্বল করেছিল" উল্লেখ—১

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের আরো একটি উদাহরণ দেখা যাক্—

বিষয় ঃ গণিত	শ্রেণী ঃ চতুর্থ	একক ঃ সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ ধর্ম
সামর্থ্য ঃ জ্ঞান/ বোধ/প্রয়োগ/দক্ষতা	উপ-একক ঃ জোড় ও বিজোড় সংখ্যা
অভিব্যক্তি জ্ঞাপক লক্ষণ ঃ বিশ্লেষণ	নম্বর ঃ ২
প্রশ্নের ধরন ঃ নৈঃ/অঃ সঃ উঃ/সঃ উঃ/রঃ থঃ	সময় ঃ ৪ মিঃ

সম্ভাব্য কাঠিন্যমাত্রা ঃ কঠিন/সাধারণ/সহজ

৯, ১১ ও ২১ এই তিনটি সংখ্যার যোগফলের সঙ্গে কমপক্ষে কত যোগ করলে একটি জোড় সংখ্যা পাওয়া যাবে?

৯, ১১, ২১-এর যোগফলের জন্য—১

উত্তর হিসাবে ১ নির্ণয় করার জন্য—১

রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় উত্তরদাতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে উত্তর দেবার ব্যাপারে। তাই এ ধরনের প্রশ্নের ভাষা যাতে নির্দিষ্ট অর্থবহ হয় সেদিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। যে শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য এই প্রশ্ন তৈরি হবে তারা যেন প্রশ্নের ভাষা থেকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে তাদের কী কী লিখতে হবে, কতটুকু লিখতে হবে। পরীক্ষকদের মূল্যায়ন যাতে নৈর্ব্যক্তিক হয় তার জন্য উত্তরের সম্ভাব্য সংকেত ও মূল্যমানে বিভাজন প্রশ্ন তৈরি করার সময়ই করে দিতে হবে। রচনাধর্মী প্রশ্নের একটি উদাহরণ দেখা যাক —

বিষয় ঃ	শ্রেণী ঃ চতুর্থ	একক ঃ	দেশে দেশে সাম্রাজ্য
সামর্থ্য ঃ জ্ঞান/বোধ/প্রয়োগ/দক্ষতা		উপ-একক ঃ	রোম সাম্রাজ্য
অভিব্যক্তিজ্ঞাপক লক্ষণ ঃ স্মরণ		নম্বর ঃ	৪
প্রশ্নের ধরন ঃ নৈঃ/অঃসঃউঃ/সঃউঃ/রঃথঃ			

সম্ভাব্য কাঠিন্যমাত্রা ঃ কঠিন/সাধারণ/সহজ

পাঁচটি বাক্যে রোম সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসদের জীবনের পাঁচটি অবস্থা বর্ণনা কর।

উৎপাদনের কাজ	—১
মরণ খেলা	—১
হাতে বেড়ি গলায় বেল্ট	—১
স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ	—১
নির্মম অত্যাচার	—১

উপরের একটি রচনাধর্মী প্রশ্ন উহার মূল্যমানের নির্দেশসহ দেখান হয়েছে। অবশ্য প্রশ্নপত্রে এই মূল্যমান দিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। মূল্যমানের নির্দেশ শুধুমাত্র পরীক্ষকের জন্য। যাতে পরীক্ষকের নম্বর দেবার ক্ষেত্রের বিভিন্নতা অর্থাৎ ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি কমান যায় সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা দরকার। যদি এ ধরনের রচনাধর্মী প্রশ্নের কোন মূল্যমান না দেওয়া থাকে তাহলে কেউ বা আংশিক নম্বর দিতে চাইবেন না, আবার কেউ বা দিতে চাইবেন। আবার যাঁরা আংশিক নম্বর দিতে চাইবেন তাদের মধ্যেও কত নম্বর দেওয়া হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিতে পারে।

সাধারণতই এ ধরনের যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় উত্তরদাতাকে পরপর কতকগুলি স্তর অতিক্রম করে উত্তর দিতে হয়। এ ধরনের প্রতিটি স্তরের সাফল্যই শেখার ক্ষেত্রে বিশেষ এক একটি উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্দেশ করে, অর্থাৎ এক একটি আচরণগত পরিবর্তনের নির্দেশ করে। তাহলে যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন করা হয় তার মধ্যে

কয়েকটা উদ্দেশ্যও যদি কারও দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে তবে তা যাচাই করা সম্ভব হবে যদি প্রশ্নের এ ধরনের মূল্যমান নির্দিষ্ট করা থাকে। তখন পরীক্ষার্থীর আংশিক সাফল্যের জন্য তাকে নম্বর দেওয়া যাবে। এবং তার ফলে শিক্ষার্থী উৎসাহ নিয়ে অনুশীলন করবে। তাহলে রচনাধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রে মূল্যমান নির্দেশ করা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তেমনি প্রশ্নের ভাষা যাতে স্পষ্ট, নির্দিষ্ট হয়ে সেদিকেও নজর দিতে হবে। প্রশ্ন যাতে সহজবোধ্য হয় এবং সেই সাথে পড়ার অংশও যাতে কম করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে মূল্যমান নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার যাতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি অনেক অংশে কমে যায় এবং সেই সাথে প্রশ্নের বিশেষ উদ্দেশ্যও সাধিত হয়।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নম্বর দেওয়ার বাস্তব পদ্ধতি ঃ

পূর্বে যে পদ্ধতিতে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে তাছাড়াও আমরা প্রতিদিন শিখন-শেখানোর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করে থাকি। এই মূল্যায়নে কোন নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তবে সঠিকভাবে যাচাই করলে শিখন-সামর্থ্য অর্জনে যারা অক্ষম তাদের অনেকেরই দুর্বলতা দূর করা যায় তাৎক্ষণিক সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে। তাতে অংশগ্রহণ করবে শিক্ষার্থীরাই, শিক্ষক নয়। তবে এ ব্যাপারে সুপরিকল্পিতভাবে চলতে হবে যাতে কিছু বিশেষ শিক্ষার্থীকেই প্রশ্ন না করা হয় বা প্রশ্ন সাধারণভাবে করলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষার্থীই এই সুযোগ গ্রহণ না করে। কোন শিক্ষার্থীর এরকম ধারণাও যেন না জন্মায় যে তাকে যেহেতু একদিন প্রশ্ন করা হয়েছে পরের দিন তাকে আর প্রশ্ন করা হবে না।

অন্যান্য মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মৌখিক কার্যাবলী (Activity) ভিত্তিক এবং লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যে পদ্ধতিতেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন, তার উত্তর কি হবে তা যেন শিক্ষক পূর্বকল্পিত মনোভাবের (Pre-notional) দ্বারা ঠিক না করেন। গণিত থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হল ·৪-কে সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ কর। শিক্ষার্থী এর উত্তর ৪/১০ দিলে দেখা গেছে শিক্ষক মেনে নিতে চান নি। কারণ তার কল্পনায় উত্তর রয়েছে ২/৫।

এর আগে বলা হয়েছে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া যদি সুপরিকল্পিতভাবে রূপায়িত করতে হয় তাহলে পাঠদান এবং মূল্যায়ন উভয়ক্ষেত্রেই কাম্য শিখন-সামর্থ্যগুলির উপর নির্ভর করতে হবে। ভুলে কোন প্রশ্ন একাধিক শিখন-সামর্থ্য জড়িত থাকতে পারে যার উল্লেখ প্রশ্নে সুস্পষ্টভাবে নাও থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় প্রতিটি শিখন-সামর্থ্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঐ প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে মান নির্ধারিত হয়েছে তাকে বিভাজন করতে হবে। যেমন পূর্বের উদাহরণটিকেই যদি নেওয়া যায় তাহলে শিক্ষকের কল্পিত উত্তরই যদি আশা করা যায় তাহলে প্রশ্নটির ভাষা নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে "·৪-কে সরলতম সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ কর"। কিন্তু প্রশ্নটি বিচার করলে দেখা যাবে এতে দুটি শিখন-সামর্থ্য জড়িত আছে। একটি হলো দশমিক ভগ্নাংশকে সামান্য

ভগ্নাংশে প্রকাশ করা এবং সামান্য ভগ্নাংশকে সরলতম আকারে প্রকাশ করা। কাজেই এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য যদি মান নির্ধারিত থাকে ১, তাহলে তাকে $\frac{১}{২} + \frac{১}{২} = ১$ এভাবে বিভাজন করা যেতে পারে।

কোন একটি শিখন-সামর্থ্যের জন্য যেন ১ নম্বরের বেশি নম্বর নির্ধারিত না হয় সেটাই আকাঙ্ক্ষিত। আবার এই বিভাজনের দায়িত্ব প্রশ্নকর্তাকেই নিতে হবে। কারণ তিনি যদি দেখেন একটি প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত শিখন-সামর্থ্য এত কম অথচ নম্বর নির্ধারিত হয়েছে অনেক বেশি তখন তাকেই ঐ প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত নম্বর কমাতে হবে, অথবা প্রশ্নটিকে পরিবর্তন করে এমন সংখ্যক শিখন-সামর্থ্য প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত করতে হবে যেন নির্ধারিত নম্বর যুক্তিগ্রাহ্য হয়। অনেকের মনে হতে পারে যে, এইভাবে নম্বর বিভাজন শিক্ষার্থীদের প্রতি সদয় মনোভাবের পরিচায়ক। তা কিন্তু নয়। এর মাধ্যমে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে যে কোন্ শিক্ষার্থী কোন কোন শিখন-সামর্থ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং কোনগুলি পারে নি। তার ফলে সংশোধনী পাঠ অনেক কার্যকরী হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় উত্তরের গঠন 'Structure', পদ্ধতি (Procedure) উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে গণিতের ক্ষেত্রে ধরা যাক কোন ধাপে কোন হিসাবের কোন ভুল লিখেছে। কিন্তু সমাধানের সময় পদ্ধতি ঠিকই করেছে অর্থাৎ পদ্ধতিগত শিখন-সামর্থ্য সে অর্জন করেছে। স্বভাবতই নম্বর বিভাজনের সময় তারও উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা তথা শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার শিক্ষোপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই শিক্ষোপকরণ শিখন-প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি মনোগ্রাহী ও প্রভাবিত করে তুলতে পারে। তবে তার জন্য জরুরি যথাযথ প্রয়োগ ও বিধি। শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ও বিধি জানলেই শিখন-প্রক্রিয়া হতে পারে প্রাণবন্ত এবং সজীব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষোপকরণ ব্যবহার না করাই বিধেয়।

এই ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের যথাযথ পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগ অংশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই শিক্ষোপকরণ শিখন-প্রক্রিয়া ব্যবহার করা উচিত। তবে সবচেয়ে ভাল হয় যদি শিক্ষার্থীদের যথাযথ পরামর্শ দান করে পাঠক্রমের সঙ্গে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষোপকরণ তৈরির কাজে অগ্রণী হওয়া। এইসবের মধ্য থেকে যেমন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মননের পরিস্ফুটন ঘটাতে সহায়তা করা হবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর তৈরি শিক্ষোপকরণ ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটলে "শিখন-প্রক্রিয়া" হবে খুবই সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত।

(ক) 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' ঃ

শিখন-প্রক্রিয়ার সব সময় থাকে একটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য।

আলোচ্য অংশে "অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড" স্কীমেরও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ এবং তার সংবিধান প্রণয়নের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে বলা ছিল বিদ্যালয়ে যাওয়ার মত বয়সের সকল শিশুশিক্ষার্থী 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' সম্পূর্ণ করবে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দী সমাগতপ্রায় এবং এখনও সেই অবস্থায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি।

এইরকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখেই ভারত সরকারের 'মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগে'র আর্থিক সহায়তায় ও রাজ্য সরকারের সক্রিয় উদ্যোগে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভাবা হয়েছে—শিখন-প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করতে হলে চাই কিছু অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষোপকরণ এবং যার যথাযথ প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মননে আনবে নতুন জোয়ার ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যার উপর ভিত্তি করে ঘটতে পারে সাক্ষরতায় উত্তরণ এবং নিরক্ষতার অবনমন এবং সেইসাথেই অনেকাংশে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে। এমনই একটি প্রকল্প 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' যার লক্ষ্য বিদ্যালয়ে অত্যাবশ্যক কয়েকটি উপকরণের সরবরাহ তথা সংরক্ষণ।

প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ষোলটি জেলার নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্লকের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলকে নির্ধারিত করা হয়েছে। অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড স্কীম রূপায়ণে ঐ জেলার নির্দিষ্ট ব্লকের/অঞ্চলের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই এই স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। **শিক্ষকের উপকরণ ঃ**
(ক) পাঠক্রম
(খ) পাঠ্যপুস্তক
(গ) শিক্ষণ সহায়িকা [শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য]

২। **শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাদানের উপকরণ ঃ**
(ক) মানচিত্র—জেলা
—রাজ্য
—দেশ
—পৃথিবী
(খ) গ্লোব বা ভূ-গোলক
(গ) শিক্ষামূলক চার্ট

৩। **খেলার সামগ্রী ও খেলনা**
(ক) জ্ঞানের ফলক 'খৃষ্টীপ' ও 'টাইল'
(খ) 'জিগস পাজ্‌ল্'
(গ) পাখি ও প্রাণীজগৎ নিয়ে খেলার সামগ্রী

৪। **ক্রীড়াসামগ্রী**
(ক) স্কিপিং-এর দড়ি
(খ) বল—ফুটবল, ভলিবল, টেনিস বল, রবারের বল
(গ) বাতাস দেবার যন্ত্র বা পাম্প
(ঘ) রিং
(ঙ) টায়ারসহ দোদুল্যমান দড়ি

৫। **প্রাথমিক বিজ্ঞানের সাজসরঞ্জাম** [এতে থাকবে মাপবার ফিতা, রুলার, প্লাস্টিকের চামচ, সিরিঞ্জ, পাত্র, কাঁচের 'বীকার', তরল পদার্থ মাপার কাঁচের পাত্র, পাল্লা (স্প্রিং), কম্পাস, থার্মোমিটার প্রভৃতি সহজবোধ্য ও সহজব্যবহার্য নানাবিধ ছোটোখাটো জিনিস। এই জিনিসগুলির বিন্যাস পরিকল্পনা ও তালিকা প্রণয়ন এন সি ই আর টি করেছেন।]

৬। **ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাজসরঞ্জাম** [এতে নিত্যব্যবহার্য নানাবিধ ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি আছে।]

৭। **অংক শেখানোর জন্য সাজসরঞ্জাম** [এতে সাতটি সরঞ্জাম রাখা আছে।]

৮। **পাঠাগারের জন্য গ্রন্থ ঃ**
(ক) প্রসঙ্গ-গ্রন্থ—অভিধান
—বিশ্বকোষ

(খ) শিশুগ্রন্থ (অন্তত ২০০ খানা)

(গ) শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য পত্রিকা, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র

৯। **সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি**

(ক) হারমোনিয়াম

(খ) ঢোলক বা তবলা

(গ) মঞ্জিরা

১০। **শ্রেণীকক্ষের সাজসরঞ্জাম ঃ**

(ক) শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য কাঠের আসবাবপত্র [চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি] এবং মাটিতে বসার আসন

(খ) 'ব্ল্যাকবোর্ড' ও 'রোলার বোর্ড'

(গ) খড়ি ও ঝাড়ন

(ঘ) একটি বড় স্টিলের বাক্স [যাতে খুচরা জিনিসগুলি সংরক্ষণ করা যাবে]

(ঙ) জলের সুবিধা [কলসি, গ্লাস প্রভৃতি]

(চ) আবর্জনা ফেলার পাত্র

(ছ) বিদ্যালয়ের জন্য ঘণ্টা

(খ) শিক্ষোপকরণ উদ্ভাবন ঃ

শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ বা প্রদীপনকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনকে অর্থবহ ক'রে তোলা যায়। পূর্ববর্তী 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড' শীর্ষক আলোচনার কথা মনে করা যেতে পারে।

প্রদীপন তৈরিতে যে শিখন পদ্ধতিগুলি জড়িত সেগুলি হল—পাঠ্যবিষয়ের জটিল ধারণাগুলির চিহ্নিতকরণ, পরিবেশে যেসব জিনিসপত্র পাওয়া যায় তার তালিকা তৈরিকরণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রদীপনের উদ্ভাবন, এই প্রদীপন কতটা সহায়ক তার মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে এগুলির পরিবর্তন ও পবিবর্ধন।

শিখনকার্যে নিযুক্ত থেকে শিক্ষাকগণ অনেক ধারণা বা উপধারণা শেখাতে গিয়ে বিভিন্ন মডেল, চার্ট, হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা অন্য কোনো প্রদীপনের সাহায্য নেবার কথা ভেবে থাকেন। বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রদীপন তৈরি ক'রে নেওয়াও দরকার। প্রদীপন তৈরি করার সময় শিক্ষক স্থানীয় কারিগর এবং ছাত্রদের কাজে লাগাতে পারেন, জিনিসপত্র সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। প্রদীপন তৈরির একটা ধারণা দিতে পারেন। পরিকল্পনা তাঁকেই করতে হবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তা তৈরি করতে হবে।

যে জিনিসগুলি স্বভাবতই শিক্ষকের বিবেচনায় আসবে বলে মনে হয় সেগুলি হল—

১) বিষয়ের প্রকৃতি ও অপ্রতুল প্রশিক্ষণ ;

২) টাকা-পয়সা ও সুযোগ-সুবিধার অভাব ;

৩) প্রদীপন ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধার বা সংরক্ষণের অভাব ;

৪) প্রদীপনের স্থান/গুরুত্ব কতখানি দেওয়া হবে সে সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণার অভাব ; এবং

৫) অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারা।

হাতে-কলমে প্রদীপন তৈরি করার ব্যাপারে শিক্ষকরা নিম্নলিখিত তালিকাটির সাহায্য নিতে পারেন;

— 'ইউনেস্কো' কর্তৃক সংকলিত ভারতে স্বল্পমূল্যের শিক্ষাসামগ্রী ও সরঞ্জাম সম্পর্কিত 'কেস স্টাডি'।
— বিকল্প প্রদীপন এবং ২০টি মুদ্রিত 'চার্ট'।
— শিক্ষামূলক প্রদীপনের প্রযুক্তিবিদ্যার একটি সচিত্র "টেপ স্লাইড প্রোগ্রাম"।
— বিজ্ঞান ও অংকের ২৫টি ধারণার উপর স্বল্পমূল্যের প্রদীপনের চিত্রসম্বলিত একটি নির্দেশিকা।
— প্রদীপনের প্রয়োগ নিয়ে ১২টি প্রোগ্রামের একটি সিরিজ।
— প্রদীপন সম্পর্কিত তথ্যমূলক বিদেশী তথা অন্য ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাদির অনুবাদ।

প্রদীপন সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষাবিদ্‌গণ নতুন দিল্লীর জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা পর্ষদের অধীন 'সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনাল টেকনোলজি, আই পি উইং, ১০-বি, রিং রোড, নতুন দিল্লী-১১০ ০০২'-এর সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

শিক্ষোপকরণ-উদ্ভাবনের মূলকথা স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যের উপাদানের অনুসন্ধান এবং তার নিপুণ ব্যবহার তথা সংরক্ষণ। শিক্ষকদের এবিষয়ে সচেতনতা এবং সহৃদয়তা আশা করা যায়।

(গ) গণমাধ্যম

মুখবন্ধ

'গণমাধ্যম' কথাটির অর্থ কী, শিক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী এবং বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে গুণগত উৎকর্ষসাধনে একে কেমন করে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারবেন, এই ব্যাপারটা বুঝতে এই মডিউল সাহায্য করবে।

প্রাচীনকালে শিশুদের ক্ষেত্রে জ্ঞানোন্মেষের একমাত্র মাধ্যম ছিলেন শিক্ষক। পরবর্তীকালে মুদ্রণ-কারিগরি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষেত্রে পুস্তকের আবির্ভাব ঘটে। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিশুদের কাছে পুস্তক খুবই সুবিধা নিয়ে আসে। দিনে দিনে সংবাদপত্র ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মানুষের সংস্পর্শে আসছে এবং মানসিক চেতনা-বিকাশে এবং পরিস্থিতি ও ঘটনা সম্পর্কে এগুলি একটা অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বেশ কিছু সময় ধরে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের মত গণমাধ্যমগুলি ভারতীয় শিক্ষায় বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের গণমাধ্যমগুলি খুবই উপযোগী হতে পারে। বৃহৎ জনসমষ্টি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। বিরাট সংখ্যার শিশুরা বিদ্যালয়ে যায়। কিন্তু শিশুদের একটি বৃহৎ অংশ হয় বিদ্যালয়ে যায় না অথবা প্রারম্ভিক স্তরেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। আমরা যদি প্রচলিত প্রথাগত পড়ানোর ধারার ওপরই শুধুমাত্র নির্ভর করে থাকি, শিক্ষার দরকার আছে এমন সব শিশুর কাছে আমরা কিন্তু পৌঁছতে পারব না।

এটা তো আমরা জানি যে, মানুষের জ্ঞানের সীমানা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে ও সেখানে পরিবর্তন আসছে। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন হয় ও সময়ে সময়ে তাকে

নবীকরণ করা হয়। কিন্তু নতুন পাঠক্রম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে স্বয়ং শিক্ষকের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা আপনা-আপনি কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না। একই সময়ে বিশাল সংখ্যক শিক্ষককে নতুন শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাতথ্যের বিষয়ে নবীকরণ ও পুনঃশিক্ষণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলি বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

অবশ্য নিজের ও শিশুদের যথার্থ উপকারে এই মাধ্যমগুলিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারার আগে এগুলি সম্পর্কে শিক্ষককে বিশেষ ধারণা ও কুশলতা আয়ত্ত করতে হবে।

উদ্দেশ্যাবলী ঃ

— বিভিন্ন শিক্ষোপযোগী মাধ্যমকে অর্থবহ শ্রেণীতে বিন্যাস করা ;
— শিক্ষায় গণমাধ্যমের ব্যবহারকে ঠিক ঠিক অনুধারণ করা ;
— আকাশবাণী-দূরদর্শনকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারের কুশলতা আয়ত্ত করা ;
— এর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ প্রস্তুত ও যথোপযুক্ত সংস্থাকে তা পাঠানো।

কার্যাবলী

আপনার নিজের শিক্ষণের সময় ও শিক্ষকতা করতে করতে বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ সম্বন্ধে এবং শিক্ষাবিষয়ক মাধ্যমের প্রয়োগ সম্বন্ধে আপনি জেনেছেন ও নিজেও তার ব্যবহার করেছেন। আপনি কি বিভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক মাধ্যমের কথা স্মরণ করতে ও তার তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন?

ছাপানো মাধ্যম

পুস্তক
কাজের খাতা (Work-Book) প্রভৃতি

অযান্ত্রিক উপকরণ (Devices)—যেগুলি ব্যবহার করতে কোনো যন্ত্রের দরকার হয় না।

খেলনা
খেলাধূলা
চিত্রলিপি
মানচিত্র
রেখাচিত্র

কাগজ বা বোর্ড থেকে তৈরি উপকরণ
চিত্র
ফ্ল্যাশ-কার্ড
ফ্ল্যানেল-কার্ড
মডেল
নমুনা

— এগুলি বাণিজ্যিকভাবে কেনা যেতে পারে কিন্তু স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বিনামূল্যের অথবা অল্প মূল্যের রেখাচিত্র সামগ্রী থেকে শিক্ষক ছাত্ররা তৈরি করেও নিতে পারেন।

একথা আপনার জানা যে, শিক্ষোপকরণ হিসেবে গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের দেশে বেতারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। আকাশবাণীর অনেকগুলি (প্রায় চল্লিশ) কেন্দ্র থেকে এগুলি সম্প্রসারিত হয় ও অনেকের কাছে তা পৌঁছোয়।

আকাশবাণীর কেন্দ্রগুলি নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত শ্রোতাদের জন্য অনুষ্ঠানাবলী প্রস্তুত করে থাকে ঃ

— শিক্ষক ;
— উচ্চতর মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ;
— মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ;
— প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ;
— পরীক্ষার আগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর প্রস্তুতিপর্ব পাঠদান।

আকাশবাণীর কোনো কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানগুলি কোনো কোনোটা বা সবটাই প্রস্তুত করতে পারে।

অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত সকালে প্রচারিত হয়ে থাকে এবং আরো একদল (Shifts) ছাত্রছাত্রীর সুবিধার্থে এগুলি অপরাহ্নে পুনঃপ্রচারিত হয়ে থাকে।

আকাশবাণীর কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতার জন্য বিষয়বস্তুগুলির ব্যাপারে সারা বছরের পরিকল্পনা ছকে ফেলা হয়। এর জন্য তাঁরা পরামর্শদাতাদের একটা তালিকাও রেখেছেন যার মধ্যে রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ ও রাজ্যের অন্যান্য শিক্ষা সংস্থার প্রতিনিধিও রয়েছেন।

বেতার ও দূরদর্শনের ঠিকমত ব্যবহার করা গেলে শিক্ষায় যে বিরাট সুবিধা পাওয়া যায়, সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে। শিশুদের ইন্দ্রিয়ের অধিকতর ব্যবহার হয় বলে শিক্ষাটাও বেশি হয়ে থাকে।

বেতার শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করে। সুতরাং ভাষা, সঙ্গীত ও নাট্যায়নের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষায় এটা বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। দূরদর্শন তার থেকেও শক্তিশালী মাধ্যম, কেননা এতে শব্দের সঙ্গে চলমান দৃশ্যাবলীর সমাহার ঘটে। কুশলতার ব্যবহারিক প্রদর্শনে, বিভিন্ন ধারণার যথাযথ উপস্থাপনায় দূরদর্শনের বিশেষ উপযোগিতা আছে। বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে সমগ্র বাইরের জগৎকে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে নিয়ে আসা যায় এবং শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তৃত করে দেওয়া যায়, যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব হতে পারে না।

শিক্ষায় বেতার ও দূরদর্শনের এইসব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। এগুলির ব্যবহারে কী কী প্রকারের অসুবিধা হতে পারে, আপনার কি সে সম্বন্ধে কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে? এই মাধ্যমগুলির নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে ঃ

১। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একমুখি যোগাযোগ ঘটে ; দর্শক ও শ্রোতারা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে না, ব্যাখ্যা চাইতে পারে না।

২। শ্রোতা ও দর্শককেও উপস্থাপনার গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়; কোনো অংশে ফিরে যাওয়া যায় না বা পুনরালোচনা সম্ভব হয় না। বই পড়ার ক্ষেত্রে আমরা সব সময়ই পিছনে ফিরে যেতে পারি এবং সামনে এগিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বেতার ও দূরদর্শনের উপস্থাপনায় এ সুযোগ নেই।

৩। বিরাট অংশের শ্রোতা ও দর্শকের কথা ভেবেই গণমাধ্যমগুলির অনুষ্ঠানসূচি প্রণয়ন করা হয়। তাই বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বসবাসকারী শিশুদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ নাও খেতে পারে। নিজের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে ছাত্ররা দ্রুততার সঙ্গে অনেক বেশি শিখতে পারে একথা আমরা জানি। বেতার ও দূরদর্শন এই শর্তটি সব সময়ে পূরণ করতে পারে না।

সৌভাগ্যক্রমে এই বাধাসমূহ অতিক্রমেরও উপায় আছে।

প্রকৃতপক্ষে গণমাধ্যমগুলির এইসব অসুবিধাগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই সহায়ক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে আপনার ভূমিকা এসে পড়ছে। পাদপূরণের ক্ষেত্রে আপনি তাদের, আগ্রহের জাগরণ ঘটাতে পারেন যাতে তারা আকাশবাণী ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলিতে মন দেয় ও তা থেকে শিক্ষালাভ করে। গ্রাহক যন্ত্রটি চালিয়ে দেওয়ার জন্য শিশুরা আপনারই ওপর নির্ভরশীল। শিশুদের মধ্যে এই মাধ্যমগুলির নিয়মিত ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করুন।

দ্বিতীয়ত, তালিকা (যদি পাওয়া যায়) দেখার পর কিছু নথিপত্রে চোখ বুলিয়ে নির্ধারিত সূচি ও তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজেকে আগে থেকেই তৈরি রাখুন। সম্প্রচারণ সময়ের দশ মিনিট আগেই পূর্বের বিষয়বস্তু পুনরালোচনা করে নিতে পারেন। এতে যেমন তাদের পূর্বমানের জাগরণ ঘটবে তেমনি তারা নতুন বিষয়বস্তুকে সযত্নে গ্রহণের জন্য উদ্দীপিত ও উৎসাহিত হতে পারবে।

অনুষ্ঠানগুলি শিশুদের সঙ্গে নিয়ে শুনুন বা দেখুন। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে শিশুদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করুন।

অনুষ্ঠানশেষে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন, সন্দেহ থাকলে তার নিরসন করুন এবং অনুষ্ঠানটিকে তাদের শ্রেণীর কাজ, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করুন। কিছু কাজ দিন যার মাধ্যমে তারা অনুষ্ঠানলব্ধ জ্ঞানকে এগিয়ে নিতে পারে।

শিশুদের শৃঙ্খলাবোধ ও যথাযথ আচরণের জন্য অনুষ্ঠান প্রচারের সময় আপনার উপস্থিতির একান্তই দরকার হবে। অনুষ্ঠানের সময় অনেকে তাদের নিজের মত ছেড়ে দেন, যেটা কখনোই কাম্য নয়।

এমনকি, শিশুদের জন্য প্রচারিত এই অনুষ্ঠানগুলি থেকে কিছু শিক্ষক নিজেরাও উপকৃত হবে বলে মনে করেন। তাঁরা এর মধ্যে অনেক নতুন কিছু শিখতে পারেন।

এক সময় আপনি অনুভব করবেন যে শিশুরা অনুষ্ঠানসূচি অনুসরণ করার ও তার থেকে উপকৃত হবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারছে। পরবর্তীকালে জীবনব্যাপী শিক্ষা এই মাধ্যমে ব্যবহারে তাদের খুবই সহায়ক হবে।

আপনার আরো একটি ভূমিকা আছে। অনুষ্ঠান-প্রণেতাদের কাছে শিশুদের প্রতিক্রিয়ার কথাও আপনাকে জানাতে হবে, যাতে তাদের জন্য অনুষ্ঠানগুলি আরো বিষয়োপযোগী,

অর্থবহ ও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে। আপনি প্রতিটি অনুষ্ঠানের পর প্রতিক্রিয়া-প্রতিবেদনের নির্ধারিত ফরমটি পূরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে পারেন।

গ্রাহকযন্ত্রটি যদি সচল থাকে সেটা দেখাশুনা করাও আপনার আরো একটি দরকারি কাজ। কোনো ত্রুটি দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ বেতার প্রচার ইউনিটের মতো অনেক রাজ্যের এসব মেরামতের নিজস্ব সংস্থা আছে। কোনো কোনো রাজ্যে মেরামতির জন্য বেসরকারি ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি থাকে। এদের ঠিকানা জেনে নেওয়া ও ত্রুটিগুলি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়াই হবে আপনার প্রথম কাজ।

সবশেষে শিশুরা আকাশবাণী বা দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে কেমন পদ্ধতিতে বসবে তা আপনাকে জানতে হবে, কেননা শ্রেণীকক্ষে বসার সঙ্গে এর তফাৎ আছে। আকাশবাণীর ক্ষেত্রে গ্রাহকযন্ত্রের চারদিকে বৃত্তাকারে অথবা এর সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বসতে পারে।

দূরদর্শনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ৩০০ কোণের মধ্যে বসার ব্যবস্থা করলে সবচেয়ে ভালো হয়। তবে শ্রোতা বেশি হলে ৪০০ পর্যন্ত এটা বাড়ানো যেতে পারে। শ্রোতার প্রথম সারির থেকে গ্রাহকযন্ত্রটি যাতে প্রায় ৬-৭ ফুট দূরত্বে থাকে, তা দেখতে হবে। খুব কাছে থেকে বসে দেখলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। শেষ সারিটা গ্রাহকযন্ত্রের থেকে ২৫ ফুটের বেশি দূরত্বে থাকবে না।

দূরদর্শন গ্রাহকযন্ত্রটি দর্শকদের চোখের স্তর নীচু থেকে একটু উঁচুতে রাখা চাই; শিশুরা যদি মেঝেতে বসে, গ্রাহকযন্ত্র ২-৩ ফুট ওপরে রাখতে হবে।

সিনেমা হলকে যেমন অন্ধকার করা, দূরদর্শনের ঘরকে তেমন অন্ধকার করা চলবে না। ঘরে কিছু আলো সরাসরি দূরদর্শন পর্দায় যেন না পড়ে। দরজা জানালা বন্ধ রাখলে, বিশেষ করে গরমের সময়ে, শিশুদের গুমোট ও অস্বস্তির ভাব জন্মাতে পারে।

সুতরাং শিক্ষায় ফলপ্রসূভাবে গণমাধ্যমগুলির ব্যবহারে শিক্ষক হিসেবে আপনার বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনার উদ্যোগ, আগ্রহ সৃষ্টি ও কুশলতা ছাড়া ছাত্ররা গণমাধ্যমগুলি থেকে উপকৃত হতে পারবে। শুধুমাত্র রেডিও/টি ভি/সিনেমাই গণমাধ্যমের যথাযথ প্রয়োগোপকরণ নয়—এর সাথে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকেও গণমাধ্যম হিসেবে সংযোজিত করা যেতে পারে—এবং তা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর চিন্তায় সুস্থ সংস্কৃতিবোধের উন্মেষণ ঘটতে পারে।

সংগীত/নাটক/নৃত্য/গ্রামীণ লোককথা/ লোকসংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অথবা গ্রামীণ সাক্ষরতা প্রকল্পের অধিকারীদের সংযোগ রক্ষা করে—উপরোক্ত গণমাধ্যমের যথাযথ প্রয়োগ ও তার সুনির্দিষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে—এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যেও এক্ষেত্রে অনেকাংশে পৌঁছানো সম্ভব। আঞ্চলিক সম্প্রীতি, দেশজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, জাতীয় সংহতির প্রভৃতি নানা গুণাবলীর উন্মেষণ এর মধ্য দিয়ে সম্ভব।

পরিশিষ্ট 'ক'

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সারণি উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, এই নমুনাকে সামনে রেখে শিক্ষক মহাশয়গণ শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক শিখন-শেখানোর পরিকল্পনা রচনা করবেন। এবং তদনুসারে শ্রেণীকক্ষে শিখনীয় বিষয় শেখানোর কাজ পরিচালনা করবেন।

পঠন-পাঠননির্ভর বিষয়ের জন্য উদাহরণ বা নমুনা দেওয়া হয়েছে একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য। তাতে রয়েছে পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা, সামর্থ্য-ভিত্তিক পাঠ — একক বিশ্লেষণ, একক অভীক্ষা পত্র। শিক্ষক মহাশয়গণ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন বিষয়ভিত্তিক এই পরিকল্পনার মধ্যে নমনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়বে।

কর্মনির্ভর বিষয়ের জন্য এই পরিকল্পনার নমুনা দেওয়া হয়েছে। তাতে রয়েছে পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পরিকল্পনা সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ। এই বিষয়গুলির মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণকে প্রধান কৌশল হিসাবে নিতে হবে। যার জন্য সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের লক্ষণগুলি হবে পর্যবেক্ষণীয় নিরিখ, লক্ষণ ধরে. কর্মরত অবস্থায় কাজের পদ্ধতি ও উৎপন্ন বস্তুর পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষকদের অভিমত শিক্ষার্থীর সতীর্থদের অভিমত, রেকর্ড, রিপোর্ট, 'আমার বই' ইত্যাদিও মূল্যায়নের সময় দেখতে হবে। প্রয়োজন বোধে কিছু অংশের মৌখিক পরীক্ষাও নেওয়া যেতে পারে।

বাংলা

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব
মে মাস থেকে
আগস্ট মাস
মোট কার্যদিবস
৭০ দিন

বিষয় ঃ বাংলা
শ্রেণীঃচতুর্থ

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৬২

বার্ষিক খেলাধূলা,
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বাৎসরিক
পরিকল্পনার জন্য ৮ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনী
পাঠের জন্য প্রাপ্ত দিন ৬২।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(১) বাংলাদেশ (কবিতা)	(এক) (ক) লেখক পরিচিতি ও উৎস (খ) সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	১		
	(দুই) কোন্ দেশেতে তরুলতা .... আমাদেরি বাংলা রে। (গ) এই অংশের কবিতার বর্ণিত বৈশিষ্ট্যর ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও রচনাশৈলী (ঘ) উল্লিখিত অংশের ছন্দ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও কবিতার উল্লিখিত অংশের মর্মবস্তু উদ্ধার	১		
	(তিন) কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা, ... আমাদেরি বাংলা রে। গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা ...... আমাদেরি বাংলা রে। গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) (ঙ) সমগ্র কবিতার উপর আলোচনা এবং একক ও দলগত আবৃত্তি	১		
	(চ) " " " " শ্রুতলিপি ও হাতের লেখা—	১		
	মূল্যায়ন —	১		
	সংশোধনী পাঠ —	১	৮	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(২) যাত্রামঙ্গল (গদ্যাংশ)	(এক) (ক) লেখক পরিচিতি ও উৎস (খ) সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	১		
	(দুই) বলেছি তো সেকালে .... তটস্থ হয়ে থাকতো। (গ) এই অংশের পাঠে বর্ণিত বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও রচনাশৈলী ও ভাষাশিক্ষা (ঘ) এই অংশের মর্মবস্তু।	১		
	(তিন) আসল ব্যাপার হল .... ধামাটা মাটিতে পড়ে গেল। গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) যাত্রামঙ্গল বুড়ির দিকে ফিরেও চাইল না, ...ভালাবাসার মানুষদেরও কখনো ভোলে না। গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) (ঙ) সমগ্র গদ্যাংশের উপর বিস্তৃত আলোচনা ও সামগ্রিক অর্থবোধ	২		
	(ছয়) (চ) শ্রুতিলিখন—শব্দের বানান লিখন এবং হাতের লেখা।	১		
	মূল্যায়ন—	১		
	সংশোধনী পাঠ—	১	৯	
৩) আবৃত্তি/ কবিতা পাঠের আসর (দেশাত্ম-বোধক)		১	১	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(৪) ফাল্গুন (কবিতা)	(এক) একক ১-এর ক, খ এবং ঙ-র অনুরূপ সমগ্র কবিতার উপর	১		
	(দুই) ফাল্গুনে বিকশিত .... দক্ষিণ বায়। একক ১-এর গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) স্পন্দিত নদীজল .... মত্ততা লাগে একক ১-এর অনুরূপ	১		
	(চার) খেয়াঘাটে ওঠে গান ...... পার হয়ে যায়। গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) দূরে কোণ শয্যায় .... তরী যেন চাঁদ..... গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(ছয়) চলে যায় চাঁদে চড়ে.............. ধরণীর কোণে গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	মূল্যায়ন—	১		
	সংশোধনী পাঠ—	১	৮	
(৫) বিবেকানন্দের ছেলেবেলা (গদ্যাংশ)	(এক) একক ২-এর ক, খ-এর অনুরূপ সমগ্র গদ্যাংশ—	১		
	(দুই) ছেলেবেলা থেকে .... স্থায়ী ফল কিছুতেই হচ্ছে না। গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) একদিন রামরতনবাবুর .... এক বেক্ষদত্যি গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) নরেন বলল, ... নুইয়ে পড়া ডালটায়। গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) দূর থেকেই ছেলেরা .... এই বলে রাখলুম গ ও ঘ-এর অনুরূপ	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	(ছয়) একক ২-এর ঙ ও চ-এর অনুরূপ	১		
	মূল্যায়ন—	১		
	সংশোধনী পাঠ—	১	৯	
(৬) আবৃত্তি/কবিতা পাঠের আসর, গল্প বলা (ধাতু/প্রকৃতি বিষয়ক)		১	১	
(৭) কাতুকুতু বুড়ো (কবিতা)	(এক) একক ১-এর অনুরূপ ক, খ	১		
	(দুই) আর যেখানে যাও নারে ভাই ...... গল্প শোনায় পড়ে। একক ১-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) বিদ্‌খুটে তার .... লম্বা পালক লয়ে একক ১-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) কেবল বলে, ... ভৌ ভৌ ভৌ চীহি একক ১-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) একক ১-এর ঙ -এর অনুরূপ	১		
	(ছয়) " চ-এর "	১		
	মূল্যায়ন—	১		
	সংশোধনী পাঠ—	১	৮	
(৮) বাঁশের কেল্লা	(এক) একক ২-এর অনুরূপ ক, খ-এর অনুরূপ	১		
	(দুই) ২৪-পরগনা জেলার .... অত্যাচারও কম ছিল না। একক ২-এর অনুরূপ গ, ঘ	১		
	(তিন) তারা ইচ্ছামতো .... সৈন্য পাঠাল। একক ২-এর অনুরূপ গ, ঘ	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	(চার) এখানে তিতু তার .... তোমাদের মানি না। একক ২-এর অনুরূপ গ, ঘ	১		
	(পাঁচ) ক্রুদ্ধ সেনাপতি .... সংগ্রামের রাজপথে পরিণত হয়েছিল। একক ২-এর অনুরূপ গ, ঘ	১		
	(ছয়) " " " " ঙ	১		
	(সাত) " " " " চ	১		
	মূল্যায়ন—	১		
	সংশোধনী পাঠ—	১	৯	
(৯) অনুচ্ছেদ রচনা (পত্র)(জীবনী/দেশাত্মকবোধক)		১	১	
(১০) আষাঢ়ে ভাসারে তরী (কবিতা)	(এক) একক ১-এর অনুরূপ ক, খ	১		
	(দুই) গুর্ গুর্ ...... মল্লারে গান তোর একক ১-এর অনুরূপ গ, ঘ	১		
	(তিন) চল্ নদীকূলে রে ; .... মন আজি চঞ্চল একক ১-এর অনুরূপ গ, ঘ	১		
	(চার) একক ১-এর অনুরূপ ঙ	১		
	(পাঁচ) " " চ	১		
	মূল্যায়ন—	১		
	সংশোধনী পাঠ—	১	৭	
(১১) সাহিত্য পাঠের আসর (কবিতা রচনা, গল্প বলা, দেশ/জীবনী)		১	১	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস
মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

বিষয় ঃ বাংলা
শ্রেণী ঃ চতুর্থ

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৬৩

বার্ষিক খেলাধূলা,
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বাৎসরিক
পরিকল্পনার জন্য ৫ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনী
পাঠের জন্য প্রাপ্ত ৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(১২) ডুডুমার ডাক (গদ্যাংশ)	(এক) (ক) লেখক পরিচিতি ও উৎস (খ) সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	১		
	(দুই) অবশেষে বোন্ডা জাতির দেশে .... ডুডুমা আমাকে মেঘগর্জনে ডাকছে। (গ) উল্লিখিত অংশে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও রচনাশৈলী (ঘ) উল্লিখিত অংশের মর্মবস্তু উদ্ধার	২		
	(ঙ) উল্লিখিত অংশের পাঠে ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত, বিষয় অনুশীলন			
	(তিন) একটা পাহাড়ের নীচে ..... রাহুগ্রস্ত বলে মনে হয়। উপরের গ, ঘ ও ঙ এর অনুরূপ	১		
	(চার) অনেকক্ষণ সেখানে চুপ করে ..... বাজারের উদ্দেশ্যে ফিরল। উপরের গ, ঘ, ঙ পঞ্চম-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) (চ) অনুশীলন ও অনুচ্ছেদ রচনা, শ্রুতিলিখন ও হাতের লেখা	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	
(১৩) আমরা ঘাসের ছোট ছোট ফুল (কবিতা)	(এক) (ক) কবি পরিচিতি ও উৎস (খ) সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	১		
	(দুই) আমরা ঘাসের ..... নাড়ি মাথা। (গ) পাঠে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও রচনাশৈলী (ঘ) ছন্দের প্রাথমিক ধারণা ও কবিতার মর্মবস্তু উদ্ধার।	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	(তিন) ধরার বুকে .... যখন তারারা ফোটে			
	উপরের গ এবং ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) (ঙ) একক ও দলগত আবৃত্তি	১		
	(পাঁচ) (চ) শ্রুতিলিপি ও হাতের লেখা	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	
(১৪) সাহিত্য আসর (ভ্রমণ, গল্প, জীবন-কথা)		১	১	
(১৫) হিংসুটি (নাটক)	(এক) (ক) লেখক পরিচিতি ও উৎস			
	(খ) সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	২		
	(দুই) প্রথম ৷৷ আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছি. মানুষের মতন কথা বলে।			
	(গ) বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ			
	(ঘ) পাঠের মর্মবস্তু			
	(ঙ) ভাষা সংক্রান্ত অনুশীলন	১		
	(তিন) দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ৷৷ও-মা ! কী ! চমৎকার !.....মাসির চোখ দিয়ে কেবলি জল পড়ছে ! উপরে গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) প্রথম ৷৷ দেখলি ভাই, আমার দেখাদেখি ......তোদের সঙ্গে আমার কত ভাব। উপরের গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) প্রথম ৷৷ দেখলি ভাই, কেমন মিষ্টি ......কক্ষণো না, কক্ষণো না, কক্ষণো না। উপরের গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(ছয়) (চ) শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় নাটকাকারে পাঠ	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৯	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(১৬) সাহিত্য সভা (অভিনয়)	প্রস্তুতি ও অভিনয়	২	২	
(১৭) দেখব এবার জগৎটাকে (কবিতা)	(এক) একক ১৩-এর অনুরূপ ক, খ	১		
	(দুই) থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে......উঠে জোয়ার বাণে। —একক ১৩-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) কেমন করে মখলে.....হাতের মুঠোয় পুরে। উপরের গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) একক ১৩ (ঙ)-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) " (চ) "	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	
(১৮) বড় খবর (গদ্যাংশ)	(এক) একক ১২ ক, খ-এর অনুরূপ	১		
	(দুই) মহাজনি নৌকায়....নৌকা চালাও কী করে একক ১২-এর গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	২		
	(তিন) মাঝি দেখল বিপদ...কে বলে তোমাদের ছোট লোক। উপরের গ, ঘ, ঙ এর অনুরূপ	১		
	(চার) মাঝির ভয় হল.....উজান হোক, ভাঁটা হোক উপরের গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) একক ১২-এর চ-এর অনুরূপ	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	
(১৯) অনুচ্ছেদ (প্রকৃতি/ অভিযান সম্পর্কিত, গল্প, রচনা)		১	১	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(২০) সিপাহী বিদ্রোহ (কবিতা)	(এক) একক ১-এর ক, খ-এর অনুরূপ	১		
	(দুই) হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ.....নাচে বনের পশুপক্ষী। একক ১-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) কেবল ধনী, জমিদার.....ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে। একক ১-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) অত্যাচারী......মরণ বরণ করতে। উপরের গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) আজকে যখন......তোমার চোখ কি ? একক ১-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(ছয়) একক ১-এর ঙ, চ-এর অনুরূপ	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	
(২১) আলোচনা সভা (সাম্প্রতিক/ স্থানীয় কোন ঘটনা)		১	১	
(২২) আমাদের প্রতিবেশী (গদ্য)	(এক) একক-২-এর ক, খ-এর অনুরূপ	১		
	(দুই) জন্মদিনে প্রদীপ.....মুখোশ তৈরি করা হচ্ছে। একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) এর পরের দেশটির নাম.....দেশ ও এই নেপাল। একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) নেপালীদের মধ্যে.....পাহাড়ী ঘোড়া আর খচ্চর। একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) এর পরের ছবি......প্রতিবেশীকে ভালবাসা সকলেরই কর্তব্য। একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	(ছয়) একক ২-এর ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(সাত) একক ২-এর চ-এর অনুরূপ	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৯	
(২৩) অনুচ্ছেদ রচনা (পত্র)		১	১	
(২৪) সাহিত্য-আসর (আবৃত্তি, রচনা)		১	১	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

তৃতীয় পর্ব
জানুয়ারী মাস থেকে
এপ্রিল মাস
মোট কার্যদিবস
৯০ দিন

বিষয়ঃ **প্রকৃতি বিজ্ঞান**
শ্রেণী ঃ চতুর্থ

প্রাপ্তব্য মোট
পিরিয়ড ৪০

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক
কাজকর্ম ও বাৎসরিক
পরিকল্পনার জন্য ১৫ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠ ৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(২৫) প্রশ্ন (কবিতা)	(এক) একক ১৩-এর ক, খ-এর অনুরূপ	১		
	(দুই) মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল্, ... পুকুর-ধারে এসে। একক ১৩-র গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) আঁধার হল মাদাড় গাছের তলা, ... রাত হবে না কেন।	•		
	(চার) একক ১৩-র গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) একক ১৩-র ঙ-এর অনুরূপ	১		
	" চ-এর	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	
(২৬) লেজের কাহিনী (গদ্যাংশ)	(এক) একক ২-এর অনুরূপ ক, খ	২		
	(দুই) একটি মাছি একজন মানুষের কাছে .... যাকে বলে বুকে হাঁটা প্রাণী। একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) মাছি দেখল .... কাঠ ঠোক্‌রাকে দেখতে পেল। একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) তাকে দেখে মাছি বলল .... তুমি আমাদের কেবল জ্বালিয়ে মেরেছ।	১		
	(পাঁচ) একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	২		
	(ছয়) একক ২-এর ঙ-এর অনুরূপ			
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৯	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(২৭) বির্তকসভা/ কোনস্থানীয় সমস্যা		১	১	
(২৮) কিশোর (কবিতা)	(এক) একক ১৩-এর অনুরূপ ক, খ	১		
	(দুই) আমার নূতন .... হয়নি শেষ।			
	একক ১৩-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) কেউ বা হয় ...... তাহার অন্তরে			
	একক ১৩-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) একক ১৩-এর ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) " " চ-এর "	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	
(২৯) গরম জলে ও গরম হাওয়ার স্রোত (গদ্যাংশ)	(এক) একক ২-এর ক, খ-এর অনুরূপ	১		
	(দুই) 'কেত্‌লিতে জল ভরে .... গরম হয়ে ওঠে না।			
	একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) কাঁঠের গুঁড়ো বা ... জল গরম হয়।			
	একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) গরম হাওয়ায় কী করে .... একটা স্রোত চলতে থাকে।			
	একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) আগুনের উপরে ..... বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি।			
	একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(ছয়) একক ২ এর ঙ-এর অনুরূপ	১		
	" চ-এর	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৯	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(৩০) অনুচ্ছেদ রচনা (বিজ্ঞান বিষয়ক)		১	১	
(৩১) মেলার মজা (গদ্যাংশ)	(এক) একক ১২-এর অনুরূপ (সমগ্র)			
	(দুই) তুমি ভাবছ,... সংখ্যায় ছিল।	১		
	• একক ১২-এর গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) ছোটো ছেলের .... ঠেলাঠেলি ভিড়। একক ১২-এর গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) একক ১২-এর চ-এর অনুরূপ	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
(৩২) সাহিত্য আসর (কবিতা পাঠ, স্বরচিত অনুচ্ছেদ পাঠ, গল্প বলা)		১	১	
(৩৩) বাংলার বন্যা (কবিতা)	(এক) একক ১৩-এর অনুরূপ ক, খ	১		
	(দুই) তোমরা কি চুপচাপ? ...... কান্না! একক ১৩-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) পালকের মতো বুক ... এখনো কি চুপচাপ? একক ১৩-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) " ঙ " "	১		
	(পাঁচ) " চ " "	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(৩৪) আলোচনা সভা (সাম্প্রতিক/ স্থানীয় কোন ঘটনা)		১	১	
(৩৫) গ্যালিলিওর আবিষ্কার (গদ্যাংশ)	(এক) একক ২-এর অনুরূপ (ক) ও (খ)	২		
	(দুই) ইটালি দেশের পিসা .... ছড়িয়ে পড়ল।			
	একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) ১৫৬৪ সালের .... যশ ছড়িয়ে পড়ল।			
	একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) ১৬০৯ সালে যখন ... দৃষ্টিশক্তি হারালেন।	১		
	একক ২-এর গ, ঘ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) একক ২-এর ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(ছয়) " " চ "	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	১০	
(৩৬) অনুচ্ছেদ রচনা (পত্র) (বিজ্ঞান/ অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ)		১	১	
(৩৭) সাহিত্য পাঠ (পূর্ববর্তী যে-কোন বিষয়)		১	১	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
(৩৮) অমল ও দইওয়ালা	(এক) একক ১৫-এর অনুরূপ ক, খ	২		
	(দুই) দইওয়ালা ॥ দই—দই—ভালো দই ...... থেকে আসছি।			
	একক ১৫-এর গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	অমল ॥ তোমাদের গ্রাম ? .... লাল শাড়ি পরা।			
	একক ১৫-এর গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(তিন) দইওয়ালা ॥ বা বা ঠিক কথা।.... পণ্ডিত হয়ে উঠবে।			
	একক ১৫-এর গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(চার) অমল ॥ না, না, আমি ..... শিখে নিলুম।			
	একক ১৫-এর গ, ঘ, ঙ-এর অনুরূপ	১		
	(পাঁচ) " " চ " "	১		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৯	
(৩৯) অভিনয় (নাটিকা)	প্রস্তুতি ও অভিনয়	৩	৩	
(৪০) বিতর্কসভা (যে-কোন স্থানীয় বিষয়/ সমস্যা)		১	১	
(৪১) অনুচ্ছেদ রচনা (যে-কোন বিষয়ের উপর)		১	১	

সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ—একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী ঃ চতুর্থ   বিষয় ঃ বাংলা   বিষয় শাখা ঃ গদ্য   একক ঃ বাঁশের কেল্লা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
এক (ক) লেখক পরিচিতি ও উৎস (খ) সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	১	শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা সাধারণভাবে স্মরণে সমর্থ।	শিক্ষার্থীরা (১) ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন একটি ঘটনা হিসেবে এই পাঠকে চিনতে পারবে। (১) গদ্যাংশে উল্লিখিত ব্যক্তি, বস্তু, স্থান,সময় ইত্যাদি স্মরণ করতে পারবে। (২) সমগ্র কাহিনী স্মরণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) তিতুমীর ও তাঁর সৈন্য-বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কারণ নির্ণয় করতে পারবে। (২) বিষয়বস্তুর ক্রমপর্যায় সাজাতে পারবে। (৩) বিষয়বস্তুর ক্রমপর্যায়ের মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা — —	শিক্ষার্থীরা (১) স্পষ্ট উচ্চারণ ও যতি অনুসারে সরব পাঠ করতে পারবে। (২) মুখে মুখে কাহিনীটি বলতে পারবে।

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
(দুই) (গ) পাঠের উল্লে-খিত অংশের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, শব্দার্থ রচনাশৈলী ও ভাষাশিক্ষা	২	২৪-পরগনা জেলার নারকেল বেড়ে গ্রাম......অত্যাচারও কম ছিল না।	(১) এই অংশের ব্যবহৃত শব্দটির সূত্র স্মরণ করতে পারবে। (২) ঐ শব্দটির অর্থ স্মরণ করতে পারবে।	(১) এই অংশের পাঠে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। (২) এই অংশের বর্ণিত ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। (৩) এই অংশের পাঠে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের তালিকা তৈরি করতে পারবে। (৪) বিশেষ্য শব্দের আগে উপযুক্ত বিশেষণ শব্দ নির্বাচন করতে পারবে। (৫) বিশেষণ শব্দের পরে উপযুক্ত বিশেষ্য শব্দ লিখতে পারবে।	(১) পঠিত অংশে শব্দ বা বাক্যাংশেই স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার করতে পারবে। (২) এই অংশের ঐতিহাসিক বা তথ্যাদি নতুনভাবে বিন্যাস করতে পারবে। (৩) পাঠের বাইরে ঐ বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ স্বরচিত, বাক্যে ব্যবহার করতে পারবে।	
(ঘ) মর্মবস্তু উদ্ধার				(১) এই অংশের পাঠের মূল বিষয়গুলি সনাক্ত করতে পারবে (২) উল্লিখিত অংশের পাঠের সারমর্ম তৈরি করতে পারবে।		

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
(ঙ) অনুচ্ছেদ রচনা						(১) উল্লিখিত বিষয়ের কোন, ঘটনার অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারবে।
(চ) শ্রুতিলিখন ও হাতের লেখা						(১) শুনে বা নমুনা দেখে লিখতে পারবে।
(তিন) তারা ইচ্ছামত কৃষকদের নীল চাষ করতে......নারকেলবেড়েতে সৈন্য পাঠাল।						
(গ) উপরের অনুরূপ (ঘ) (ঙ) (চ)	২		উপ-একক (দুই) গ-এর ১, [illegible]-এর অনুরূপ	(১) তিতু ও তাঁর সঙ্গীদের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-গুলো আলাদা করে সনাক্ত করতে পারবে। (২) গ্রামবাসীদের ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। (৩) উপরের ১ থেকে ৫-এর অনুরূপ	উপরের অংশের অনুরূপ	উপরের অনুরূপ

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
(চার) এখানে তিনি তাঁর......		তোমাদের মানি না।				
উপরে গ থেকে চ-এর অনুরূপ	১		উপরের প্রয়োজনীয় অংশের অনুরূপ	(১) বাঁশের কেল্লা নামকরণের সার্থকতা ব্যাখ্যা করতে (২) উপরের অনুরূপ	(১) বাঁশের কেল্লার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে (২) উপরের অংশের অনুরূপ	উপরের অনুরূপ
(পাঁচ) ক্রুদ্ধ সেনাপতি দুর্গ আক্রমণের হুকুম......সংগ্রামের রাজপথে পরিণত হয়েছিল।						
উল্লিখিত অংশের পাঠে বিভিন্ন পর্যায়ে উপরের প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহের অনুরূপ।						
উপরের গ থেকে চ এর অনুরূপ	১					

একক-অভীক্ষাপত্র রচনার পরিকল্পনাপত্র
একক : বাঁশের কেল্লা

বিষয় : বাংলা
শ্রেণী : চতুর্থ

পূর্ণমান — ২০
সময় — ৩০ মিনিট

উপ-একক	উদ্দেশ্য অনুযায়ী নম্বর বিভাজন				মোট নম্বর	প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী নম্বর বিভাজন			
	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক		নৈর্ব্যক্তিক	অতিসংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত	দীর্ঘ/রচনা
(ক) লেখক পরিচিতি ও উৎস	—	১	—	—	১	০+১+০+০	—	—	—
(খ) সরব, নীরব পাঠ ও সামগ্রিক অর্থবোধ	২	১	—	—	৩	—	০+১+০+০	২+০+০+০	—
(গ) পাঠের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা, শব্দার্থ	২	৫	২	—	৯	১+০+০+০	১+০+২+০	—	০+৫+০+০
(ঘ) মর্মবস্তু	—	৩	—	—	৩	০+১+০+০	—	০+২+০+০	—
(ঙ) ভাষাশিক্ষা- সংক্রান্ত	—	২	১	—	৩	০+০+১+০	—	০+২+০+০	—
(চ) শ্রুতিলিখন ও হাতের লেখা	—	—	—	১	১	—	০+০+০+১	—	—
মোট	৪	১২	৩	১	২০	৪(৪)	৫(৫)	৬(৩)	৫(১)
শতকরা	২০	৬০	১৫	৫	১০০	৬ মিনিট	৬ মিনিট	৯ মিনিট	৯ মিনিট

	প্রশ্নসংখ্যা	মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক	৪	৪
অতিসংক্ষিপ্ত	৫	৫
সংক্ষিপ্ত	৩	৬
দীর্ঘ/রচনা	১	৫

বন্ধনীর ভিতরে সংখ্যাটি প্রশ্নসংখ্যাসূচক
বন্ধনীর বাইরে সংখ্যাটি মূল্যমানসূচক

একক অভীক্ষাপত্র

একক ঃ বাঁশের কেল্লা

পূর্ণমান—২০

বিষয়ঃ বাংলা

সময়—৩০ মিনিট

শ্রেণী ঃ চতুর্থ

নির্দেশ ঃ ১-৪ পর্যন্ত প্রশ্নের ৪টি করে উত্তর দেওয়া আছে। যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তরটির পাশের অক্ষর খাতায় লেখ। বাকী প্রশ্নের উত্তর খাতায় দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের ডান পাশে প্রশ্নটির জন্য নির্দিষ্ট মূল্যমান দেখানো হয়েছে।

১। নীলকর কথাটির অর্থ হলো— (১)

(ক) যারা কর হিসাবে নীল দেয়।
(খ) যারা নীলচাষীদের কর দেয়।
(গ) নীলচাষ করার জন্য যে কর দিতে হয়।
(ঘ) যে সাহেবরা নীল চাষ করে।

২। "বাঁশের কেল্লা" পড়ে বোঝা যায়— (১)

(ক) অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে ফল হয় না, মৃত্যুও হতে পারে।
(খ) অন্যায় অত্যাচার হলে তার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হয়।
(গ) শক্তিশালী শাসকের বিরুদ্ধে নিরীহ প্রজাদের প্রতিবাদ ব্যর্থ হবেই।
(ঘ) অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হলে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হয়।

৩। "তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল না"— কারণ (১)

(ক) তারা ইংরেজ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভে আরও দৃঢ় হলো।
(খ) তারা নিষ্ঠুর অত্যাচার ও হত্যা দেখে ভয় পেয়েছিল।
(গ) তাদের চোখে আর জল ছিল না।
(ঘ) তাদের সাহস আরও বেড়ে গেল।

৪। কোন্ শব্দটি বিশেষণ নয় (১)

(ক) স্বাধীন (খ) দেশ (গ) অনেক (ঘ) বিশাল

৫। তিতুমীরের আসল নাম কী? (১)

৬। "তোমরা অন্যায়ভাবে এ দেশের রাজা হয়েছ তোমাদের মানিনা"—এ কথাগুলি থেকে তিতু সম্বন্ধে তোমার ধারণা এককথায় লেখ। (১)

৭। বন্ধনীর শব্দের বদলে একই অর্থের একটি শব্দ বসাও · (১)

"(দুর্গের) পাহারায় থাকল দুশো জন সৈন্য"।

৮। "গ্রাম ব্যস্ত হয়ে উঠল"—এখানে গ্রাম বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে? (১)

৯। হাতের লেখা লেখ—"বাঁশের এক কেল্লা" (১)

১০। তিতুমীর যে প্রকৃতই বীর ছিলেন তার সপক্ষে দুটি কারণ দেখাও। (২)

১১। তিতুমীরের সময় প্রজাদের উপর ২টি অত্যাচারের কথা দুটি বাক্যে লেখ। (২)

১২। "শাসন" শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য তৈরি কর। (২)

১৩। তিতুমীর সাধারণ মানুষ হয়েও কি কি কারণে অসাধারণ ছিলেন তা ৫টি বাক্যে লেখ। (৫)

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব	বিষয়ঃ গণিত	বার্ষিক খেলাধূলা,
মে মাস থেকে	শ্রেণীঃ চতুর্থ	সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বাৎসরিক
আগস্ট মাস		পরিকল্পনার জন্য ৮ দিন।
মোট কার্যদিবস	প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড	অনুশীলন, মুল্যায়ন ও সংশোধনী
৭০ দিন	৬২	পাঠের জন্য প্রাপ্ত দিন ৬২

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
	পূর্বপাঠের পুনরালোচনা	৪		
১। কোটি পর্যন্ত সংখ্যা লেখা ও পড়া	(ক) এক কোটি পর্যন্ত সংখ্যা লেখা ও পড়া (কথায় ও সংখ্যায়)	২		
	খ) এক কোটি পর্যন্ত সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মানের পার্থক্য	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৭	
২। সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ ধর্ম	(ক) জোড় সংখ্যা ও বিজোড় সংখ্যা	২		
	(খ) জোড় ও বিজোড় সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম	২		
	(গ) ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি সংখ্যার সারি i) ৩, ৪ ii) ৫ ,৬ iii) ৭ ইত্যাদি	৩		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৯	
৩। কঠিনতর গুণ ও ভাগ	(ক) কঠিনতর গুণ	২		
	(খ) কঠিনতর ভাগ	২		
	(গ) বাস্তব সমস্যার সমাধান	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৪। উৎপাদকের সাহায্যে গুণ ও ভাগ	(ক) উৎপাদকের সাহায্যে গুণ	২		
	(খ) উৎপাদকের সাহায্যে ভাগ	২		
	(গ) বাস্তব সমস্যার সমাধান	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
৫। সাধারণ গুণনীয়ক ও সাধারণ গুণিতক	(ক) সাধারণ গুণনীয়ক	২		
	(খ) সাধারণ গুণিতক	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৭	
৬। গরিষ্ঠ গুণনীয়ক	(ক) গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ, সা, গু,)	১		
	(খ) গ, সা গু, নির্ণয়ের পদ্ধতি ও নির্ণয়			
	(i) দুই সংখ্যার	২		
	(ii) দুই-এর বেশি সংখ্যার	২		
	(গ) বাস্তব সমস্যার সমাধান	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	
৭। লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক	(ক) লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল, সা, গু)	২		
	(খ) ল, সা, গু নির্ণয়ের পদ্ধতি	১		
	ও নির্ণয়	২		
	(গ) বাস্তব সমস্যার সমাধান	৩		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১১	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস
মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

বিষয় ঃ গণিত
শ্রেণী ঃ চতুর্থ

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৬৩

বার্ষিক খেলাধূলা
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও
বাৎসরিক পরিকল্পনার
জন্য ৫ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠের জন্য
৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৮। ভগ্নাংশের সমতা	(ক) ভগ্নাংশের সমতার ধারণা	২		
	(খ) কোন ভগ্নাংশকে বিভিন্ন হরবিশিষ্ট করা	২		
	(গ) লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করা	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
৯। ভগ্নাংশের ছোট-বড় নির্ণয়	(ক) বিভিন্ন ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করা	২		
	(খ) বাস্তব সমস্যার সমাধান	৩		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৮	
১০। ভগ্নাংশের যোগ	(ক) ভগ্নাংশের যোগের ধারণা			
	(খ) সমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয়	২		
	(গ) অসমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয় (অনুশীলন)	৪		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
১১। ভগ্নাংশের বিয়োগ	(ক) ভগ্নাংশের বিয়োগের ধারণা	২		
	(খ) সমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের বিয়োগফল নির্ণয়			
	(গ) অসমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের বিয়োগফল—	১		
	পদ্ধতি-নির্ণয়	৩		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১২। ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের পদ্ধতি	(ক) ভগ্নাংশের যোগের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি	১		
	ও অনুশীলন	২		
	(খ) ভগ্নাংশের বিয়োগের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি	১		
	ও অনুশীলন	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
১৩। দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ	(ক) দশমিক ও ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ও অনুশীলন	২		
	(খ) দশমিক ভগ্নাংশের বিয়োগ ফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ও অনুশীলন	২		
	(গ) বাস্তব সমস্যার সমাধান	৩		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	
১৪। দশমিক-যুক্ত সংখ্যাকে পূর্ণসংখ্যা দিয়ে গুণ	(ক) বার বার যোগের পদ্ধতি ও গুণের নিয়ম	২		
	(খ) গুণের নিয়মে গুণ	২		
	(গ) বাস্তবে সমস্যার সমাধান	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

তৃতীয় পর্ব
জানুয়ারি মাস থেকে
এপ্রিল মাস
মোট কার্যদিবস
৯০ দিন

বিষয় ঃ গণিত
শ্রেণী ঃ চতুর্থ

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৭৫

বার্ষিক খেলাধূলা
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও
পরবর্তী বৎসরের পরিকল্পনার
জন্য ৫ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠের জন্য
৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
১৫। দশমিক-যুক্ত সংখ্যাকে ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে ভাগ	(ক) বার বার বিয়োগের পদ্ধতি (খ) দীর্ঘভাগ পদ্ধতি (গ) বাস্তব সমস্যার সমাধান মূল্যায়ন সংশোধনী পাঠ	২ ২ ১ ২	৭	
১৬। সাধারণ প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি	(ক) ভাগ-প্রক্রিয়ায় অবশিষ্ট থাকলে দশমিক ভগ্নাংশের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভাগফলের প্রকাশ (খ) বাস্তব সমস্যার সমাধান মূল্যায়ন সংশোধনী পাঠ	২ ২ ১ ২	৭	
১৭। দশমিক-যুক্ত সংখ্যাকে ১০, ১০০ ইত্যাদি দ্বারা গুণ ও ভাগ	(ক) দশমিকযুক্ত সংখ্যাকে ১০, ১০০ ইত্যাদি দিয়ে গুণ (খ) দশমিকযুক্ত সংখ্যাকে ১০, ১০০ ইত্যাদি দিয়ে সংক্ষিপ্ত গুণের নিয়ম (গ) দশমিকযুক্ত সংখ্যাকে ১০, ১০০ ইত্যাদি দিয়ে ভাগ (ঘ) দশমিকযুক্ত সংখ্যাকে ১০, ১০০ ইত্যাদি দিয়ে সংক্ষেপে ভাগের নিয়ম মূল্যায়ন সংশোধনী পাঠ	২ ২ ২ ২ ১ ২	১১	
১৮। গড়	(ক) গড়ের ধারণা (খ) গড় নির্ণয় (সূত্র) ও বিভিন্ন সম্পর্ক (গ) গড়ের ব্যবহার মূল্যায়ন সংশোধনী পাঠ	২ ২ ৩ ১ ২	১০	

একক	উপ-একক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
১৯। বিভিন্ন এককাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক	(ক) বিভিন্ন এককাবলীর সম্পর্ক	২		
	(খ) লঘুকরণ (দশমিক বিন্দুর স্থান পরিবর্তন করে) (i) উর্ধ্ব	২		
	(ii) নিম্ন	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
২০। পরিমাপ সম্বন্ধীয় যোগ ও বিয়োগ	(ক) পরিমাপ সম্বন্ধীয় যোগ	২		
	(খ) পরিমাপ সম্বন্ধীয় বিয়োগ	২		
	(গ) বাস্তব সমস্যার সমাধান	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
২২। তল, সমতল, অসমতল, বক্রতল	(ক) ঘনবস্তুর পরিচিত	২		
	(খ) তল, সমতল, অসমতল, বক্রতল	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
২৩। সাম-তলিক ক্ষেত্র	(ক) বস্তুর সাহায্যে আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি অঙ্কন	৩		
	(খ) বিভিন্ন সামতলিক ক্ষেত্রের সনাক্তকরণ	২		
	মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	

সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ-একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী—চতুর্থ বিষয়—গণিত বিষয়—শাখা একক-সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ ধর্ম

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন-সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
(ক) জোড় ও বিজোড় সংখ্যা	২	শিক্ষার্থীরা সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে সমর্থ	শিক্ষার্থীরা (i) জোড় ও বিজোড় শব্দের অর্থ স্মরণ করতে পারবে (ii) জোড় ও বিজোড় সংখ্যা চিনতে পারবে	শিক্ষার্থীরা (i) ১ থেকে পরপর সংখ্যার দুটি করে দল তৈরি করতে পারবে (ii) প্রতি দলের প্রথম ও শেষ সংখ্যা ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষের বৈশিষ্ট্য তুলনা করতে পারবে (iii) পার্থক্য অনুযায়ী প্রথম সংখ্যাগুলি ও শেষ সংখ্যা-গুলির সারি তৈরি করতে পারবে	শিক্ষার্থীরা (i) প্রতিটি জোড় সংখ্যার সাথে ১ যোগ বা বিয়োগ করলে বিজোড় সংখ্যা হয় তা প্রতিপন্ন করতে পারবে (ii) প্রতিটি বিজোড় সংখ্যার সাথে ১ যোগ বা বিয়োগ করলে জোড় সংখ্যা হয় তা প্রতিপন্ন করতে পারবে (iii) প্রতিটি জোড় বা বিজোড় সংখ্যার সাথে ২ যোগ বা বিয়োগ করলে যথাক্রমে পরবর্তী বা পূর্ববর্তী জোড় বা বিজোড় সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা প্রতিপন্ন করতে পারবে	শিক্ষার্থীরা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন-সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
		শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা
(খ) জোড় ও বিজোড় সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম	২		(i) দুটি জোড় বা বিজোড় সংখ্যার যোগ বা বিয়োগ-ফলের ধর্ম স্মরণ করতে পারবে (ii) জোড় ও বিজোড় সংখ্যার যোগ ও বিয়োগফলের ধর্ম স্মরণ করতে পারবে	(i) যে-কোন দুটি জোড় বা বিজোড় সংখ্যার যোগফল ৪ বিয়োগফলের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবে (ii) যে-কোন দুটি জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বা বিজোড় ও জোড় সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ-ফলের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবে	(i) তিনটি বা তার বেশি জোড় সংখ্যার যোগ ফলের ধর্ম প্রতিপন্ন করতে পারবে (ii) তিনটি বা বিজোড় সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার যোগফলের ধর্ম সামান্যীকরণ করতে পারবে (iii) চারটি বা তার বেশি সংখ্যক বা বিজোড় সংখ্যার যোগফলের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করতে পারবে	

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন-সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
(গ) ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি সংখ্যার	৩	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা (i) ১ থেকে পর পর সংখ্যার ৩টি, ৪টি, ৫টি, ৬টি, ৭টি ইত্যাদি করে দল তৈরি করতে পারবে (ii) প্রতি দলের শেষ সংখ্যাটি নিয়ে সারি তৈরি করতে পারবে (যেমন ৩টি করে দলের শেষ সংখ্যাটি নিয়ে সারি) (iii) এই সারির প্রতিটি সংখ্যা ৩ দিয়ে (তেমনি ৪-এর দলের শেষ সংখ্যাটি নিয়ে সারি ৪ দিয়ে... ইত্যাদি বিভাজ্য হবে তা নিরূপণ করতে পারবে	শিক্ষার্থীরা (i) ৭-এর চেয়ে বড় যে-কোন সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার সারি তৈরি করতে প্যারবে	শিক্ষার্থীরা

একক অভীক্ষাপত্র রচনার পরিকল্পনাপত্র

শ্রেণী—চতুর্থ
বিষয়—গণিত

একক সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম
নম্বর—২০
সময়—৩০ মিঃ

উপ-একক অনুসারে নম্বর বিভাজন		সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন				প্রশ্নের ধরন অনুসারে নম্বর বিভাজন				
উপ-এককের সংখ্যা ও বিবরণ	নম্বর	জ্ঞান-মূলক	বোধ-মূলক	প্রয়োগ-মূলক	দক্ষতা-মূলক	নৈঃ	অঃ সঃ উঃ	সঃ উঃ	রঃ উঃ	মোট
ক) জোড় ও বিজোড় সংখ্যা	৮	২	৩	৩	-	২+০+০+০	০+৩+০+০	০+০+৩+০		৮
খ) জোড় ও বিজোড় সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম	৬		৩	৩	-			০+৩+৩+০		৬
গ) ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার সারি	৬		৫	১	-	০+১+০+০	০+১+০+০		০+৪+০+০	৬
মোট	২০	২	১১	৭	-	৩ (৩)	৪ (৪)	৯ (৩)	৪ (১)	২০ (১১)
শতকরা	১০০	১০	৫৫	৩৫	-	১৫	২০	৪৫	২০	১০০
সময় (মিনিট)						৫	৬	১২	৭	৩০

	প্রশ্নসংখ্যা	মূল্যমান
নৈর্ব্যক্তিক	৩	৩
অঃ সঃ উঃ	৪	৪
সঃ উঃ	৩	৯
প্রঃ রঃ	১	৪

একক অভীক্ষাপত্র

বিষয়—গণিত | একক সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম
শ্রেণী—চতুর্থ | পূর্ণমান—২০
সময়—৩০ মিঃ

(নির্দেশঃ ১-৩ পর্যন্ত প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। এর মধ্যে একটি উত্তর ঠিক। ঠিক উত্তরটির পাশের অক্ষরটি খাতায় লেখ। বাকি প্রশ্নের প্রয়োজনীয় উত্তর খাতায় দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ডান পাশে তার জন্য নির্দিষ্ট নম্বর বা মান দেওয়া হয়েছে।)

১। ৫, ৮, ৯ ও ১১-এর মধ্যে জোড় যে সংখ্যাটি হবে তা হলো
(ক) ৫ (খ) ৮
(গ) ৯ (ঘ) ১১ (১)

২। ১১ থেকে ১৯-এর মধ্যে যে কয়টি জোড়া সংখ্যা আছে তাদের সংখ্যা হলো
(ক) ৪ (খ) ৫
(গ) ৮ (ঘ) ৯ (১)

৩। ৪ থেকে ১৫-এর মধ্যে ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলির যোগফল হলো
(ক) ৫ (খ) ১০
(গ) ১৫ (ঘ) ২০ (১)

৪। ৯-এর পরবর্তী বিজোড় সংখ্যাটি কত? (১)

৫। ৬-এর পূর্ববর্তী বিজোড় সংখ্যাটি কত? (১)

৬। শূন্যস্থান পূরণ করঃ ১৯ হল একটি - - - সংখ্যা। (১)

৭। শূন্যস্থান পূরণ করঃ ৮ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার সারি ৮- - - ৩২, ৪০ ইত্যাদি

৮। ১৯ থেকে ২৫-এর মধ্যে ২ দিয়ে ভাগ করা যায় না এমন সংখ্যাগুলির যোগফল কত? (৩)

৯। ৫, ৭ ও ৮-এর যোগফলের সাথে কমপক্ষে কত যোগ করলে যোগফল বিজোড় হবে? (৩)

১০। তিনটি জোড় সংখ্যা নাও। প্রমাণ কর যে তাদের যোগফল জোড় (৩)

১১। ৩ দ্বারা বিভাজ্য সারির প্রথম ৪টি সংখ্যা লেখ। ৬ দ্বারা বিভাজ্য সারির প্রথম ৩টি সংখ্যা লেখ। এদের মধ্যে কোন্ কোন সংখ্যা একই সাথে ৩ ও ৬ দ্বারা বিভাজ্য? (৪)

প্রশ্নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

১। জ্ঞানমূলক নৈর্ব্যক্তিক
২। বোধমূলক "
৩। বোধমূলক অতিসংক্ষিপ্ত
৪। জ্ঞানমূলক "
৫। প্রয়োগমূলক "
৬। বোধমূলক সংক্ষিপ্ত
৭। প্রয়োগমূলক সংক্ষিপ্ত
৮। বোধমূলক দীর্ঘ উত্তরধর্মী

পর্ব ভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব
মে মাস থেকে
আগস্ট মাস
মোট কার্যদিবস
৭০ দিন

বিষয় ঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৩০

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য ৮ দিন। পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ ৬২ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১। জীব প্রাণী	(ক) সজীব ও নির্জীব বৈশিষ্ট্য (খ) জীবের শ্রেণী-বিভাগ	২		
	(গ) প্রাণীর বিভিন্ন প্রকারভেদ মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী	২ ২		
	(ঘ) প্রাণীদের পরস্পর নির্ভরতা	১		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	
২। উদ্ভিদ	(ক) উদ্ভিদের স্থূল প্রকারভেদ	২		
	(খ) বীজের অঙ্কুরোদ্গম, শর্ত	২		
	(গ) উদ্ভিদের খাদ্য	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
৩। উদ্ভিদের অবদান	(ক) খাদ্য উৎপাদন	১		
	(খ) অক্সিজেন উৎপাদন (গ) কার্বনডাই-অক্সাইড শোষণ	২		
	(ঘ) বাতাসের দূষণ রোধ	১		
	(ঙ) মৃত্তিকায় ক্ষয় নিবারণ (চ) বন্যা প্রতিরোধ	২		
	(ছ) জৈব সার যোগ (জ) বাষ্প মোচন	১		
	(ঝ) ছায়া দান (ঞ) আশ্রয় দান	১		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১১	

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস
মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

বিষয় ঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
২৯

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক
কাজকর্মের জন্য ৫ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠ ৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৪। বিভিন্ন-প্রকার শক্তি ও তার ব্যবহার	(ক) কাজ ও শক্তি (খ) প্রাকৃতিক শক্তি	২		
	(গ) বায়ুশক্তি	১		
	(ঘ) জলশক্তি	১		
	(ঙ) তাপশক্তি (চ) বাষ্পশক্তি	৩		
	(ছ) বৈদ্যুতিক শক্তি	১		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১১	
৫। (i) তাপের প্রভাব	(ক) উষ্ণতার ধারণা	১		
	(খ) তাপ প্রয়োগ/হ্রাসে বস্তুর আয়তন বাড়ে বা কমে	২		
	(গ) তাপে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৮	
(ii) তাপের প্রভাব	(ক) থার্মোমিটারের প্রয়োজনীয়তা	১		
	(খ) বিভিন্ন থার্মোমিটার	১		
	(গ) সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারের স্কেল	২		
	(ঘ) জলের বাষ্পায়ন	১		
	(ঙ) মেঘের উৎপত্তি	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	

তৃতীয় পর্ব জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস মোট কার্যদিবস ৯০ দিন	বিষয় ঃ **প্রকৃতি বিজ্ঞান** শ্রেণী ঃ চতুর্থ প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড ৪০	খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও বাৎসরিক পরিকল্পনার জন্য ১৫ দিন। পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ ৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৬। আকাশ	ক) নক্ষত্র { পরিচয়	১		
	সূর্য	২		
	অন্যান্য নক্ষত্র	২		
	খ) গ্রহ			
	i) ক্রমিক অবস্থান			
	ii) দূরত্ব	২		
	গ) উপগ্রহ চাঁদ	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১২	
৭।পৃথিবীর (আহ্নিক ও বার্ষিক) গতি	ক) আহ্নিক ও বার্ষিক গতি	২		
	খ) দিবা রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি	২		
	গ) ঋতু পরিবর্তন	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৮	
৮। শ্বাসকার্য	ক) শ্বাসকার্যের ধারণা	২		
	খ) ফুসফুস ও তার কাজ	২		
	গ) শক্তি সঞ্চারের (দহন ক্রিয়ার) শর্ত	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৯	
৯। রক্ত সঞ্চালন	ক) রক্ত	২		
	খ) হৃৎপিণ্ড	২		
	গ) হৃৎপিণ্ডের কাজ সঞ্চালন	২		
১০। পঞ্চ ইন্দ্রিয়	ক) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১১	

সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ-একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী ঃ চতুর্থ

বিষয় ঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান

একক ঃ জীব প্রাণী

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
(ক) সজীব ও নির্জীব বৈশিষ্ট্য	১	শিক্ষার্থীরা পরিবেশে বিভিন্ন বস্তু চিনতে সমর্থ	শিক্ষার্থীরা (১) পরিবেশে বিভিন্ন সজীব ও নির্জীব বস্তু চিনতে পারবে। (২) সজীব ও নির্জীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য স্মরণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) সজীব ও নির্জীব বস্তুর উদাহরণ দিতে পারবে। (২) সাধারণ লক্ষণের ভিত্তিতে সজীব ও নির্জীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে পারবে। (৩) সজীব ও নির্জীব বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। (৪) পরিবেশে সজীব ও নির্জীব বস্তুকে সনাক্ত করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) কোন অজানা বস্তু কোন শ্রেণীভুক্ত বিশ্লেষণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) বিভিন্ন ধরনের বস্তুর চিত্র আঁকতে পারবে।

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
		শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা (৫) সজীব বস্তু যে নির্জীব বস্তুতে মৃত্যুর পর পরিণত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা
(খ) জীবের শ্রেণী বিভাগ	১		(১) উদ্ভিদ চিনতে পারবে। (২) প্রাণী চিনতে পারবে। (৩) উদ্ভিদ ও প্রাণীর মূল বৈশিষ্ট্য স্মরণ করতে পারবে।	(১) প্রাণী ও উদ্ভিদের মূল বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবে। (২) পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদকে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবে। (৩) ঐ প্রাণী ও উদ্ভিদের তালিকা করতে পারবে।	(১) কোন অজানা বস্তু কোন শ্রেণী ভুক্ত বিশ্লেষণ করতে পারবে।	(১) বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের চিত্র আঁকতে পারবে।

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
(গ) প্রাণীর প্রকার-ভেদ (i) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী	২ ২	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা (১) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীকে চিনতে পারবে। (২) ঐ প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) উদাহরণ দিতে পারবে। (২) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবে। (৩) পরিবেশের বিভিন্ন প্রাণীকে এই শ্রেণীতে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবে। (তালিকা করতে)	শিক্ষার্থীরা (১) কোন অচেনা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ছবি আঁকতে পারবে।

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
		শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা
(গ) তাদের প্রকার-ভেদ	২		(১) মেরুদণ্ডী ও অমেরু-দণ্ডী প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস স্মরণ করতে পারবে। (২) তাদের চিনতে পারবে। (৩) তাদের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করতে পারবে।	(১) বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের উদাহরণ দিতে পারবে। (২) ঐ প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবে। (৩) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণী-বিন্যাস করতে পারবে।		(১) বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর ছবি আঁকতে পারবে।
(ঘ) প্রাণীদের পরস্পর নির্ভরতা	১		(১) উপকারী ও অপকারী প্রাণী চিনতে পারবে।	(১) মানুষের পক্ষে উপকারী ও অপকারী প্রাণীর শ্রেণী-বিন্যাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। (২) প্রাণীদের পরস্পর নির্ভরতার কারণ নির্ণয় করতে পারবে।	(১) পরিবেশের কোন প্রাণীর অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবে।	

একক-অভীক্ষাপত্র রচনার পরিকল্পনাপত্র

শ্রেণী : চতুর্থ   বিষয় : প্রকৃতি বিজ্ঞান   একক : জীব-প্রাণী   নম্বর : ২০   সময় : ৩০ মিঃ

উপ-একক অনুসারে নম্বর বিভাজন		সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন				প্রশ্নের ধরন অনুসারে নম্বর বিভাজন			
উপ-এককের সংখ্যা ও বিবরণ	নম্বর	জ্ঞান-মূলক	বোধ-মূলক	প্রয়োগ-মূলক	দক্ষতা-মূলক	নৈর্ব্যক্তিক-	অঃ সঃ উঃ	সঃ.উঃ	রঃ ধঃ
(ক) সজীব ও নির্জীব	৪	১	৩	—	—	১+০+০+০	০+১+০+০	০+২+০+০	—
(খ) শ্রেণী ও বিভাগ	৩	২	১	—	—	১.+১+০+০	১+০+০+০	—	—
(গ) প্রাণীর প্রকারভেদ (i)	৫	৪	১	—	—		০+১+০+০	—	—
(ii)	৫	২	৩	—	—	২+০+০+	০+১+০+০	০+২+০+০	—
(ঘ) পরস্পর নির্ভরতা	৩	১	—	২	—		১+০+০+০	০+০+২+০	—
মোট	২০	১০	৮	২	—	৫	৫	৬	৪
শতকরা	১০০	৫০	৪০	১০	—	২৫	২৫	৩০	২০
সময়						৫	৫	১২	৮

	প্রশ্ন সংখ্যা	মূল্যমান
নৈর্ব্যক্তিক	৫	৫
অঃ সঃ উঃ	৫	৫
সঃ উঃ	৩	৬
রঃ ধঃ	১	৪
	১৪	২০

একক অভীক্ষাপত্র

বিষয়—প্রকৃতি বিজ্ঞান

শ্রেণী ঃ চতুর্থ

পূর্ণমান—২০
সময়—৩০ মিঃ

[নির্দেশ ঃ ১—৫ পর্যন্ত প্রশ্নের ৪টি করে উত্তর দেওয়া আছে। এর মধ্যে একটি উত্তর সঠিক। সঠিক উত্তরটির পাশের অক্ষরটি খাতায় লেখ। বাকী প্রশ্নের প্রয়োজনীয় উত্তর খাতায় দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের ডান পাশে তার জন্য নির্দিষ্ট নম্বর বা মান দেওয়া আছে।]

১। নীচের কোন্ বস্তুটি সজীব নয়? ১

(ক) পাখী
(খ) সাপ
(গ) স্যাওলা
(ঘ) কাঠের গুড়ি

২। নীচের কোন্ বস্তুটি উদ্ভিদ? ১

(ক) ব্যাঙ
(খ) ছাতা
(গ) ব্যাঙের ছাতা
(ঘ) ব্যাঙাচি

৩। নীচের কোনটি প্রাণী? ১

(ক) কুমড়া
(খ) কেন্নো
(গ) কচু
(ঘ) করমচা

৪। মেরুদণ্ডী হলেও স্তন্যপায়ী নয় এমন একটি প্রাণী হলো? ১

(ক) কুকুর
(খ) বেড়াল
(গ) পাখী
(ঘ) ছাগল

৫। অঙ্গবীমাল-এর একটি উদাহরণ হলো? ১

(ক) শামুক
(খ) গুগলী
(গ) কেঁচো
(ঘ) ঝিনুক

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ?

(ক) জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ হল জীব নিজেদের মত — — — জন্মদান করে। ১

(খ) টিকটিকি — — জাতীয় প্রাণী কারণ — — বুকে — — চলে। ১

(গ) মশা অপকারী প্রাণী কারণ মশা — — জীবাণু আমাদের — — প্রবেশ করিয়ে দেয়। ১

৭। প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রধান পার্থক্য কি ? ১

৮। একটি মেরুদণ্ডী ও একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উদাহরণ দাও। ১

৯। সজীব বস্তুর দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ, যা নির্জীব বস্তুর বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। ২

১০। মশাকে কেন পতঙ্গ বলা হয় লেখ। ২

১১। কাক আমাদের উপকার করে — এ কথার সপক্ষে যুক্তি দাও। ২

১২। মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাদের বলে ? ৪

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

১ পর্ব
মে মাস থেকে
আগস্ট মাস
মোট কার্যদিবস
৭০ দিন

বিষয় ঃ সামাজিক পরিবেশ
ইতিহাস
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড ১৬.

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক
কাজকর্মের জন্য ৮ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠ ৬২ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১। পুরানো যুগের কথা	পুরানো যুগের কথা	১		
২। লোহার যুগ	লোহার যুগ	২		
৩। কারখানা	কারখানা	১		
	১-৩ একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
৪। দেশে দেশে নতুন সভ্যতা	(ক) ভূমিকা	১		
	(খ) গ্রীসে	১		
	(গ) রোমে	১		
	(ঘ) পারস্যে	১		
	(ঙ) আর্যদের বসতি ভারতে	২		
	(চ) চীন	১		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস
মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

বিষয় ঃ সামাজিক পরিবেশ
ইতিহাস
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
১৬

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক
কাজকর্মের জন্য ৫ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠ ৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১। দেশে	(ক) ভূমিকা	১		
দেশে	(খ) গ্রীক সাম্রাজ্যের কথা	১		
সাম্রাজ্য	(গ) রোম সাম্রাজ্যের কথা	১		
	(ঘ) পারস্য সাম্রাজ্যের কথা	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
	(ঙ) ভারতের কথা—			
	(ক) আলেকজান্ডার ও মৌর্য যুগ	১		
	(খ) কুষাণ ও গুপ্ত যুগ	১		
	(গ) গুপ্ত পরবর্তী যুগ	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
২। দেশে দেশে জ্ঞানী গুণী মানুষের কথা	(ক) ভূমিকা, জরাথুষ্ট্র ও সক্রেটিস	১		
	(খ) কনফুসিয়াস ও মহাবীর	১		
	(গ) গৌতম বুদ্ধ ও যীশুখ্রষ্ট	১		
	এক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	

তৃতীয় পর্ব
জানুয়ারী মাস থেকে
এপ্রিল মাস
মোট কার্যদিবস
৯০ দিন

বিষয় ঃ **ইতিহাস**
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
১৭

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও বাৎসরিক পরিকল্পনার জন্য ১৫ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ ৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১। দেশে দেশে জ্ঞানী গুণী মানুষের কথা	(ঘ) হজরত মোহাম্মদ ও ভারত	১		
	(ঙ) নানক ও কবীর	১		
	(চ) শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী-পাঠ	১	৫	
২। শিল্প সংস্কৃতির স্রষ্টা মানুষ	(ক) ভূমিকা ও গ্রীস	১		
	(খ) রোম ও সিন্ধু সভ্যতা	১		
	(গ) আর্যদের জীবন	১		
	(ঘ) ভারতের স্থাপত্য ও সঙ্গীত চর্চা	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৭	
৩। মধ্যযুগে সভ্যতার অবদান	(ক) মধ্যযুগে সভ্যতার অবদান	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	

সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ-একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী ঃ চতুর্থ   বিষয় ঃ ইতিহাস   একক ঃ দেশে দেশে জ্ঞানীগুণী মানুষের কথা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন-সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
১। ভূমিকা	১	শিক্ষার্থীরা তৃতীয় শ্রেণীতে ধর্মের উৎপত্তি পূজাপার্বণ ও চতর্থ শ্রেণীতে দেশে দেশে সাম্রাজ্যের কথা সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানুষ ধর্মের উপর কেন নির্ভরশীল হয়েছিল, পুরোহিত ও অভিজাতরা কিভাবে প্রচুর ক্ষমতা ও সম্পদ লাভ করে এবং তাদের লোভ কিভাবে সমাজ ও দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল প্রভৃতি ধারণা নিজ ভাষায় প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব জীবনে পুরোহিত ও উচ্চশ্রেণীর লোভ কিভাবে সমাজে শ্রেণী শ্রেণীতে অশান্তি ডেকে আনে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন-সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
২। জরাথুষ্ট্র ও সক্রেটিস	১	শিক্ষার্থীরা ঐ	শিক্ষার্থীরা জরাথুষ্ট্র ও সক্রেটিসের নাম, তাঁদের জন্মস্থান, ও বাণীগুলি স্মরণ করতে পারবে। প্রদত্ত মানচিত্রে ভৌগোলিক স্থানগুলি নির্দেশ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা গণশিক্ষা কেন দরকার এবং যুক্তির প্রয়োজনীয়তা তা কি তা যাচাই করতে পারবে। তাদের বাণীগুলি তুলনা করতে পারবে। জীবনে যৌক্তিকতা বুঝতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা শিক্ষিত মানুষ যুক্তির সাহায্যে অন্যায়ের মোকাবিলা করতে পারে এ তথ্যের যথার্থতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। তাদের বাণীগুলির বর্তমান জীবনে যৌক্তিকতা বুঝতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা তাঁদের বাণীগুলি নিয়ে চার্ট ইত্যাদি বানাতে পারবে।
৩। কনফুসিয়াস ও মহাবীর	১	ঐ	কনফুসিয়াস ও মহাবীরের নাম, পেশা, দেশের নাম, বাণী, ধর্মের নাম, ধর্মগ্রন্থ ও ভৌগোলিক স্থান স্মরণ ও মানচিত্রে নির্দেশ করতে পারবে। সৎ চরিত্রের সংজ্ঞা কি তা স্মরণ করতে পারবে।	মানুষ প্রকৃত মানুষ কিভাবে হয়ে উঠে, পারিবারিক জীবন কিভাবে সুখী হয়, শাসনের মূলমন্ত্র কি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	তাঁদের বাণীগুলির বর্তমান জীবনে কতখানি প্রয়োগ করা বা গ্রহণ করা যেতে যেতে পারে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।	ঐ

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন-সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
৪। যীশুখৃষ্ট ও গৌতম বুদ্ধ	১	শিক্ষার্থীরা জরাথুষ্ট্র, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস ও মহাবীরের উপদেশের নানা দিক সম্বন্ধে শিখন-সামর্থ্য অর্জন করেছে।	শিক্ষার্থীরা গৌতম বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, জন্মস্থান, রাজবংশ, ধর্ম, ভাষা, উপদেশ, ধর্মগ্রন্থ, ও পার্শ্ববর্তী দেশের নাম এবং অন্যান্য ঘটনা স্মরণ করতে ও মানচিত্রে স্থানগুলি নির্দেশ করতে পারে।	শিক্ষার্থীরা বুদ্ধের নানা নামের : কারণ, মানুষের দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা, ও মুক্তির উপায় কি তা ব্যাখ্যা করতে এবং উভয়ের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ঈশ্বরকে ডাকতে অনুষ্ঠানের কেন প্রয়োজন নেই তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে।	শিক্ষার্থীরা গৌতম বুদ্ধ ও যীশুখৃষ্টের বাণী কতখানি বর্তমান জীবনে প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।	শিক্ষার্থীরা চার্ট ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে।

একক অভীক্ষাপত্র রচনার পরিকল্পনাপত্র

শ্রেণী — চতুর্থ
সময় — ইতিহাস / সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি

একক — দেশে দেশে জ্ঞানীগুণী মানুষের কথা
নম্বর — ২৫
সময় — ৩০ মিঃ

উপ-একক অনুসারে নম্বর বিভাজন		সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন				প্রশ্নের ধরন অনুসারে নম্বর বিভাজন			
উপ-এককের সংখ্যা ও বিবরণ	নম্বর	জ্ঞান-মূলক	বোধ-মূলক	প্রয়োগ-মূলক	দক্ষতা-মূলক	নৈঃ	অঃ সঃ উঃ	সঃ উঃ	রঃ ধঃ
ক) ভূমিকা	২	—	২	—	—			০+২+০+০	
খ) জরাথুষ্ট্র ও সক্রেটিস	৪	২	১	—	১	০+১+০+০	০+০+০+১	২+০+০+০	
গ) কনফুসিয়াস ও সক্রেটিস	১০	৫	২	২	১	১+০+০+০	০+০+০+১	০+২+২+০	৪+০+০+০
ঘ) যীশুখ্রীষ্ট ও বুদ্ধ	৯	৬	৩	—	—	২+১+০+০		০+২+০+০	৪+০+০+০
মোট	২৫	১৩	৮	২	২	৫ (৫)	২ (২)	১০ (৫)	৮ (২)
শতকরা	১০০	৫২	৩২	৮	৮	৬ মিনিট	২ মিনিট	১২ মিনিট	১০ মিনিট

প্রশ্নের ধরন	প্রশ্নের সংখ্যা	মূল্যমান
নৈঃ-নৈর্ব্যক্তিক	৫	৫
অঃ সঃ উঃ অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	২	২
সঃ উঃ—সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	৫	১০
রঃ ধঃ—সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী	২	৮

সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি

বিষয় ঃ ইতিহাস — একক - "দেশে দেশে জ্ঞানীগুণী মানুষের কথা"

শ্রেণী ঃ চতুর্থ

পূর্ণমান—২৫

সময়—৩০ মিঃ

[নির্দেশ ঃ— ১-৫ পর্যন্ত প্রশ্নের ৪টি করে উত্তর দেওয়া আছে। যার মধ্যে একটি মাত্র সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তরটির পাশের অক্ষর খাতায় লেখ। বাকী প্রশ্নের উত্তর খাতায় দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের ডান পাশে প্রশ্নটির জন্য নির্দিষ্ট মূল্যমান দেখানো হয়েছে।]

৫×১=৫

১। সক্রেটিসের 'জ্ঞানই পূণ্য' কথার তাৎপর্য হল–

ক) শিক্ষার আলোতে অন্যায় পালিয়ে যায়।

খ) শিক্ষার আলোতে শত্রুকে বন্ধু করা যায়।

গ) শিক্ষার আলোতে দেশশাসন করা যায়।

ঘ) শিক্ষার আলোতে ভগবানকে লাভ করা যায়।

২। মহাবীরের প্রচারিত ধর্মমতকে বলা হয়–

ক) ইসলাম ধর্ম

খ) শিখধর্ম

গ) জৈনধর্ম

ঘ) খ্রীষ্টধর্ম

৩। বুদ্ধদেব যে ভাষায় ধর্মপ্রচার করেন তা হল–

ক) বাংলা ভাষা

খ) পালি ভাষা

গ) হিন্দী ভাষা

ঘ) পাঞ্জাবী ভাষা

৪। যীশুখ্রীষ্ট যে শহরে জন্মেছিলেন তার নাম লেখ—

ক) কপিলাবস্তু

খ) অমৃতসর

গ) মক্কা

ঘ) বেথলেহেম

৫। 'বুদ্ধ' শব্দের মূলকথা হল—

ক) আকাঙ্ক্ষার বিনাশ করা।

খ) জ্ঞান লাভ করা।

গ) হিংসা না করা।

ঘ) সৎ কর্ম করা।

৬। নীচের প্রশ্নগুলির ২ অথবা ৩টি বাক্যের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ ৫×২=১০

ক) সমাজে পুরোহিত ও অভিজাতদের অত্যধিক লোভের ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

খ) জরাথুস্ট্রের প্রধান বাণীগুলি কি ছিল ?

গ) মহাবীরের ধর্মমতকে জৈনধর্ম বলা হয় কেন ?

ঘ) কনফুসিয়াসের যে বাণীগুলি এখনও আমাদের জীবনে দরকার এমন দুটি বাণী লেখ।

ঙ) বুদ্ধদেবের মতে মানুষের মুক্তি কিভাবে ঘটবে ?

অথবা

বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টের নির্দেশগুলির মধ্যে মিল কোথায় ?

৭। কমপক্ষে ৫ অথবা ৬টি বাক্যে উত্তর দাও ঃ ২×৪=৮

ক) কনফুসিয়াসের নতুন ৩টি বাণী বর্ণনা কর।

খ) যীশুখ্রীষ্ট মানুষের মঙ্গলের জন্য কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন ?

৮। জরাথুষ্ট্র ও মহাবীরের বাণীগুলির উপর একটি চার্ট তৈরি কর। ২×১=২

ইতিহাস

চতুর্থ শ্রেণী

পূর্ণমান—২৫
সময়—৩০ মিঃ

কোন প্রশ্নের বিকল্প নেই। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যমান পার্শ্বেই লেখা আছে।

১। সক্রেটিসের জ্ঞানই পূণ্য কথার তাৎপর্য হোল— ৭×১=৭
ক) শিক্ষার আলোতে অন্যায় পালিয়ে যায়।
খ) শিক্ষার আলোতে শত্রুকে বন্ধু করা যায়।
গ) শিক্ষার আলোতে দেশ শাসন করা যায়।
ঘ) শিক্ষার আলোতে ভগবানকে লাভ করা যায়।

২। মহাবীরের প্রচারিত ধর্মমতকে বলা হতো—
ক) ইসলাম ধর্ম
খ) শিখধর্ম
গ) জৈনধর্ম
ঘ) খ্রীষ্টধর্ম

৩। বুদ্ধদেব যে ভাষায় ধর্মপ্রচার করেন তা ছিল—
ক) বাংলা ভাষা
খ) পালি ভাষা
গ) হিন্দী ভাষা
ঘ) আরবী ভাষা

৪। অশোক ছাড়া অন্যজন যাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি হলেন—
ক) মহাবীর
খ) কণিষ্ক
গ) সিদ্ধার্থ
ঘ) কবীর

৫। যীশুখ্রীষ্ট যে শহরে জন্মেছিলেন তার নাম ছিল—
ক) কপিলাবস্তু
খ) গ্রীস
গ) মক্কা
ঘ) বেথলেহেম

৬। যীশুর উপদেশ যে বইয়ে লেখা আছে তার নাম হোল—
ক) গ্রন্থসাহেব
খ) কোরান
গ) বাইবেল
ঘ) ত্রিপিটক

৭। 'বুদ্ধ' শব্দের মূলকথা হোল—
ক) আকাঙক্ষার বিনাশ করা।
খ) জ্ঞান লাভ করা।
গ) হিংসা না করা।
ঘ) সৎকর্ম করা।

২। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—(২ অথবা ৩টি বাক্যের সাহায্যে) ৫×২=১০
ক) সমাজে পুরোহিত ও অভিজাতদের অত্যধিক লোভের কি ফল হয়েছিল ?
খ) জরাথুস্ট্রের প্রধান বাণী কি ছিল ?
গ) মহাবীরের ধর্মমতকে জৈনধর্ম বলা হয় কেন ?
ঘ) কনফুসিয়াসের যে বাণীগুলি এখনও আমাদের কাজে লাগতে পারে এমন দুটি বাণী লিখ।
ঙ) বুদ্ধদেবের মতে মানুষের মুক্তি কিভাবে ঘটতে পারে ?

অথবা

বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে মিল কোথায় ছিল ?

৩। কমপক্ষে ৫ অথবা ৬টি বাক্যে উত্তর দাও ঃ— ১×৪=৪
ক) যীশুখ্রীষ্ট মানুষের মঙ্গলের জন্য কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন ?

৪। প্রদত্ত মানচিত্রে গ্রীস, চীন, জাপান ও পারস্য নির্দেশ কর ঃ— ১×৪=৪
জরাথুস্ট্র, বুদ্ধ ও মহাবীরের বাণীগুলির উপর একটি চার্ট তৈরি কর।

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব
মে মাস থেকে
আগস্ট মাস
মোট কার্যদিবস
৭০ দিন

বিষয় ঃ সামাজিক পরিবেশ
ভূগোল
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড ১৮

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য ৮ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ ৬২ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
১। রাজ্যের কথা	ক) রাজ্যের কথা	১		
	খ) কৃষিজ ফসল— ধান, গম ও পাট	১		
	গ) কৃষিজ ফসল আখ, চা, তরিতরকারী,ফলমূল ইত্যাদি	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
২। বনজ দ্রব্য	ক) পার্বত্য অঞ্চল ও মালভূমি অঞ্চল	১		
	খ) সুন্দরবন অঞ্চল	১		
৩। খনিজ দ্রব্য	ক) কয়লা, লোহা, এ্যালুমিনিয়াম, তামা, চীনামাটি ইত্যাদি	১		
	২ ও ৩ একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
৪। শিল্প	ক) শিল্পের শ্রেণীভেদ— কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, বৃহৎশিল্প	১		
	খ) পাটশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প ও বস্ত্রশিল্প	১		
	গ) রেশম শিল্প, চা শিল্প	১		
	ঘ) বিদ্যুৎ শিল্প, জল-বিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ	২		
	ঙ) কৃষি ও শিল্পে উন্নতির চেষ্টা	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	
			১৮	

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস
মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

বিষয় ঃ সামাজিক পরিবেশ
ভূগোল
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড ১৬

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক
কাজকর্মের জন্য ৫ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠ ৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৫। প্রধান প্রধান জীবিকা	ক) জীবিকার সংজ্ঞা ও বিভিন্ন প্রকার জীবিকা	১		
	খ) শিক্ষা ও প্রশাসন	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৪	
৬। দেশের কথা	ক) ভারতের ভূপ্রকৃতি	১		
	খ) ভারতের নদনদী	১		
	গ) প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
৭। বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য	ক) ভূমিকা, ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা	১		
	খ) কফি, চা, রবার	১		
	গ) কৃষির উপর জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাব	১		
৮। জলের ব্যবহার	ক) প্রয়োজনীয়তা ও উৎস	১		
	খ) কৃষিতে জলের ব্যবহার ও পরিবেশ	১		
	৭ ও ৮ একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	

তৃতীয় পর্ব
জানুয়ারী মাস থেকে
এপ্রিল মাস
মোট কার্যদিবস
৯০ দিন

বিষয় ঃ সামাজিক পরিবেশ
ভূগোল
শ্রেণী ঃ চতুর্থ
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড ১৬

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক
কাজকর্ম ও বাৎসরিক
পরিকল্পনার জন্য ১৫ দিন।
পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠ ৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	মোট পিরিয়ড	মন্তব্য
৯। কৃষির বিকাশ	ক) স্বাধীনতার পর	১		
	খ) সেচ, সারের ব্যবহার ও পরিবেশ চিন্তা	১		
১০। ভারতের খনিজ দ্রব্য	ক) কয়লা ও খনিজ তেল	১		
	খ) লোহা, এ্যালুমিনিয়ম, তামা, অভ্র, চুনাপাথর	১		
	৯ ও ১০ একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
১১। শিল্পের উন্নতি	ক) শিল্প	১		
	খ) ব্যবসা বাণিজ্য	১		
১২। যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	ক) যানবাহনের সুবিধা ও - স্থলপথ	১		
	খ) জলপথ, বিমান, ডাক-যোগাযোগ	১		
	১১ ও ১২ একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
১৩। দেশের মানুষ	ক) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভাষাভাষী মানুষ	১		
	খ) ঐক্যবোধ	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৪	

সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ-একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী ঃ চতুর্থ　　বিষয় ঃ সামাজিক পরিবেশ　　বিষয় শাখা ঃ ভূগোল　　একক ঃ শিল্প

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
ক) শিল্পের শ্রেণীভেদ, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র-শিল্প, বৃহৎশিল্প	১	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ, খনিজ ও বনজ দ্রব্যের উৎপাদন স্থান স্মরণ করতে সমর্থ।	শিক্ষার্থীরা শিল্পের শ্রেণীভেদ স্মরণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা ১) শ্রেণীভেদে বিভিন্ন শিল্পের উদাহরণ দিতে পারবে। ২) বিভিন্ন শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারবে। ৩) বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পের নামাকরণের ব্যাখ্যা করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
খ) পাটশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত ও বস্ত্রশিল্প	১	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা ১) এইসব শিল্পের কাঁচামাল ও উৎ-পাদিত দ্রব্যের নাম স্মরণ করতে পারবে। ২) এই শিল্পগুলি যে অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তার নাম স্মরণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা ১) এইসব শিল্প গড়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২) কোনো কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত দ্রব্যে রূপান্তরের জন্য প্রযুক্তি পদ্ধতির আবশ্যিকতা সনাক্ত করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা ১) কোন অঞ্চলে কোন শিল্প গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
গ) রেশম ও চা শিল্প	১	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা ১) 'খ'-এর মত ২) "	শিক্ষার্থীরা ১) 'খ'- এর মত ২) " ৩) রেশম ও বস্ত্র শিল্পের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। ৪) যেখানে চা গাছ জন্মে সেখানে চা শিল্প গড়ে ওঠার কারণ সনাক্ত করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা ১) 'খ'- এর মত	শিক্ষার্থীরা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
ঘ) বিদ্যুৎশিল্প, জল-বিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ	২	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা ১) বিভিন্ন শিল্প চালনার জন্য শক্তি হিসেবে বিদ্যুৎকে স্মরণ করতে পারবে। ২) বিদ্যুতের শ্রেণী-ভাগ স্মরণ করতে পারবে। ৩) জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবার পদ্ধতি স্মরণ করতে পারবে। ৪) তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবার পদ্ধতি স্মরণ করতে পারবে। ৫) এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নাম স্মরণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা ১) পরবর্তী বিভিন্ন শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার সনাক্ত করতে পারবে। ২) বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহারের তালিকা তৈরি করতে পারবে	শিক্ষার্থীরা ১) কোন জায়গায় কোন বিদ্যুৎশিল্প গড়ে ওঠে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত শিখন সামর্থ্য	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
			জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক
ঙ) কৃষি ও শিল্পে উন্নতির চেষ্টা	১	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা ১) কৃষিতে উন্নতির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা সনাক্ত করতে পারবে। ২) শিল্পে উন্নতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা সনাক্ত করতে পারবো। পারবে।	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা

একক-অভীজ্ঞাপত্র রচনার পরিকল্পনাপত্র

একক ঃ শিল্প

শ্রেণী ঃ চতুর্থ বিষয় ঃ ভূগোল নম্বর ঃ ২০ সময় ঃ ৩০ মিঃ

উপ-একক অনুসারে নম্বর বিভাজন		সামর্থ্য অনুসারে নম্বর বিভাজন				প্রশ্নের ধরন অনুসারে নম্বর বিভাজন			
উপ-এককের সংখ্যা ও বিবরণ	নম্বর	জ্ঞান মূলক	বোধ মূলক	প্রয়োগ মূলক	দক্ষতা-মূলক	নৈর্ব্যক্তিক	অঃ সঃ উঃ	সঃ উঃ	রঃ ধঃ
ক) শিল্পের শ্রেণীভেদ	৩	১	২	—	—	—	১+০+০+০	০+২+০+০	—
খ) পাটশিল্প, ইত্যাদি	৬	২	৩	১	—	২+০+০+০	০+১+১+০	০+২+০+০	—
গ) রেশম ও চা শিল্প	৫	৩	২	—	—	—	১+০+০+০	২+২+০+০	—
ঘ) বিদ্যুৎ শিল্প	৪	১	২	১	—	১+০+১+০		০+২+০+০	—
ঙ) উন্নতির চেষ্টা	২	—	২	—	—		০+২+০+০		
মোট	২০	৭	১১	২	—	৪	৬	১০	—
শতকরা	১০০	৩৫	৫৫	১০	—	২০	৩০	৫০	—
সময় (মিনিট)						৪	৬	২০	

	প্রশ্ন সংখ্যা	মূল্যমান
নৈর্ব্যক্তিক	৪	৪
অঃ সঃ উঃ	৬	৬
সঃ উঃ	৫	১০
রঃ ধঃ	—	—
	১৫	২০

একক অভীক্ষাপত্র

একক ঃ শিল্প

বিষয়—ভূগোল | পূর্ণমান—২০

শ্রেণী—চতুর্থ | সময়—৩০ মিঃ

[নির্দেশ ঃ ১-৪ পর্যন্ত প্রশ্নের ৪টি করে উত্তর দেওয়া আছে। এর মধ্যে একটি উত্তর সঠিক। সঠিক উত্তরটির পাশের অক্ষরটি খাতায় লেখ। বাকী প্রশ্নের প্রয়োজনীয় উত্তর খাতায় দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের ডান পাশে তার জন্য নির্দিষ্ট মান বা নম্বর দেখান হয়েছে।]

১। চব্বিশ-পরগণায় কোন্ শিল্প গড়ে উঠেছে? ১

(ক) বস্ত্রশিল্প
(খ) লৌহশিল্প
(গ) ইস্পাতশিল্প
(ঘ) পাটশিল্প

২। কোন স্থানে বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার প্রধান কারণটি হলো সেখানে ১

(ক) বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।
(খ) অনেক বস্ত্র দরকার।
(গ) কাঁচামাল পাওয়া যায়।
(ঘ) অনেক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়।

৩। পশ্চিমবঙ্গে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। তা হলো, ১

(ক) জলঢাকায়
(খ) বীরভূমে
(গ) গৌরীপুরে
(ঘ) ছোটরঙ্গীতে

৪। ফরাক্কায় বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে ওঠার প্রধান কারণটি হলো এখানে ১

(ক) কাছাকাছি নদী আছে।
(খ) কাছাকাছি কয়লারখনি আছে।
(গ) খনিজ তেল আনার সুবিধা আছে।
(ঘ) কাছাকাছি টারবাইন তৈরির কারখানা আছে।

৫। বৃহৎ শিল্পের একটি উদাহরণ দাও। ১

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

(ক) পাট থেকে, দড়ি, থলি ও নানা জাতীয় চট তৈরি হয়, আবার পাটের——বা—থেকে নানারকম শৌখিন জিনিসপত্র তৈরি হয়। ১

(খ) —লোহাকে—করে ব্যবহারযোগ্য লোহা ও ইস্পাত তৈরী হয়। ১

(গ) রেশমের সুতো ও কাপড় প্রধানত তৈরি হয় মালদহ মুর্শিদাবাদ ও — জেলায়। ১

৭। কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ কর। ১

৮। শিল্পে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় দুটি ব্যবস্থার নাম লেখ। ১

৯। বৃহৎ শিল্প ছাড়াও রেডিও তৈরি করা যায় — এর পক্ষে দুটি কারণ লেখ। ২

১০। রেশম কীট থেকে কিভাবে রেশমের কাপড় তৈরি হয় ? ২

১১। বড় বড় চা বাগানের সঙ্গেই চায়ের কারখানা থাকার কারণ কী কী ? ২

১২। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর বার্নপুর অঞ্চলে কেন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে দুটি কারণ লেখ ? ২

১৩। জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ তৈরি করার পদ্ধতির তুলনা কর। ২

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব
মে মাস থেকে আগষ্ট মাস মোট কার্যদিবস ৭০ দিন

বিষয় ঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ
শ্রেণী ঃ প্রথম
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড ৫০
(সপ্তাহ ৫ দিন)

সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য ৮ দিন। পড়াশুনা মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ ৬২ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
১। মে দিবস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	ক) প্রস্তুতি (i) অনুষ্ঠান (ii) অন্যান্য	৫		১) বিদ্যালয়ের শুরুতে প্রতিদিন
	খ) অনুষ্ঠান ইত্যাদি	১		শিশুরা প্রার্থনা সভা
	* মূল্যায়ন	—	৬	ও সম্মিলনীতে সম-বেত হবে—সময় ১০ মিনিট প্রত্যহ
২। শিশুর পরিচয়	ক) নাম খ) বাবার নাম, মায়ের নাম	২		২) বিদ্যালয়ের পারিপাট্য বিধান ও
	গ) ভাইবোনোর নাম ইত্যাদি ঘ) গ্রামের নাম, ঠিকানা	২		শিখনের অনুকূল পরিবেশ সৃজনমূলক
	একক মূল্যায়ন	১		কাজ শিশুরা বিভিন্ন
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	দলে পালাক্রমে করবে। এই কাজগুলি হলো ক) সামুদায়িক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ
৩। শিশুর পরিবার	ক) পরিবারের গঠন	১		খ) স্বাস্থ্যসম্মত
	খ) বাবার কাজ ও জীবিকা	১		পানীয় জল সংরক্ষণের কাজ
	গ) মায়ের কাজ ও জীবিকা	১		গ) খবর লেখার কাজ
	ঘ) শিশুর কাজ/ভাইবোনের কাজ			ঘ) শ্রেণী সজ্জার কাজ
	ঙ) অন্যান্যদের কাজ	১		ঙ) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষার কাজ
	চ) শিশু ও তার ভাইবোনদের কিভাবে চলা উচিত	১		চ) অন্য কোন কাজ-এর
	একক মূল্যায়ন	১		জন্যে প্রতিদিন সময়
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	১০ মিনিট। *প্রস্তুতি ও অনুষ্ঠান চলাকালীন মূল্যায়ন করতে হবে।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৪। চরিত্রাভিনয়	ক) মা রান্না করেন, বাবা কাপড় কাচেন ইত্যাদি	২		
৫। দৃশ্যকল্প	ক) পরিবারের বিভিন্নজনের কাজ	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
৬। শিশুর বাড়িঘর	ক) বাড়িঘরের প্রয়োজন	১		
	খ) বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ঘর	১		
	গ) বিভিন্ন ধরনের ঘর—স্থানীয়—দূর	২		
	ঘ) বাড়িঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	
৭। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন	ক) প্রস্তুতি (i) অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (ii) সাজসজ্জার প্রস্তুতি	৬		
	খ) অনুষ্ঠান ইত্যাদি	১		
	একক মূল্যায়ন	—	৭	
৮। শিশুর বিদ্যালয়	ক) বিদ্যালয়ের অবস্থান খ) বিদ্যালয় সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক তথ্য	১		
	গ) বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা	১		
	ঘ) শিক্ষক/শিক্ষিকা/গুরুজনদের প্রতি আচরণ ঙ) সহপাঠীদের প্রতি আচরণ	১		
	চ) বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী	২	৮	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস
মোট কার্যদিবস ৬৮ দিন

বিষয় ঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ
শ্রেণী ঃ প্রথম
প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৫০ (সপ্তাহে ৫ দিন)

খেলাধূলাও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্য ৫ দিন। পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ ৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৯। শিক্ষক দিবস	ক) প্রস্তুতি			
	(i) অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি (ii) সাজসজ্জা ইত্যাদির	৩		
	প্রস্তুতি ইত্যাদি	১		
	খ) অনুষ্ঠান			
	একক মূল্যায়ন		৪	
১০। শিশুর পরিবেশ	ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ			
	i) গৃহপালিত পশু ii) পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদি	১		
	iii) গাছপালা—			
	শাকসবজি	১		
	iv) আলো, হাওয়া, জল v) দিন, মাস, বছর, ঋতু	১		
	খ) সামাজিক পরিবেশ			
	i) সমাজের অন্যান্য মানুষ ii) বাজার দোকান, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	
১১। পারিবারিক জীবন	ক) পরিবারের সকলের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ	২		
	খ) পরিবারের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণ	২		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
১২। বাড়িঘর	ক) প্রয়োজনীয়তা-আদিম ব্যবস্থা ও বিবর্তন	১		
	খ) বাড়িঘর তৈরি করতে কি কি লাগে	১		
	গ) যারা বাড়ি তৈরি করেন	১		
	ঘ) রোদ বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা, পরিচ্ছন্নতা	১		
	ঙ) গৃহহীনরা কেমন করে থাকেন	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৭	
১৩। শিশুদিবস	ক) প্রস্তুতি i) অনুষ্ঠান	৩		
	ii) সাজসজ্জা ইত্যাদি	১		
(১৪ই নভেম্বর)	খ) অনুষ্ঠান			
	একক-মূল্যায়ন	—	৪	
১৪। বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখার কর্মসূচি	ক) পরিকল্পনা	১		
	খ) কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
১৫। বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ	ক) পাড়া-পাড়ার মধ্যে বিভিন্ন স্থান	১		
	খ) রাস্তাঘাট যানবাহন	১		
	গ) রাস্তাঘাট কারা তৈরি করেছেন কি দিয়ে করেছেন	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
৪। চরিত্রাভিনয়	খ) যারা দোকান/বাজার করেন	১		
	গ) যারা বাড়ি তৈরি করেন	১		
৫। দৃশ্যকল্প	খ) বাজারের দৃশ্যকল্প	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
১৬। দূরের পরিবেশ	ক) পাড়া থেকে থানা	১		
	খ) অঞ্চল পঞ্চায়েত, জেলা মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি	১		
	গ) রাজ্য, দেশ, পৃথিবী ইত্যাদি	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৫	
১৭। সাহিত্য	গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাচ ইত্যাদি প্রস্তুতি ছাড়া	১	১	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

তৃতীয় পর্ব জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস মোট কার্যদিবস ৯০ দিন	**বিষয় ঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ** শ্রেণী ঃ প্রথম প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড ৬৭ দিন	খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও বাৎসরিক পরিকল্পনার জন্য ১৫ দিন। পড়াশুনা, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ ৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
১৮) সমাজ পরিবেশ	ক) মানুষের বিভিন্ন কাজ খ) জীবিকা ও জীবন-যাপনের পদ্ধতি	১		
	গ) পাড়ার মানুষ-পরস্পর নির্ভরতা	২		
	ঘ) পোশাক	১		
	ঙ) খাদ্য	১		
	চ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতা	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী-পাঠ	১	৮	
১৯) গ্রাম/শহর	ক) গ্রাম ও শহর	১		
	খ) গ্রাম, শহরের যানবাহন ব্যবস্থা	১		
	গ) গ্রাম-শহরের হাটবাজার ইত্যাদি	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৬	
২০) ২৩শে জানুযারীও প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন	ক) প্রস্তুতি i) অনুষ্ঠান ii) সাজসজ্জা ইত্যাদি	৪		
	খ) অনুষ্ঠান	১		
	একক-মূল্যায়ন	—	৫	

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৪) চরিত্রাভিনয়	খ) সমাজে বিভিন্ন মানুষের কাজ—	৩		
৫) দৃশ্যকল্প	গ) ঐ	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী-পাঠ	১	৬	
২০) উৎসব ও আনন্দ	ক) গ্রাম/শহরে মিলিত উৎসব	২		
	খ) গ্রাম/শহরের পৌরাণিক স্থান	১		
	গ) পুরানো খামার সংস্কার	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী-পাঠ	১	৬	
৪) চরিত্রাভিনয়	ঙ) বিভিন্ন উৎসবের অভিনয়	২		
৫) দৃশ্যকল্প	ঘ) বিভিন্ন উৎসবের দৃশ্যকল্প	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী-পাঠ	১	৭	
২১) উৎপাদন	ক) গ্রামের ফসল	১		
	খ) কারা ফসল কিভাবে ফলান	১		
	গ) যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য	১		
	ঘ) সার	১		
	ঙ) অন্যান্য উৎপাদন	১		
	চ) শহরের উৎপাদন	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী-পাঠ	১	৮	
২২) বিশ্ব পরিবেশ দিবস	ক) প্রস্তুতি	৩		
	খ) অনুষ্ঠান	১		
	একক-মূল্যায়ন	—	৪	
২৩) স্বশাসন	ক) কারা করেন—মিউনিসিপ্যালিটি	২		
	পঞ্চায়েত ইত্যাদি ও তাদের কাজ	২		

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
২৪) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ	ক) মাটি, বাতাস, জল খ) আকাশ	২		
	গ) মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রম-আবিষ্কার ও উদ্ভাবন	২		
	ঘ) সূর্য, চাঁদ, তারা—এদের প্রভাব	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী-পাঠ	২	৮	
২৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন	ক) প্রস্তুতি—ইত্যাদি	২		
	খ) অনুষ্ঠান	১		
	একক-মূল্যায়ন	—	৩	
২৬) অভিভাবক দিবস	ক) প্রস্তুতি	৩		
	খ) অনুষ্ঠান	১	৪	
	একক-মূল্যায়ন	—		
২৭) সংগ্রহ	ক) পাতা, ফুল, ছবি ইত্যাদি খ) খাতায় সংরক্ষণ	সারা বছর ধরে ২	২	

সুপারিশ ঃ ১) খেলাধূলার ক্লাস ৪০ মিনিট থেকে কমিয়ে ৩০ মিনিট করা হোক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের সংগে ঐ ১০ মিনিট যোগ করা হোক।

মন্তব্য ঃ বিভিন্ন দিবস পালন—যে পর্বে পড়বে সেই পর্বে করে নিতে হবে। স্থানীয় বিভিন্ন দিবস, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন ইত্যাদি করা যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ বিভিন্ন দিবস পালন চরিত্রাভিনয় ও দৃশ্যকল্প ও সাফাই বাদে অন্য কাজগুলো হবে পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক আলোচনা ভিত্তিক।

কর্মনির্ভর বিষয়ের সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী : প্রথম

বিষয় : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ

একক : (৪) চরিত্রাভিনয় ও দৃশ্যকল্প

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বাজিত সামর্থ্য	কাম্য শিখন সামর্থ্য			
			উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	স্বভাব ও আচরণ মূল্যবোধের বিকাশ
৪। (ক) মা-রান্না করেন, বাবা কাপড় কাচেন ইত্যাদি ৫। (ক) পরিবারের বিভিন্ন-জনের কাজ	২ ২	শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করে কিছু অনুকরণ করতে পারে, অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে, ইত্যাদি	শিক্ষার্থীরা (১) পরিবেশের নানা বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ দেখাবে। (২) পারিবারিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করবে। (২) সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করবে। (৩) নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না বা করতে চাইবে না। (৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) কাজে অংশগ্রহণ করবে। (২) পারদর্শিতার সাথে কাজ করবে। (৩) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	শিক্ষার্থীরা (১) কাজ করার আনন্দানুভূতি ও আত্ম-তৃপ্তি তার আচরণে ফুটে উঠবে। (২) যে-কোন কাজ তা যত ছোটই হোক তাকে সুন্দর করে করার চেষ্টা করবে।
৪। (খ), (গ) ৫। (খ), (গ) ইত্যাদি			অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ

দ্রষ্টব্য : সাধারণত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লক্ষণ/সামর্থ্য ধরে মূল্যায়ন করতে হবে।

কর্মনির্ভর বিষয়ের একক মূল্যায়নের পরিকল্পনাপত্র

শ্রেণী ঃ প্রথম | বিষয় ঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ | একক ঃ (৪) চরিত্রাভিনয় ও (৫) দৃশ্যকল্প

উপ-একক	কাম্য শিখন-সামর্থ্য			
	উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ/কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	স্বভাব ও আচরণ মূল্যবোধের বিকাশ
৪। (ক) মা রান্না করেন, বাবা কাপড় কাচেন ইত্যাদি। ৫। (খ) পরিবারের বিভিন্ন জনের কাজ	শিক্ষার্থীরা (১) পরিবেশের নানা বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ দেখায় কি? (২) পারিবারিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে কি?	শিক্ষার্থীরা (১) নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করে কি? (২) সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করে কি? (৩) নিজের কৃতিত্ব জাহির করে বা করতে চায় কি? (৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারে কি?	শিক্ষার্থীরা (১) কাজে অংশগ্রহণ করে কি? (২) পারদর্শিতার সাথে কাজ করে কি? (৩) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কি?	শিক্ষার্থীরা (১) কাজ করার আনন্দ বা তৃপ্তি তার আচরণে ফুটে ওঠে কি? (২) যে-কোন কাজ তা যত ছোটই হোক তাকে সুন্দর করে করার চেষ্টা করে কি?
৪। (খ), (গ) ইত্যাদি ৫। (খ), (গ)....	অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লক্ষণ/সামর্থ্য ধরে মূল্যায়ন করতে হবে।

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব
মে মাস থেকে
অগাস্ট মাস

মোট কার্যদিবস
৭০ দিন

বিষয় ঃ শরীরচর্চা ইত্যাদি
শ্রেণী ঃ প্রথম

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৬২

বার্ষিক খেলাধুলা,
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও
বাৎসরিক পরিকল্পনার জন্য
৮ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠের জন্য
৬২ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
(১) শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ	(ক) দাঁড়ানো (i) পা-জোড়া করে সোজা হয়ে (ii) পা-ফাঁক করে আরামে	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(খ) বসা (i) পা আড়াআড়ি করে সোজা হয়ে (ii) হাঁটু মুড়ে	১		
	(iii) হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে	১		
	একক মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(গ) হামাগুড়ি	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(ঘ) হাঁটা (i) সোজা হয়ে এগিয়ে	১		
	(ii) একই জায়গায়	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
২। অনুকরণ	(ক) ব্যাঙের চলা জাতীয় খেলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(খ) ঘোড়ার মত চলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৩। ভারসাম্য-মূলক কার্য-কলাপ	(ক) পায়ের পাতার উপর ভর করে চলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(খ) আঙ্গুলের উপর ভর করে চলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(গ) যুক্তভাবে দৌড়ানো	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
৪। ছড়ার মাধ্যমে খেলা	(ক) "ব্যাঙেরা সাতভাই চলে ঠেলা গাড়ীতে.....	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
৫। গল্পচ্ছলে খেলা	(ক) কাপড় ধোলাই করা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৫	
৬। তাড়া করা জাতীয় খেলা	(ক) ইঁদুর বেড়াল	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
	(খ) চোর পুলিশ	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস

মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

বিষয় ঃ শরীরচর্চা ইত্যাদি
শ্রেণী ঃ প্রথম

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৬৩

বার্ষিক খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বাৎসরিক পরিকল্পনার জন্য ৫ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের জন্য ৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
(১) শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ	(ঙ) দৌড়ান (i) ধীরে ধীরে দৌড়ান	১		
	(ii) সামনে পিছনে দৌড়ানো			
	(iii) লক্ষ্যে ছুটে গিয়ে ফিরে আসা	১		
	(iv) দৌড়তে দৌড়তে বসে পড়া আবার দৌড়ান ইত্যাদি	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
	(চ) এক পায়ে লাফানো	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(ছ) ছোঁড়া (i) দুহাত দিয়ে	১		
	(ii) কিছু লক্ষ্য করে	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
২। অনুকরণ জাতীয় খেলা	(গ) হাতির মত চলা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
	(ঘ) পাখির মত ওড়া	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৩। ভারসাম্য	(ঘ) বাঁশি বাজলে এক পায়ে দাঁড়ানো	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(ঙ) আঙুলের উপর ভর করে সামনে চলা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
৪। ছড়ার মাধ্যমে খেলা	(ক) “ঝম ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে মাথায় ধরে ছাতা...”	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
৫। গল্পচ্ছলে	(গ) রাজা রাণী ও পক্ষীরাজ ঘোড়া	৪		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন অনুশীলন	২	৭	
	(ঘ) বাগান পরিচর্যা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
৬। ভাড়া করা	(গ) পাহাড়ে আগুন লেগেছে	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
	(ঘ) দাদুর লম্বা লম্বা পা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

তৃতীয় পর্ব
জানুয়ারী মাস থেকে
এপ্রিল মাস

মোট কার্যদিবস
৯০ দিন

বিষয় ঃ শরীরচর্চা
শ্রেণী ঃ প্রথম

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৭৫

বার্ষিক খেলাধূলা,
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও পরবর্তী
বৎসরের পরিকল্পনার জন্য
১৫ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠের জন্য ৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
১। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ	(জ) জোড়া পায়ে লাফানো	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
	(ঝ) চড়া	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(ঞ) ঝোলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(ট) তোলা, ঠেলা, টানা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
২। অনুকরণ জাতীয় খেলা	(ঙ) দৈত্য ও বামনের মত চলা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
	(চ) এরোপ্লেনের মত চলা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
	(ছ) সাইকেলের মত চলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	

একক	উপ-একক	পিরিঃ সংখ্যা	মোট পিরিঃ	মন্তব্য
৩। ভারসাম্য-মূলক কার্যকলাপ	(চ) আঙুলের উপর ভর করে পাশে চলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
	(ছ) আঙুলের উপর ভর করে পিছনে চলা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৪	
৫। গল্পচ্ছলে খেলা	(ঙ) জাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	১	৫	
	(চ) রাজপুত্রের হরিণ শিকার	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
৬। তাড়া করা জাতীয় খেলা	(ঙ) খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসি	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
	(চ) দৈত্যের ধনভাণ্ডার	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
	(ছ) চাঁদের আলো, তারার আলো	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	
	(জ) পাখির খাঁচা ছেঁড়ে পালানো	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী ও পুনঃঅনুশীলন	২	৬	

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ প্রতিদিন শরীরচর্চা পাঠের শুরুতে করাতে হবে।

মন্তব্য ঃ বিভিন্ন খেলা নির্বাচনের সময় স্থানীয় ঐ জাতীয় প্রচলিত খেলা নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্বাচিত খেলার ব্যাপক ও গভীরতর রূপ দ্বিতীয় শ্রেণীতে করানো যেতে পারে।
শরীরচর্চার শ্রেণী পরিচালনা পদ্ধতি ক্রমিকভাবে — (ক) ব্যাখ্যা (খ) অভিপ্রদর্শন (গ) আদেশ (ঘ) পরিদর্শন (ঙ) সংশোধন ইত্যাদি।

কর্মনির্ভর বিষয়ের সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী ঃ প্রথম　　বিষয়—শরীরচর্চা　　একক—তাড়া করা জাতীয় খেলা

উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	পূর্বার্জিত সামর্থ্য	কাম্য সামর্থ্য			
-			উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ, কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	স্বভাবজ আচরণ, মূল্যবোধের বিকাশ
(ক) ইঁদুর বিড়াল	৩	শিক্ষার্থীরা দৌড়তে সমর্থ	শিক্ষার্থীরা (১) বিভিন্ন অঙ্গ-সঞ্চালন অনুকরণ করতে পারবে। (২) খেলার নিয়মাবলী অনুসরণ করবে।	শিক্ষার্থীরা (১) আগ্রহসহকারে খেলায় অংশ নেবে। (২) সহযোগীদের সাথে মিলেমিশে খেলাধূলা করবে। (৩) ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে জাহির করবে না বা করতে চাইবে না। (৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) পারদর্শিতার সঙ্গে খেলবে। (২) নিজস্ব উদ্যোগে সাময়িক সমস্যা সমাধান করবে।	শিক্ষার্থীরা (১) নিজের খেলার দ্বারা সতীর্থদের প্রভাবিত করবে। (২) খেলাধূলা ও শরীর-চর্চার মধ্যে নান্দনিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করবে। (৩) তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনাবোধ-সম্মত নিরাপত্তামূলক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লক্ষণ / সামর্থ্য ধরে মূল্যায়ন করতে হবে।

কর্মনির্ভর বিষয়ের সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী ঃ প্রথম — বিষয়—শরীরচর্চা — একক—তাড়া করা জাতীয় খেলা

উপ-একক	বিচার্য অভিব্যক্তি / লক্ষণ			
	উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ / কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	স্বভাব ও আচরণ, মূল্যবোধের বিকাশ
(ক) ইঁদুর বেড়াল	শিক্ষার্থীরা (১) বিভিন্ন অঙ্গসঞ্চালন অনুকরণ করতে পারে কি ? (২) খেলার নিয়মাবলী অনুসরণ করছে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) আগ্রহসহকারে খেলায় অংশ নেয় কি ? (২) সহযোগীদের সাথে মিলেমিশে খেলাধূলা করে কি ? (৩) ব্যক্তিগত কৃতিত্বকে জাহির করে বা করতে চায় কি ? (৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) পারদর্শিতার সাথে খেলে কি ? (২) নিজস্ব উদ্যোগে সাময়িক সমস্যা সমাধান করে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) নিজের খেলার দ্বারা সতীর্থদের প্রভাবিত করে কি ? (২) খেলাধূলা ও শরীর-চর্চার মধ্যে নান্দনিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে কি ? (৩) সে ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনাবোধ-সম্মত নিরাপত্তামূলক আচার-আচরণে অভ্যস্ত কি ?

দ্রষ্টব্য ঃ উপরের প্রশ্নগুলি সাধারণত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়নের ভিত্তি হতে পারে।

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

প্রথম পর্ব

মে মাস থেকে
আগস্ট মাস

মোট কার্যদিবস
৭০ দিন

বিষয় ঃ উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ

শ্রেণী ঃ প্রথম

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৫০

বার্ষিক খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বাৎসরিক পরিকল্পনার জন্য ৮ দিন।
অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের জন্য প্রাপ্ত ৬২ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
(১) চিত্রাঙ্কন (সৃজনাত্মক)	(ক) রঙিন চক/পেন্সিল/কাঠ-কয়লা দিয়ে শুধুমাত্র রেখার সাহায্যে মনগড়া ছবি আঁকা।	৫		
	(খ) ঐ সব দিয়ে খুব সাধারণ পরিচিত বস্তু রেখার সাহায্যে আঁকা যেমন গাছ, নদী, পাতা, মই, নৌকো	৫		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	৩	১৪	
২। কোলাজের কাজ (সৃজনাত্মক)	(ক) টুকরো ছবি এঁটে মনগড়া ছবি তৈরি	৩		
	(খ) কাগজ/রঙিন কাগজ কেটে ছবি তৈরি (যেমন গাছ, ফুল, নৌকা ইত্যাদি)	৪		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	
৩। মাটির কাজ (সৃজনাত্মক)	(ক) মাটি ছাপ/মাটি তৈরি	৩		
	(খ) মাটির পুতুল তৈরি (মনগড়া) (পুতুল, বাটি, বিভিন্ন ফল)	৪		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৪। বাগানের কাজ (উৎপাদনাত্মক)	(ক) চাষ দেওয়া, জমি তৈরি করা	২		
	(খ) বীজ বোনা	১		
	(গ) চারাগাছ লাগানো	২		
	(ঘ) জলসেচ করা	১		
	(ঙ) আগাছা পরিষ্কার করা	১		
	(চ) পোকামাকড় বাছা ও নষ্ট করা	১		
	(ছ) যন্ত্রপাতি চেনা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	৪	১০	

* জলসেচ, আগাছা পরিষ্কার, পোকামাকড় বাছা ইত্যাদি প্রয়োজনমত করতে হবে। প্রয়োজনে ধার্যদিনের প্রতিদিনই করতে হতে পারে।

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস

বিষয় ঃ সৃজনাত্মক
ও উৎপাদনমূলক কাজ
শ্রেণী ঃ প্রথম

বার্ষিক খেলাধূলা ও
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও
বাৎসরিক পরিকল্পনার
জন্য ৫ দিন।

মোট কার্যদিবস
৬৮ দিন

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৫০

অনুশীলন, মূল্যায়ন ও
সংশোধনী পাঠের জন্য
প্রাপ্ত দিন ৬৩ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৫। কাগজের কাজ (সৃজনাত্মক)	(ক) ভাঁজ করে বিভিন্ন জিনিস তৈরি যেমন থলি, টুপি, দোয়াত, নৌকো ইত্যাদি	১		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৪	
	(খ) ভাঁজ করে ও জুড়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি যেমন খরগোস, ফুল ইত্যাদি	৪		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৭	
৬। পাতার কাজ (সৃজনাত্মক)	(ক) বিভিন্ন পাতা দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি			
	(i) ঘুড়ি	২		
	(ii) চরকি	২		
	(iii) সাপ	২		
	(iv) বাঁশি	৩		
	(v) তালপাতার সেপাই	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১৫	
৭। সুতাকাটা (উৎপাদনাত্মক)	(ক) কার্পাসের বীজ সরিয়ে তুলো পরিষ্কার করা	১		
	(খ) সুতো কাটা	৩		
	(গ) সুতো পাকানো ও জড়ানো	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	
৮। কাগজ তৈরি (সৃজনাত্মক)	(ক) কাগজ তৈরির উপ্পাদান বাছাই করা	২		
	(খ) তৈরি কাগজ পালিশ করা	২		
	(গ) তৈরি কাগজ ব্যবহার করা	১		
	(ঘ) তৈরি কাগজ সাজিয়ে রাখা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১০	

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা

তৃতীয় পর্ব

জানুয়ারি মাস থেকে
এপ্রিল মাস

মোট কার্যদিবস
৯০ দিন

বিষয় ঃ সৃজনাত্মক
ও উৎপাদনমূলক কাজ

শ্রেণী ঃ প্রথম

প্রাপ্তব্য মোট পিরিয়ড
৬৬

বার্ষিক খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড ও পরবর্তী বৎসরের/ পরিকল্পনার জন্য ১৫ দিন অনুশীলন, মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠের জন্য প্রাপ্ত দিন ৭৫ দিন।

একক	উপ-একক	পিরি ঃ সংখ্যা	মোট পিরি ঃ	মন্তব্য
৯। খেলনা তৈরি (সৃজনাত্মক)	(ক) মাটির পুতুল তৈরি যেমন (i) পাখি (ii) হাঁস (iii) ইঁদুর (iv) মানুষ ইত্যাদি	৫		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৮	
	(খ) ন্যাকড়ার পুতুল তৈরি যেমন (i) মানুষ (ii) কুকুর (iii) খরগোস ইত্যাদি	৫		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৮	
	(গ) ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে যেমন (i) মুখ	২		
	(ii) পাখি	৩		
	(iii) গাছ ইত্যাদি (মাটি, বীচি, কাঠ, ডিমের খোলা ইত্যাদি দিয়ে)	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	১১	

একক	উপ-একক	পিরি: সংখ্যা	মোট পিরি:	মন্তব্য
১০। পুষ্টি প্রকল্প (উৎপাদনাত্মক)	(ক) ছোলা, মুগ ইত্যাদি অঙ্কুরিত করা (খ) কুল, আম ইত্যাদি শুকিয়ে সংরক্ষণ	৭		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোশনী পাঠ	২	১০	
১১। বয়ন শিল্প (উৎপাদনাত্মক)	(ক) তালপাতার (i) আসন বোনা	৩		
	(ii) পাখা বোনা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	
	(খ) পীচবোর্ডের চারধারে পাড়ের সুতো বা পাটের সুতোর সাহায্যে আসন বোনা	৩		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	২	৬	
১২। মৃৎশিল্প (উৎপাদনাত্মক)	(ক) ইচ্ছামত কাদামাটি তৈরি করা	২		
	(খ) ইচ্ছামত খেলনা বা জিনিস তৈরি করা	২		
	(গ) ইচ্ছামত ঐ খেলনা রঙ করা	২		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	
১৩। আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি (সৃজনাত্মক)	(ক) আবৃত্তি (খ) সঙ্গীত (গ) নৃত্য (ঘ) অভিনয় (ঙ) স্বরচিত কবিতা ইত্যাদি	৬		
	একক-মূল্যায়ন	১		
	সংশোধনী পাঠ	১	৮	

মন্তব্য: বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী কাজ বাছাই করতে হবে। স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী কাজগুলিকে পার্বিক বিন্যাস করতে হবে।

দ্রষ্টব্য: প্রথম শ্রেণীতে দেওয়া কাজের আরও ব্যাপক ও গভীরতর অনুশীলন দ্বিতীয় শ্রেণীতে করতে হবে।

কর্মনির্ভর বিষয়ের সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ

শ্রেণী—প্রথম বিষয়—সৃজনাত্মক কাজ বিষয় শাখা—সৃজনাত্মক কাজ একক—কাগজের কাজ

উপ-একক	পিরি: সংখ্যা	পূর্বার্জিত সামর্থ্য	কাম্য সামর্থ্য: উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	কাম্য সামর্থ্য: আগ্রহ, কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	কাম্য সামর্থ্য: পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	কাম্য সামর্থ্য: স্বভাবজ আচরণ, মূল্যবোধের বিকাশ
(ক) কাগজ ভাঁজ করে বিভিন্ন জিনিস থলি, টুপি, দোয়াত তৈরি	৫	শিক্ষার্থীরা কোন কিছু দেখে বা শুনে করতে পারে, হাতের পেশী সঞ্চালনে সক্ষম।	শিক্ষার্থীরা (১) কাজের পদ্ধতি অনুকরণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করতে পারবে। (২) সহকর্মীদের সঙ্গে সহ-যোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে পারবে। (৩) নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না বা করতে চাইবে না। (৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে। (৫) কাজের পদ্ধতিগত ক্রম অনুসরণ করে কাজ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) পারদর্শিতার সঙ্গে করতে পারবে। (২) প্রয়োজনে নিজস্ব উদ্যোগে সাময়িক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। (৩) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।	শিক্ষার্থীরা (১) স্বাভাবিকভাবে শ্রমের প্রতি আগ্রহ দেখাবে। (২) শ্রমসাধ্য কাজেও এগিয়ে আসবে। (৩) যে কাজটি করছে তা কীভাবে আরো সুন্দর করা যায় তার জন্য চেষ্টা করবে।

দ্রষ্টব্য: সাধারণত পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে লক্ষণ/সামর্থ্য ধরে মূল্যায়ন করতে হবে।

কর্মনির্ভর বিষয়ের একক-মূল্যায়নের পরিকল্পনাপত্র

শ্রেণী—প্রথম　　বিষয়—সৃজনাত্মক কাজ　　বিষয় শাখা—সৃজনাত্মক কাজ　　একক—কাগজের কাজ

উপ-একক	বিচার্য অভিব্যক্তি / লক্ষণ			
	উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ / কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	স্বভাবজ আচরণ মূল্যবোধের বিকাশ
(ক) ভাঁজ করে বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ যেমন থলি, টুপি, দোয়াত, নৌকো ইত্যাদি	শিক্ষার্থীরা (১) কাজের পদ্ধতি অনুকরণ করতে পারে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) নিজের উদ্যোগে কাজ করতে পারে কি ? (২) সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করতে পারে কি ? (৩) নিজের কৃতিত্ব জাহির করে বা করতে চায় কি ? (৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দেয় কি ? (৫) কাজের পদ্ধতি ক্রম অনুসরণ করে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) পারদর্শিতার সাথে কাজ করে কি ? (২) প্রয়োজনে নিজস্ব উদ্যোগে সাময়িক সমস্যার সমাধান করে কি ? (৩) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) স্বাভাবিকভাবে শ্রমের প্রতি আগ্রহ দেখায় কি ? (২) শ্রমসাধ্য কাজে এগিয়ে আসে কি ? (৩) যে কাজটি করছে তা আরও সুন্দর-ভাবে করার জন্য চেষ্টা কি ?

দ্রষ্টব্য : উপরের প্রশ্নগুলি (সাধারণত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে) মূল্যায়নের ভিত্তি হতে পারে।

পরিশিষ্ট — 'খ'

প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি বা বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা কি করে বোঝা যাবে? তাদের অভিভাবকদের সে-কথা জানানো যাবে কেমন করে? নতুন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবার পর এই দুটি প্রশ্ন আজ সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের ভাবিয়ে তুলেছে। প্রাথমিক স্তরে কেন ছাত্র বা ছাত্রীকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীতে আটকে রাখা যাবে না, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে অনেকের ধারণা হয়েছে যে, এই স্তরে কোন পরীক্ষা থাকবে না। **কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।**

পরীক্ষা নেবার আসল উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ফল কী হচ্ছে দেখা এবং সেই ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করা। নতুন শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী যা করা দরকার সেটা হলো, পঠন-পাঠনের সঙ্গে যোগ রেখে, যত ঘন ঘন সম্ভব, সম্ভব হলে প্রতিটি পাঠের পর প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী পাঠটি কী রকম আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং এই নতুন জ্ঞান তার দক্ষতা এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে তাকে কতটা বিকাশলাভ করতে সাহায্য করেছে, সেটাই বুঝতে চেষ্টা করা—আর এরই নাম হল "নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন"।

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো—কোন ছাত্র বা ছাত্রী যে যে বিষয়ে বা কাজে পিছিয়ে আছে, তাকে সেই বিষয়ে বা কাজে উপযুক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করা। এখানে মনে রাখা দরকার যে, প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ অবিচ্ছেদ্য শিক্ষাব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষার যে-সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে সে-সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে রূপ দেওয়ার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঁচ বছর সময় পাচ্ছেন।

পরীক্ষা থাকছে না কথাটা ঠিক নয়। পরীক্ষা থাকছে এবং নানান আকারে থাকছে। ক্ষেত্র-বিশেষে এই ধরনের মূল্যায়নের জন্য লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সাহায্য নিতে হবে। "নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের" জন্য "পর্যবেক্ষণ" আর একটি প্রধান কৃৎকৌশল। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এইসব কৃৎকৌশল প্রয়োগ করা হবে এবং মূল্যায়নের ফলাফল কীভাবে অভিভাবকদের জানাতে হবে এ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

---

* 'প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন'—শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এক বছরে কতবার মূল্যায়ন করা হবে এ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। আগেই বলা হয়েছে যে পঠন-পাঠনের সঙ্গে যোগ রেখে যত ঘন ঘন সম্ভব মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রতি সপ্তাহে বা পক্ষে বা মাসে যে মূল্যায়ন করা হবে তার মোট ফলাফল এক-একটি ত্রৈমাসিক পর্বে নির্ধারণ করতে হবে এবং মূল্যায়নপত্রে সেটি লিপিবদ্ধ করে তিন মাসে একবার অভিভাবকদের কাছে পাঠাতে হবে।

মূল্যায়নের সময় মনে রাখতে হবে কী মূল্যায়ন করব এবং কেমন করে? শিক্ষাক্রমে প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যসূচি আলোচনা করার আগে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলির সাহায্যে প্রধান মূল্যায়নের বিভিন্ন বিচার্য দিকগুলি ঠিক করতে হবে, যেমন—

বিষয়	মূল্যায়নের দিক
১। খেলাধূলা, শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা :	(ক) আগ্রহ ও অংশগ্রহণ (খ) নেতৃত্ব (গ) পারদর্শিতা (ঘ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ঙ) সাধারণ স্বাস্থ্য
২। উৎপাদন ও সৃজনকর্মী কাজ :	(ক) আগ্রহ ও অংশগ্রহণ (খ) পারদর্শিতা (গ) সহযোগিতা (ঘ) নেতৃত্ব (ঙ) সৌন্দর্যবোধ (চ) কাজের বিবরণী
৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ :	(ক) পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ (খ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ (গ) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও আচার-আচরণে অভিজ্ঞতার প্রভাব (ঘ) "আমার বই"
৪। মাতৃভাষা :	(ক) কথন (খ) পঠন (গ) লিখন (ঘ) বোধশক্তি ও প্রকাশ-ক্ষমতা

বিষয়	মূল্যায়নের দিক
৫। গণিত ঃ	(ক) গাণিতিক ধারণা
	(খ) যুক্তি, বিচারবোধ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা
	(গ) দ্রুততা ও নির্ভুলতা
৬। পরিবেশ পরিচিত—প্রকৃতি বিজ্ঞান ঃ	(ক) বিষয়জ্ঞান
	(খ) ব্যবহারিক কাজ
	(গ) আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা
৭। (ঐ) ইতিহাস ঃ	(ক) বিষয়জ্ঞান
	(খ) ব্যবহারিক কাজ
	(গ) স্থানীয় সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা
। (ঐ) ভূগোল ঃ	(ক) বিষয়জ্ঞান
	(খ) ব্যবহারিক কাজ
	(গ) স্থানীয় সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা

...র্ধ্ব বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যা উল্লেখ করা হলো সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে আরো ...রা দরকার, তা না হলে কী মূল্যায়ন করতে হবে সেই ধারণা স্পষ্ট হবে না। ...য়ে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা একসঙ্গে বসে প্রতিটি দিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন। আলোচনার সুবিধার জন্য মাতৃভাষা ও গণিতের মূল্যায়নের দিকগুলি এখানে ব্যাখ্যা করা হলো।

বিষয়	মূল্যায়নের দিক	ব্যাখ্যা
মাতৃভাষাঃ	কথন	নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করতে পারা; কথোপ-কথন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারা; দেখা, শোনা, পড়া ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা জ্ঞানের বর্ণনা দিতে পারা ইত্যাদি।
	পঠন	নির্ভুলভাবে ছেদচিহ্নের অনুসরণ করে সরবে দ্রুত পড়তে পারা; নীরবে দ্রুত পড়তে পারা; পঠিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারা ইত্যাদি।
	বোধশক্তি ও প্রকাশ-ক্ষমতা	শুনে বুঝতে পারা; পড়ে বুঝতে পারা; গুছিয়ে বলতে ও লিখতে পারা; নির্ভুলভাবে বলা ও লেখা ইত্যাদি।
	লিখন	উপযুক্ত আকারের বর্ণ ও শব্দ লিখতে পারা; পরি-চ্ছন্নভাবে যতিচিহ্নসহ লিখতে পারা; বানান শু[illegible]ভাবে লিখতে পারা; শুদ্ধভাবে বাক্য গঠন করতে পারা ইত্যাদি।
গণিত :	গাণিতিক ধারণা	সংখ্যার ধারণা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভগ্নাংশ, দশমিক প্রভৃতি নিয়মের ধারণা; বিভিন্ন প্রকার মাপের ধারণা; জ্যামিতির বিভিন্ন ধারণা ইত্যাদি।
	যুক্তি, বিচারবোধ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা	গণিতের ধারণাগুলির বাস্তব প্রয়োগ; গণিতের সমস্যাগুলি বুঝতে পারা এবং তার সমাধান করতে পারা ইত্যাদি।
	দ্রুততা ও নির্ভুলতা	গণিতের বিভিন্ন নিয়ম দ্রুত নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে পারা; গণিতের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত নির্ভুল-ভাবে সমাধান করতে পারা ইত্যাদি।

কী মূল্যায়ন করব? এই প্রশ্নের পর যে প্রশ্নটি আসে তা হলো কেমন করে মূল্যায়ন করব? অর্থাৎ মূল্যায়নের কৃৎকৌশলগুলি কী কী? প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন রকম কৌশলের প্রয়োগ হতে পারে। তবে চার রকম কৌশলের ব্যবহার প্রায়ই আমাদের করতে হবে, সেগুলি হচ্ছে— (১) পর্যবেক্ষণ, (২) ব্যবহারিক পরীক্ষা, (৩) লিখিত পরীক্ষা এবং (৪) বিস্তারিতভাবে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা না করে সংক্ষেপে এদের প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে বলা হলো।

পর্যবেক্ষণ—শিক্ষাক্রমে যে-সকল কাজের কথা বলা হয়েছে এবং সেইসব কাজের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের আচার-আচরণে যে ধরনের পরিবর্তন আমরা আশা করছি তা মূল্যায়নের জন্য এই কৌশলটিকে ব্যবহার করতে হবে। "দেখা" মানে "পর্যবেক্ষণ" নয়। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দিয়ে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করার নাম "পর্যবেক্ষণ"। শিক্ষাক্রমের যে-সকল কাজ বা ছেলেমেয়েদের যে-সব পরিবর্তন মৌখিক, লিখিত বা ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা যাবে না সে-সকল ক্ষেত্রে এই কৃৎকৌশলটি ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ ঃ বিষয়—খেলাধূলা, শরীরচর্চা। বিচার্য দিক—পারদর্শিতা।

ব্যবহারিক পরীক্ষা—নতুন শিক্ষাক্রমে নানারকম উৎপাদন ও সৃজনশীল কাজ, ছেলেমেয়েদের বিকাশমূলক কাজ, খেলাধূলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আগে এই সকল কাজ শিক্ষাক্রমে থাকলেও এগুলির কোন পরীক্ষা হতো না। বর্তমানে এই সকল কাজের পরীক্ষা করার কথা বলা হচ্ছে। এই পরীক্ষার রূপটি কেমন হবে ? কাজের মাধ্যমেই কাজটির পরীক্ষা হবে। তবে সেক্ষেত্রে কাজটি করাবার সময় উপযুক্ত প্রস্তুতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যেমন থাকা দরকার তেমনি ছেলেমেয়েদেরও কাজটির উদ্দেশ্য, কী পরীক্ষা করা হচ্ছে বুঝিয়ে দিতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষায় পরিমাপ সংখ্যা বা নম্বর দিয়ে ধরা যেতে পারে এবং সম্পূর্ণ পরীক্ষাটির পূর্ণমান ১০০ ধরা যেতে পারে। তবে সেই নম্বরকে গুণগত মানে পরিবর্তিত করতে হবে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষা—এই কৃৎকৌশলটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে প্রাথমিক স্তরে এই পরীক্ষাটি যাতে নির্ভরযোগ্য হয় তার জন্য নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

যেমন,

(১) প্রশ্ন তৈরি করার সময় পাঠ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে হবে।
(২) প্রশ্নের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান বা নম্বর ঠিক করতে হবে।
(৩) বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন—একটু বড়, সংক্ষিপ্ত ও অবজেকটিভ—প্রশ্নপত্র থাকবে।
(৪) প্রতিটি প্রশ্নের যেন নির্দিষ্ট উত্তর থাকে।
(৫) প্রশ্নবাক্যে ও অর্থে যেন কোন অস্পষ্টতা না থাকে।
(৬) প্রতিটি প্রশ্নপত্রে পূর্ণমান ১০০ ধরা যেতে পারে। শতকরা হিসাবে সহজে বোঝার জন্য পূর্ণমান ১০০ ধরা হলো।

ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রয়োগ-ক্ষমতার পরিমাপ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে করা যায় এবং তার জন্য নম্বর দেওয়া যেতে পারে। সেই নম্বরকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গুণগত মানে পরিবর্তিত করে মূল্যায়নপত্রে দেখাতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষা—এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা কেবলমাত্র ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের পরীক্ষা করব তাই নয়, তাদের আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত প্রভৃতি জানতে পারব। এই পরীক্ষা করার প্রস্তুতি ঠিকমতো করা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর এবং উপযুক্ত মান (নম্বর) ঠিক করবেন। দেখতে হবে যেন সকল ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলির প্রয়োগ সমানভাবে হয়। পরীক্ষার ফলাফল সাথে সাথে নম্বর দিয়ে যেন লিখে রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গুণগত মানে রূপান্তরিত করে মূল্যায়নপত্রে লেখা হয়। প্রতিটি প্রশ্নপত্রে পূর্ণমান ১০০ ধরা যেতে পারে যাতে সহজে গুণগত মানে সংখ্যাটিকে পরিবর্তিত করা যায়।

গুণগত মানের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-সম্পর্কে যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা দরকার এখানে সেটি আলোচনা করা হচ্ছে।

পাঁচ মাত্রা—ক, খ, গ, ঘ ও ঙ অর্থাৎ বেশ ভাল, ভাল, মাঝারি, সাধারণ ও আশানুরূপ নয়—এইভাবে গুণগত মান ঠিক করা যেতে পারে। শতকরা নম্বরের সাহায্যে প্রত্যেকটির মান বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

মান	তাৎপর্য	শতকরা নম্বর
ক	বেশ ভাল	৮০—১০০
খ	ভাল	৬০—৭৯
গ	মাঝারি	৪০—৫৯
ঘ	সাধারণ	২৬—৩৯
ঙ	আশানুরূপ নয়	০—২৫

কোন একটি বিষয়ে বা কাজের মূল্যায়নের সময় এই পাঁচ মাত্রায় গুণগত মান ঠিক করার পর যদি শিক্ষক-শিক্ষিকা মনে করেন কোন ছেলে বা মেয়ে সেই বিষয়ে বা কাজে বেশ পিছিয়ে আছে তবে তিনি "মন্তব্যের" ঘরে "আশানুরূপ নয়, আরো ভালো করতে হবে" বা "আশানুরূপ নয়, আরো অনেক ভাল করতে হবে" লিখতে পারেন। তাছাড়া দুর্বলতা বা পেছিয়ে পড়া সম্বন্ধে তার কারণ এবং প্রতিকার সম্বন্ধেও তিনি অভিভাবককে তাঁর মতামত লিখিতভাবে জানাবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সকল অংশের মূল্যায়নের দিকগুলি এবং কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে অর্থাৎ মূল্যায়নের কৃৎকৌশলগুলি সঠিকভাবে একত্রে বোঝার জন্য এই সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যবহারের জন্য "মূল্যমান নির্দেশিকা" দেওয়া হলো। প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীর মূল্যায়নের সময়

শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই "নির্দেশিকাটি" তাঁর সামনে রাখবেন। এক-একটি বিষয়ে মূল্যায়নে বিভিন্ন দিকের গুণগত মান বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর ক্ষেত্রে কী হবে সেটা তিনি নির্দিষ্ট পৃথক কাগজে লিখবেন। তারপর সেই বিষয়ে গড় মানটি এইভাবে নির্ধারণ করবেন।

প্রতিটি গুণগত মানের মূল্য হবে এইরকম ঃ ক=৫, খ=৪, গ=৩, ঘ=২ এবং ঙ=১। একটি বিষয়ের বিভিন্ন বিচার্য দিকগুলির মোট যোগফলকে বিচার্য দিকগুলির সংখ্যার দ্বারা ভাগ করে গড় সংখ্যাটিকে ৫=ক, ৪=খ, ৩=গ, ২=ঘ এবং ১=ঙ এইভাবে গুণগত মানে পরিবর্তন করতে হবে। ৫ এবং তার ওপরে হলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটি এবং ৫-এর কম হলে পূর্ববর্তী পূর্ণ সংখ্যাটিকে ধরতে হবে।

উদাহরণ ঃ ২.৫=৩ ও ২.৪ =২।

প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন বিষয়ের গড় মানটি বিদ্যালয়ের "মূল্যায়ন রেকর্ড বই"-এ শিক্ষক-শিক্ষিকা তুলে রাখবেন। এই ফলাফল তিনি যথাসময়ে শিক্ষার্থীর "সার্বিক মূল্যায়ন-পত্রে" তুলে অভিভাবকদের কাছে পাঠাবেন। এইসঙ্গে এরূপ একটি মূল্যায়নপত্রের নমুনা দেওয়া হলো। অভিভাবকদের কাছে পাঠাবার আগে "মন্তব্যে"র ঘরে ছেলে বা মেয়েটির পাঠের বৈশিষ্ট্য, দুর্বলতা বা তার কারণ (যদি থাকে) এবং সেই দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার জন্য তাঁর সুপারিশ সংক্ষেপে লিখবেন। এই সুপারিশগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁর রেকর্ড বইটিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট পাতায় লিখে রাখবেন। ঐ পাতায় তিনি ছাত্রছাত্রীটির সম্বন্ধে "মূল্যায়ন নির্দেশিকা"য় উল্লিখিত সাধারণ তথ্যগুলি লিখবেন।

সুষ্ঠুভাবে মূল্যায়ন করতে হলে অভিভাবকদের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে "ছেলেমেয়েদের গৃহ পরিদর্শন করা", "অভিভাবক-শিক্ষক যুক্ত সভার আয়োজন করা" প্রভৃতি কর্মসূচি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সার্বিক মূল্যায়ন পত্র

বর্ষ ঃ ১৯৮—১৯—

বিদ্যালয়ের নাম ———————————————— শিক্ষাবর্ষ ঃ প্রথম / দ্বিতীয় / তৃতীয় / চতুর্থ / পঞ্চম

ছাত্রছাত্রীর নাম ———————————————— বয়স———— রোল নং ————

বিষয় / কাজ		গুণগত মান			শ্রেণীশিক্ষকের / শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ		
		প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	তৃতীয় পর্ব	প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	তৃতীয় পর্ব
	(ক) খেলাধূলা ও শরীরচর্চা (খ) সাধারণ মন্তব্য (গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ঘ) স্বাস্থ্যশিক্ষা						
বৌদ্ধিক বিকাশ	(ক) মাতৃভাষা (খ) গণিত (গ) পরিবেশ পরিচিতি ঃ প্রকৃতি বিজ্ঞান (ঘ) পরিবেশ পরিচিতি ঃ ইতিহাস (ঙ) পরিবেশ পরিচিতি ঃ ভূগোল						

বিষয়/কাজ		গুণগত মান			শ্রেণী শিক্ষকের/শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ		
		প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	তৃতীয় পর্ব	প্রথম পর্ব	দ্বিতীয় পর্ব	তৃতীয় পর্ব
কর্মশক্তি ও মানসিক বিকাশ	(ক) উৎপাদন ও সৃজনধর্মী কাজ (খ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ (গ) সামাজিক বিকাশ (ঘ) আবেগানুভূতির বিকাশ (ঙ) সৌন্দর্যবোধের বিকাশ (চ) বিশেষ গুণাবলী ও পারদর্শিতা ঃ আবৃত্তি / অংকন নাচ / গান						
সার্বিক গড়							
উপস্থিতির হিসাব	কাজের দিন উপস্থিতি						

গুণগত মান ও তাৎপর্য ঃ ক=বেশ ভাল, খ=ভাল, গ=মাঝারি, ঘ=সাধারণ ও ঙ=আশানুরূপ নয়

শ্রেণীশিক্ষকের / শিক্ষিকার স্বাক্ষর ও তারিখ	অভিভাবকের স্বাক্ষর স্বাক্ষর ও তারিখ	প্রধান শিক্ষকের / শিক্ষিকার স্বাক্ষর ও তারিখ
১ম পর্ব	১ম পর্ব	১ম পর্ব
২য় পর্ব	২য় পর্ব	২য় পর্ব
৩য় পর্ব	৩য় পর্ব	৩য় পর্ব

* শিক্ষার্থী সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য — শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য — বর্ষ-১৯

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিদ্যালয়ের নাম —————— ছাত্র / ছাত্রীর নাম ——————

জন্ম তারিখ —————— ভর্তির তারিখ —————— শিক্ষাবর্ষ —————— শ্রেণী ——————

বিভাগ —————— উচ্চতা —————— ওজন —————— সাধারণ স্বাস্থ্য ——————

পিতার নাম —————— ঠিকানা ——————

অভিভাবকের নাম —————— ঠিকানা ——————

বিষয় /কাজ	মূল্যায়নের দিক	কৃৎকৌশল প্রতীক : পর্যবেক্ষণ (১) ব্যবহারিক (২) লিখিত (৩) মৌখিক (৪)	গুণগত মান ও তাৎপর্য				শ্রেণীশিক্ষকের / শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ			
			১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়
১। খেলাধূলা, শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা										
(ক) আগ্রহ ও অংশগ্রহণ		(১) ও (৭)								
(খ) নেতৃত্ব		(১)								
(গ) পারদর্শিতা		(১)								
(ঘ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা		(১)								
(চ) স্বাস্থ্যশিক্ষা		(৩) ও (৪)								

* রেকর্ড হইতে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রী সম্পর্কে সাধারণ তথ্যগুলি তার জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় লিখে রাখতে হবে।

বিষয় /কাজ	মূল্যায়নের দিক	কৃৎকৌশল প্রতীক : পর্যবেক্ষণ (১) ব্যবহারিক (২) লিখিত (৩) মৌখিক (৪)	গুণগত মান ও তাৎপর্য				শ্রেণীশিক্ষকের / শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ			
			১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়
২। উৎপাদন ও সৃজনধর্মী কাজ										
(ক) আগ্রহ ও অংশগ্রহণ		(১) ও (৪)								
(খ) পারদর্শিতা		(১)								
(গ) সহযোগিতা		(১)								
(ঘ) নেতৃত্ব		(১)								
(ঙ) সৌন্দর্যবোধ		(১)								
(চ) কাজের বিবরণী		(৩) ও (৪)								
৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ										
(ক) পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ		(১) ও (৪)								
(খ) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ		(১)								
(গ) পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অন্যান্য আচরণে অভিজ্ঞতার প্রভাব		(১)								
(ঘ) আমার বই		(৩) ও (৪)								

বিষয় /কাজ	মূল্যায়নের দিক	কৃৎকৌশল প্রতীক ঃ পর্যবেক্ষণ (১) ব্যবহারিক (২) লিখিত (৩) মৌখিক (৪)	গুণগত মান ও তাৎপর্য				শ্রেণীশিক্ষকের / শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ			
			১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়
৪। মাতৃভাষা										
(ক) কথন		(৪)								
(খ) পঠন		(১)								
(গ) লিখন		(৩)								
(ঘ) বোধশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতা		(৩) ও (৪)								
৫। গণিত										
(ক) গাণিতিক ধারণা		(২) (৩) (৪)								
(খ) যুক্তি, বিচারবোধ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা		(২) (৩) (৪)								
(গ) দ্রুততা ও নির্ভুলতা										
৬। পরিবেশ পরিচিতি ঃ										
প্রকৃতি বিজ্ঞান										
(ক) বিষয়জ্ঞান		(৩) ও (৪)								
(খ) ব্যবহারিক কাজ		(২)								
(গ) আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা		(১) ও (৪)								

বিষয় /কাজ	মূল্যায়নের দিক	কৃৎকৌশল প্রতীক ঃ পর্যবেক্ষণ (১) ব্যবহারিক (২) লিখিত (৩) মৌখিক (৪)	গুণগত মান ও তাৎপর্য				শ্রেণীশিক্ষকের / শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ			
			১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়
৭। ঐ ঃ ইতিহাস										
(ক) বিষয়জ্ঞান		(৩) ও (৪)								
(খ) ব্যবহারিক জ্ঞান		(২)								
(গ) স্থানীয় সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা		(১) ও (৪)								
৮। ঐ ঃ ভূগোল										
(ক) বিষয়জ্ঞান		(৩) ও (৪)								
(খ) ব্যবহারিক জ্ঞান		(২)								
(গ) স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ সচেতনতা		(১) ও (৪)								
৯। সামাজিক বিকাশ										
আচার-ব্যবহার, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, নীতি-বোধ, সহযোগিতা, সহানুভূতি ইত্যাদি		(১)								

বিষয় /কাজ	মূল্যায়নের দিক	কৃৎকৌশল প্রতীক ঃ পর্যবেক্ষণ (১) ব্যবহারিক (২) লিখিত (৩) মৌখিক (৪)	গুণগত মান ও তাৎপর্য				শ্রেণীশিক্ষকের / শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ			
			১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব	বার্ষিক গড়
১০। **আবেগানুভূতির বিকাশ** আত্মবিশ্বাস, ভালবাসা, রাগ, ভয় ইত্যাদি		(১)								
১১। **সৌন্দর্যবোধের বিকাশ** বিভিন্ন কাজের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয়		(১)								
১২। **বিশেষ গুণাবলী ও পারদর্শিতা** আবৃত্তি, অঙ্কন, নাচ, গান		(১)								
১৩। সার্বিক গড়										
১৪। উপস্থিতি	কাজের দিন / উপস্থিতি									